পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 34 Friday, 3 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা ❋ ১৭ পৌষ ১৪৩১, শুক্রবার, ৩ জানুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

জমি মাফিয়াদের ঠেকাতে বড় পদক্ষেপ মমতার

নেতা থেকে আইসি কাউকে রেয়াত নয়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জানুয়ারিঃ নতুন বছরের শুরুতেই প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বড় ঝাঁকুনি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জমি মাফিয়াদের ঠেকাতে বড় পদক্ষেপের কথা জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নতুন করে সরকারি জমি জবর দখল হলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। আর যারা ইতিমধ্যে সরকারি জমি দখল করে বসে আছে, অবিলম্বে সেই তালিকা তৈরি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য এদিনের বৈঠক থেকে একটি পলিসি তৈরির কথাও জানান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''ডিএম, এসপি থেকে থানার আইসি, ওসি সকলে সতর্ক থাকুন। জোর করে জমি দখল বরদাস্ত করা হবে না। এ ব্যাপারে অফিসার থেকে নেতা, কারও বিরুদ্ধে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।'' এ প্রসঙ্গে পূর্বতন বাম সরকারকে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাম আমলে বেআইনিভাবে জমি জবর দখল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তাদের তুলতে গেলে তারা কোর্টে চলে যাচ্ছে। কোর্ট স্থগিতাদেশ দিচ্ছে। ফলে জবরদখল উদ্ধারের কাজ আটকে যাচ্ছে।' রাজ্যের প্রশাসনিক বলেন, ''নতুন করে যেন জমি জবরদখল না হয়। যেগুলো দখল হয়েছে, তার তালিকা তৈরি করে ব্যক্তি মালিকানা বাদে যেগুলি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি থেকে ১০০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। আর যাঁরা জমি জবরদখল করে সেখানে বিল্ডিং গড়ে অন্যকে বিক্রি করে পালিয়ে গিয়েছে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন ধরে আনতে হবে। প্রয়োজনে ইডি, সিবিআইয়ের মতো সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে।'' দ্রুত তালিকা তৈরি করে জুন মাসের মধ্যে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশও দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এ প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, ''ডিএম, এসপি থেকে থানার আইসি, ওসি সকলে সতর্ক থাকুন। বেআইনি জবরদখলের ক্ষেত্রে কোনও বরদাস্ত নয়। এমনকি কোনও নেতাও যদি জবরদখলকারীর হয়ে বলতে আসে, তাহলে তার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করুন।'' মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''কোনও সরকারি আধিকারিক যদি ভেবে থাকেন যে যা খুশি করে তিনি রিটায়ার হয়ে যাবেন, তা হবে না।

বেনিয়ম প্রমাণিত হলে অবসরের পরও আমরা তাকে ছাড়ব না, এটা যেন সকলে মনে রাখে।'' সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব যাদের, তাঁরাই নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে সীমান্তে অনুপ্রবেশ করাচ্ছে! বিএসএফের বিরুদ্ধে এদিন প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এই বড় অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের মদতও রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''বিএসএফ সিতাই, ইসলামপুর, চোপড়া দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে। সীমান্তে মেয়েদের ওপর অত্যাচারও করছে বিএসএফ। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লু প্রিন্ট না থাকলে এটা হত না।'' আর সীমান্তের এই অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের একাংশও বিএসএফকে সাহায্য করছে বলে এদিন সরাসরি অভিযোগ করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এ প্রসঙ্গে এদিনের বৈঠক থেকে মালদহের এসপিকে একহাত নিয়েছেন মমতা। মালদহে এদিন এক কাউন্সিলরের মৃত্যুর জন্য জেলার এসপিকে দুষে মমতা বলেন, ''এসপির অপদার্থতার জন্য ওর মৃত্যু হল। ওর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল।'' এসপির উদ্দেশে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''বর্ডার আর কালিয়াচক নিয়ে ব্যস্ত থাকলে উন্নয়ন হবে না। বিএসএফের সঙ্গে আপনি অ্যাডজাস্ট করে অনুপ্রবেশ করাবেন। এ জিনিস আমি বরদাস্ত করব না। এসপির একটা চোখ থাকবে কাজে, আর একটা চোখ অন্যদিকে, এ জিনিস চলবে না।'' ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এসপির উদ্দেশে এও বলেন, ''বিএসএফকে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছো, দিল্লি পুলিশকে বিরিয়ানি খাওয়াচ্ছো, আর রাজ্যটাকে রসাতলে পাঠাচ্ছো, এ জিনিস আমি হতে দেব না। এরকম করলে এসপি হওয়া যায় না, পুলিশকে গট গট করে হাঁটতে হবে, বন্দুক চালালে নয়।'' সীমান্তবর্তী জেলার কোন কোন এলাকার পুলিশ বিএসএফকে মদত দিচ্ছে এ বিষয়ে ডিজি রাজীব কুমারের কাছে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্টও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে অনুপ্রবেশের প্রশ্নে বিএসএফের পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ''কেন্দ্রের মদতেই রাজ্যকে ডিস্টার্ব করতে অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। রিপোর্ট তৈরি করে দিন। আমি কেন্দ্রের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানাব।'' রাজ্য জুড়ে বালি পাচারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ-প্রশাসনকে আগেই কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই নির্দেশে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উল্টে বেড়েছে মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠকে বীরভূমের জেলা শাসককে রীতিমতো ধমক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে বেশি বালি পাচার ওখান থেকেই হচ্ছে। পাশাপাশি দেউচা পাঁচামি নিয়েও এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জেলা শাসককে প্রশ্ন করেন, ''দেউচা পাচামির যখন জমি নেওয়া হল কেন খাপছাড়া খাপছাড়া নেওয়া হল? কেন কনটিগুইটি দেখা হল না? সরকারের রেভিনিউ কেউ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আঙুল গুটিয়ে বসে থাকবে এটা চলবে না।'' বীরভূমের নানুর, ময়ূরেশ্বর-সহ একাধিক জায়গা থেকেই বালি পাচারের অভিযোগ সামনে আসছে। রাতের অন্ধকারে নদীর নীচ থেকে পাইপের মাধ্যমে পাম্পের সাহায্য বালি তুলে অবাধে পাচার করা হচ্ছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। তাঁদের দাবি, এর ফলে বিপুল পরিমাণ টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। সে কারণেই বছরের প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন, অবিলম্বে এসব বন্ধ করতে হবে। সাত দিনের মধ্যে সমস্ত অভিযোগ সমাধানের নির্দেশ দেন তিনি। এদিন প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তিনি মনে করিয়ে দেন, বীরভূম নিয়ে তিনি একেবারেই খুশি নন। তবে মুখ্যমন্ত্রী এদিন পরিষ্কার জানিয়েছেন, ''বীরভূমে আমাদের নেতাদের কথায় এসব হচ্ছে না। ওখান থেকে বিজেপির ফান্ডে টাকা যাচ্ছে। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না।'' এরপরই মমতা অভিযোগ করেন, ''কিছু আইসি-ও যা ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছেন। কী করছেন দুবরাজপুর, সিউড়ি, মহম্মদবাজারের আইসি? ওঁরা কী ভাবেন কিছুই আমার নজরে নেই? আমি সবরকম খবর রাখি। মানুষের জন্য কাজ না করলে রেয়াত করা হবে না।''

ব্রাত্যকে ধমক মমতার, জানিয়ে দিলেন, প্রাথমিকে সেমিস্টার চালু হবে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ প্রাথমিক স্কুলে সেমিস্টার সিস্টেম চালু হচ্ছে, অথত জানেনই না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদপত্রে পড়ে, সে কথা জানতে পেরেছেন তিনি। তাঁকে না জানিয়েই কেন শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন পলিসি চালু করা হল, তা নিয়ে সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলেন মমতা। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে বসে ব্রাত্য বসুকে কড়া বার্তা দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে স্পষ্ট করে দিলেন, কোনও সেমিস্টার প্রথা চালু করা যাবে না। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে সভাপতি গৌতম পাল সাংবাদিক বৈঠক করে

জানান, প্রাথমিক স্কুলে এবার চালু হবে সেমিস্টার পদ্ধতি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বছরে ২ বার পরীক্ষা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ক্রেডিট সিস্টেম চালু করার কথাও বলা হয়। সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই এদিন মমতার ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল ব্রাত্য বসুকে। এদিন মমতা ব্রাত্যকে বলেন, ''কাগজে দেখলাম, প্রাথমিক স্তরে সেমিস্টার চালু হচ্ছে। আমি জানতাম না। মুখ্য সচিবও জানতেন না। পলিসি তৈরি করার আগে কেন জানানো হল না?'' ভর্ৎসনার মুখে ব্রাত্য জানালেন, মমতা নির্দেশ দিলে, তবেই নির্দেশিকা জারি হবে। তার আগে নয়। এরপরই মমতা বলেন, ''আগে সংবাদমাধ্যমে জানানো হল কেন? কোনও পলিসি করলে আমাদের আগে জানাতে হবে।'' সেমিস্টার প্রথা প্রসঙ্গে মমতা সাফ বললেন, ''ওটা হবে না। আমি চাইছি শিশুদের ভার কমাতে। কাঁধের ব্যাগ কমাতে। ওইটুকু বাচ্চারা টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার বলতে পারে না, সেমিস্টার বলবে! ওয়ানের বাচ্চা সেমিস্টার দেবে? কলেজে যা হয়, স্কুলে তা হয় না। যা চলছে, তাই চলবে।'' ব্রাত্যকে স্পষ্ট বললেন, ''শিক্ষার ব্যাপারে কোনও পলিসি নিলে, সংবাদমাধ্যমে জানানোর আগে আমাদের জানান। খবর খাইয়ে দিলেই চলবে না।''

'বর্ষার আগে কিছু তো করুন', বললেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' নিয়ে রাজ্যের তরফে রিপোর্ট পেশ করা হল কলকাতা হাইকোর্টে। রিপোর্ট দেখে একেবারেই সন্তুষ্ট নন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ওই রিপোর্ট পেশ করা হয়। প্রতি বছর বন্যায় ভাসে ঘাটাল। প্রশ্ন ওঠে 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, কেন্দ্র না করলে রাজ্যই করে দেবে মাস্টার প্ল্যান। এদিন রিপোর্ট দেখে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আগামী বর্ষার আগে কিছু তো করুন। এখনই শুরু না করলে কিছুই করতে পারবেন না।'' এই রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে যে বন্যার পর ক'টা শাড়ি, কতগুলি বিছানার চাদর, লুঙ্গি, কতটা শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর কীভাবে কাজ করেছে, সেটা লেখা আছে। কিন্তু মাস্টার প্ল্যান কীভাবে কার্যকর হবে, কীভাবে এই বন্যা প্রতিরোধ করা হবে, সেই বিষয়ে কিছুই লেখা নেই। পরের বন্যার জন্য আগাম কী প্ল্যান আছে? সেটাও জানতে চান প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ''এই কাজ করতে গেলে আপনাদের অনেক কাজ করতে হবে। যন্ত্র কোথায় বসবে, কতজনকে পুনর্বাসন দিতে হবে, এলাকা দখল মুক্ত করতে হবে। এই সব তথ্য কোথায়?'' প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল। ৬ সপ্তাহের মধ্যে ফের রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের।

'গোটা ভারতে কেউ করেনি'

ডায়মন্ড হারবারে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির উদ্বোধনে বললেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ২ জানুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবির 'সেবাশ্রয়'-এর সূচনা করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই স্বাস্থ্যশিবিরগুলি চালু থাকবে। ডায়মন্ড হারবারের এসডিও মাঠে নিজে গিয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন অভিষেক। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা এলাকায় মোট ৪১টি স্বাস্থ্যশিবির চলবে। এই স্বাস্থ্যশিবিরগুলিতে থাকছে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, ডায়গনস্টিক টেস্ট, রেফারেল পরিষেবা থেকে শুরু করে হেল্প ডেস্ক ও অ্যাপ ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও রিয়েল টাইম আপডেটের পরিষেবা। ডায়মন্ড হারবারের পর বলেন, অভিযোগ আসে যে, ভোট এলেই নাকি কাজ দেখানোর জন্য এই ধরনের কর্মসূচি হয়। কিন্তু চলতি বছর কোনও নির্বাচন নেই। ঠিক যেমন ২০২০ সালে ছিল না, তাও সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। অভিষেকের খোঁচা, ''আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসার রাজনীতি করি না।'' বেশ কয়েকদিন ধরে রাজনীতির অলিগলিতে একটি প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছিল তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি সক্রিয়? দলে কি নিষ্ক্রিয় তিনি? এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই দিলেন অভিষেক। কী করছিলেন তিনি? কেনই বা বেশ কয়েকদিন তাঁকে দেখা যায়নি। সবটাই জানালেন নিজের মুখে। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা! ডায়মন্ত হারবারে নতুন কর্মসূচি শুরু করেছেন সেই সংসদীয় এলাকার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক

আরও ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতেও এই 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পের স্বাস্থ্যশিবির চালু হবে বলে জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে চিকিৎসা করাতে পারবেন স্থানীয়রা। অভিষেক জানিয়েছেন, আগামী ৭৫ দিনে এইরকম আরও ৩০০টি ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। আপাতত ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় ৪০টি ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে একটি মডেল এবং ৩৯টি সাধারণ ক্যাম্প আছে। প্রতি বিধানসভাতেই একই ভাব ক্যাম্প তৈরি হবে। এরপর মার্চ মাসে ৫ দিনের মেগা ক্যাম্প হবে (১৬ মার্চ থেকে ২০ মার্চ) বলেও জানান অভিষেক। এই ক'দিনে ৩০০টি ক্যাম্পে একসঙ্গে কাজ হবে। গোটা ভারতে এত বড় কর্মসূচি করার সাহস কেউ দেখাতে পারেনি, এই ক্যাম্পের আয়োজন করে এমনই মত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর স্পষ্ট কথা, ''এই যে প্রকল্প তা এতদিন ভারতের কোন লোকসভা বা বিধানসভায় হয়নি। এখনও পর্যন্ত এমন কর্মযজ্ঞ কেউ করেনি। এটাই প্রথমবার।'' এই মন্তব্য করে বিজেপি সহ বিরোধী শিবিরকেও নিশানা করেন তিনি। বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম দেওয়া হয়েছে 'সেবাশ্রয়'। অভিষেক জানালেন এই কারণেই তিনি এতদিন ব্যস্ত ছিলেন। তৃণমূল নেতার কথায়, ''এত বড় কাজ। আমায় সময় দিতে হবে। রাতারাতি হয় না। এটা বাস্তবায়িত করতে এক দেড় মাস সময় লেগেছে। দল যেখানে যেতে বলেছে আগামী দিনেও যাব।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি অভিষেক ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত কয়েকজন ছাত্র নেতাকে পদ থেকে সরানো হয়েছে। সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অভিষেক পরিষ্কার বলেছেন, ''আমার ঘনিষ্ঠ বা তার ঘনিষ্ঠ কী? যে যার ঘনিষ্ঠ হতে পারে। আমার লক্ষ্য দলে দলে ঢুকে জোড়াফুল ফোটানো।'' এ প্রসঙ্গে মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। বলেন, ''আপনারা এগুলো নিয়ে গুজব রটাচ্ছেন। সুব্রত বক্সী বৈঠক করছেন আপনারা খবর করছেন। আরে আমার কাছে অন্য দলের লোক এল খবর করলেন বুঝলাম। আমি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজ্যের সভাপতি কথা বলতে আসছেন, বা চা খেতে আসছেন খবর করছেন? সাংবাদিকতার মান নামাবেন না।''

'রাতে বস্তা বস্তা টাকা দিয়েছেন শুভেন্দু?', সিদ্দিকুল্লার 'বোমা'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি। তার মধ্যেই বাংলা থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হচ্ছে একের পর এক। বাংলায় ভীষণভাবে সক্রিয় হয়েছে আনসারুল্লা বাংলা টিম। এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তুলে আনলেন শুভেন্দু অধিকারীর নাম। সিদ্দিকুল্লার বিস্ফোরক দাবি, শুভেন্দু অধিকারী মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, রাতেরবেলায় বস্তায় ভরে টাকা এনেছেন তিনি এও বলেছেন, ''আমি বোমা ফাটালে হজম হবে তো?'' তাঁর দাবি, বাংলায় জঙ্গি ক্রিয়েট করা হচ্ছে। বাংলায় জঙ্গি সক্রিয়তা নিয়ে বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিদ্দিকুল্লা বলেন, ''বাংলায় কোনও জঙ্গি নেই, সন্ত্রাস ক্রিয়েট করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে জঙ্গি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই জঙ্গিটা কারা তৈরি করেছে? ক্রিয়েটেড। বাংলায় সন্ত্রাস নেই।'' তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, জঙ্গি তাহলে কে তৈরি করছে? সে প্রশ্নের উত্তরে সিদ্দিকুল্লা বলেন, ''আমি বোমা ফাটালে তাঁদের হজম হবে না। এরা আরএসএসের জন্ম.. বিজেপির মুখোশ। বাংলায় এদের চলবে না। শুভেন্দু অধিকারী মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, রাতেরবেলায় বস্তায় ভরে টাকা এনেছেন, রাতে রওনা হচ্ছেন, ভোরে বাড়িতে পৌঁছতে। এই বোমা ফাটালাম, উত্তর দিতে পারবেন?'' রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে

সিদ্দিকুল্লার মন্তব্যে শোরগোল পড়ে যায়। বিজেপি নেজা সজল ঘোষ বলেন, ''বাংলায় জঙ্গি ক্রিয়েট কে করছে? সাধারণ মানুষকে জঙ্গি বানিয়ে ফেলছেন কারা? আসলে উনি যেটা বলতে চেয়েছেন আর বলেছেন, দুটোর মধ্যে একটু তফা রয়েছে। বাংলায় ওনাদের থেকে বড় কোনও জঙ্গি নেই। জঙ্গি মানেই হাতে বন্দুক নিয়ে আর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়বে, তেমনটা নয়। আজকের দিনে অ্যাটাকটা হচ্ছে সাইবার অ্যাটাক, তেমনি ওরা ডেমোক্রেটিক্যাল অ্যাটাক করছে।'' সিদ্দিকুল্লার মন্তব্য প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন শুভেন্দুও। পাল্টা তাঁকেই তোপ দেগেছেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, ''ওর কথার আমি জবাব দেব কী? উনি খারিজি মাদ্রাসা চালায়। জঙ্গি তৈরির কারখানা। খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাদের সাপোর্ট করেছিলেন।'' তিনি আরও বলেন, ''কয়েকদিন আগেই ইউনূসকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। কলকাতা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সরাতে দিচ্ছেন না। ওনার মুখে বড় বড় ভাষণ মানায় না।''

'হিম্মত থাকলে আগে বালি-কয়লা-গরু পাচার বন্ধ করুন'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি দিলীপ ঘোষ। সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, ''ভারতের সেনা, আধা সেনাদের উনি বরাবরই অপমান করেন। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্যাশন।'' বৃহস্পতিবার বাংলার অনুপ্রবেশ নিয়ে বড় অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিজি থেকে শুরু করে বিএসএফ সকলকে নিয়েই অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গ টেনে এনেই দিলীপ বলেন, ''পুলিস তো ছাড়, পুর প্রশাসনও তোলা তোলে।'' তিনি আরও বলেন, 'মালদহ এর নেতা খুন হলেন। পুলিস দফতর তো আপনার হাতে। পুলিস ভেরিফিকেশন হয় পাসপোর্ট এর ক্ষেত্রে। কি করে এটা হয়?

উনি কেবল স্টেটমেন্ট দেন।'' মমতাকে নিশানা করে বলেন, ''হিম্মত থাকলে আগে বালি, কয়লা, গরু পাচার বন্ধ করুন। অপরাধ এ উনি ওদের দিয়ে করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলেন।'' ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট নিয়ে বিজেপি নেতা বলেন, ''২০২৬ এ ওষুধ প্রয়োগ হবে। সেই ওষুধ আমাদের কাছে আছে। রাজ্যে যারা তৃণমূলের সঙ্গে থাকবেনা তারা রোজগার করে খেতেও পারবেনা এটা এখানকার রাজনীতি।'' জঙ্গি প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, ''জঙ্গি তো এই রাজ্যে ধরা পড়ছে। অমিত শাহ কি করবেন সেটা আপনি ছেড়ে দিন। এই ইস্যু তে রাস্তায় নামুন। নাটক করবেন না। বিহার, ইউপি থেকে নাকি গুন্ডা আসছে বলছে ববি হাকিম। ঢুকছে কি করে? সাহস পাচ্ছে কি করে? বিজেপির সরকার যেখানে আছে করার দম নেই। উনি আগে ওঁনার দফতর এর কাজে মন দিন।'' তিনি আরও বলেন, ''প্রতি বছর ঘাটালে বন্যা হবে। এরা ফটো তোলার সরকার। বীরভূম নিয়ে এখন দুঃখ এর কারণ আছে। বালি পাচার হচ্ছে, উনি ভাগ পাচ্ছেন না। কাজল শেখ বোধহয় ঠিক মত ভাগ দিচ্ছেনা। গোপী বল্লভ পুরে তো পুরোটাই বালি পাচার। উনি কি করছেন? জানেন না!''

ইন্ডিয়া জোটে ফিরছেন নীতীশ? লালুর মন্তব্যের জবাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর হাসিতে কীসের ইঙ্গিত?

পটনা, ২ জানুয়ারিঃ ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন তিনি। কিন্তু, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সেই জোট থেকে বেরিয়ে ফের এনডিএ-র সঙ্গে হাত মেলান। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ইন্ডিয়া জোটে কি ফিরছেন জেডি(ইউ) সুপ্রিমো নীতীশ কুমার? আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের এক মন্তব্যের জবাবে নীতীশ কুমারের হাসি ঘিরে জল্পনা বেড়েছে বিহারের রাজনীতিতে। গত এক দশকে একাধিকবার জোট বদলেছেন নীতীশ কুমার। কখনও এনডিএ-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহারে সরকার গড়েছেন। কখনও আরজেডি, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ২০২০ সালে বিজেপির সঙ্গে জোট করে বিহারে সরকার গড়েছিলেন। ২০২২ সালে এনডিএ থেকে বেরিয়ে আরজেডি ও কংগ্রেসের হাত ধরেন। কিন্তু, ২০২৪ সালের শুরুতেই ফের এনডিএ-তে ফিরে যান নীতীশ। নতুন বছরের শুরুতেই তাঁর দলবদল নিয়ে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে। সেই জল্পনা আরও বাড়িয়ে দেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''নীতীশ কুমারের জন্য আমাদের দরজা খোলা রয়েছে। তাঁরও উচিত নিজের দরজা খুলে দেওয়া। তাহলে দুই প্রান্তের লোক যাতায়াত করতে পারবেন।'' বিহারের রাজনীতিতে লালুপ্রসাদ ও নীতীশ কুমারকে 'বড় ভাই, ছোট ভাই' বলা হয়। 'বড় ভাই'-র মন্তব্যে নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রশ্ন করা হয় 'ছোট ভাই' নীতীশকে। সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হাতজোড় করলেন। হাসলেন। তারপর বললেন, আপনি কী বলছেন? আর কোনও কথা বলেননি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই হাসিতে জল্পনা আরও বেড়েছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তাঁর আগে কি ফের জোট বদলাবেন নীতীশ? আরজেডি সুপ্রিমোর মন্তব্য নিয়ে লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব বলেন, সংবাদমাধ্যমের কৌতূহল নিরসনে তাঁর বাবা হয়তো এমন মন্তব্য করেছেন। বলেন, ''তিনি আর কী বলতেন? আপনাদের প্রশ্নের শুধু জবাব দিয়েছিলেন।'' নতুন বছরে নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন সরকারের অবসান হবে বলে আশাবাদী তিনি। লালুপ্রসাদের মন্তব্য নিয়ে জেডি(ইউ) নেতা লালন সিং বলেন, ''স্বাধীন ভারতে যে কেউ নিজের মতো বক্তব্য রাখতে পারেন। তবে এনডিএ যথেষ্ট শক্তিশালী। জেডিইউ ও বিজেপি একজোট রয়েছে।''

বাংলার জেলে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেই জাল ছড়াচ্ছে জঙ্গিরা, তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ জঙ্গিদের স্লিপার সেল সক্রিয় জেলও! বহরমপুর, প্রেসিডেন্সি ও বারুইপুর জেলে রয়েছে জেএমবি জঙ্গি সন্দেহে ধৃত প্রায় ৪০ জন। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশিও রয়েছেন। আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্য সাজিবুল ও মুস্তাকিমের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে জেলবন্দিদের। সামনে এল চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। আনসারুল্লা বাংলা টিমের ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে অসম এসটিএফ। আর ২ জন গ্রেফতার হয়েছে বাংলা থেকে। তাঁদের জেরা করেই উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। একদম বাংলাদেশের মডেলেই জেলেও স্লিপার সেল তৈরি করে। বাংলার যে সমস্ত জেলে খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃতরা রয়েছে, বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণেও যারা ধরা পড়েছে, তাদের নিয়ে চলছে স্লিপার সেল। তাদের সঙ্গে বাইরে থাকা সদস্যদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। জানা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান হত, ভবিষ্য পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হত। জানা যাচ্ছে, বহরমপুর জেলে থেকে তারিকুল ইসলাম ওরফে সুমন, যে খাগড়াগড় বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত, তার সঙ্গে নূর ইসলামের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এই নূর ইসলাম হল আনসারুল বাংলা টিমের সদস্য, তাকে কাকড়াঝোড় থেকে গ্রেফতার করা হয়। নূর একাধিকবার ফালাকাটায় এসে মিটিং করেছিল। অর্থাৎ কোথাও জেলের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে মডিউলগুলো

যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিল। মোবাইলের কল ডিটেইলস ও মেসেজ দেখে স্পষ্ট হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, জেলে থেকেও কীভাবে এই সমস্ত অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না? জেল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তারা। বাংলায় জাল বিস্তারে মরিয়া বাংলাদেশি জঙ্গিরা। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন আনলারুল্লা বাংলা টিমের হেড জসিমুদ্দিন রহমানি। মুর্শিদাবাদ ঘুরে গিয়েছেন জসিমুদ্দিন রহমানি। এবিটি-র ধৃত সদস্যদের গ্রেফতার করে এমনই তথ্য উঠে এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে। ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন জসিমুদ্দিন। তাঁর ভিডিয়ো বার্তা সামনে এসেছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'যদি বাংলাদেশের দিকে এক পা বাড়াও, আমরা সেভেন সিস্টার, চায়নাকে বলে দেব, চিকেন নেক বন্ধ করে দাও। সেভেন সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো।' বাংলার বুকে নিজেদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এবিটি কতটা সক্রিয়, তা জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এই টিমের ধৃত সদস্য মুস্তাকিম মণ্ডল, সাজিবুল ইসলামদের জেরা করে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, নিজেদের সংগঠন ছড়িয়ে দিয়ে এবিটি-র স্লিপার সেল কাজ করছে। সামনে এসেছে আরও আশঙ্কার কথা। আগস্টে জেলমুক্তির পর জসিমুদ্দিন এসেছিলেন মুর্শিদাবাদে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জসিমুদ্দিন ছিলেন শাদ রাডির ভাই সাজিবুলদের ডেরায়। আর সাজিবুল, মুস্তাকিমদের জেরা করে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। নওদা এলাকায় ঠাঁই নিয়েছিলেন জসিমুদ্দিন। এই সমস্ত তথ্য হাতে আসার উদ্বিগ্ন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। তবে শাসকদল এক্ষেত্রেও দায় ঠেলেছে বিএসএফের ঘাড়ে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ''বিএসএফ ফেল করছে। বাংলায় ত্রিপুরা, অসম-বিভিন্ন জায়গার লোকজন ঢুকছে। সেন্ট্রাল আইবি-র উচিত এগুলো মনিটর করা।'' মুর্শিদাবাদে এসে কোন বড় ষড়যন্ত্রের সলতে পাকিয়ে গিয়েছেন জসিমুদ্দিন? সেটাই ধৃতদের জেরা করে নিশ্চিত হতে চাইছেন গোয়েন্দারা।

দিল্লিতে ৩ জানুয়ারি একাধিক কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর, স্বাভিমান ফ্ল্যাটের করবেন উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) দিল্লিতে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী দিল্লির অশোক বিহার এলাকায় অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য ১ হাজার ৬৭৫টি নব নির্মিত স্বাভিমান ফ্ল্যাটের উদ্বোধন করবেন।নৌরজি নগরে তিনি দুটি পুর উন্নয়ন প্রকল্প ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং সরোজিনীনগরে এক গুচ্ছ কোয়ার্টারের উদ্বোধন করবেন।

শীতে কাবু কাশ্মীর উপত্যকা, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল মুঘল রোড

শ্রীনগর, ২ জানুয়ারি ঃ হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার গুলমার্গ শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় অবিরাম তুষারপাতের কারণে মুঘল রোড বিগত ৪-দিন ধরে বন্ধ রয়েছে।চারিদিকে শুধুই বরফ আর বরফ। গাছ, রাস্তাঘাট, পাহা। সর্বত্রই বরফের চাদরে ঢাকা প।ছে। কাশ্মীরের বান্দিপোরাতেও ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগরের ডাল লেকের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় ইডি-র হানা, এক যুবকে২র দোকানে তল্লাশি

মুর্শিদাবাদ, ২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার নিমা গ্রামে ইডি-র হানা। এক যুবকের দোকানে কেন্দ্রীয় সংস্থা হানা দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। ওই যুবক মোবাইলের পার্টসের ব্যবসার পাশাপাশি লটারির ব্যবসা করে বলেই জানা গিয়েছে। যুবকের নাম রাহি শেখ।এদিকে, বৃহস্পতিবার সাতসকালে মেদিনীপুরে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর দফতর হানা দেয়। এদিন সকালে মেদিনীপুর শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদর ঘাট এলাকায় আসে আয়কর দফতরের একটি প্রতিনিধি দল। চলছে তল্লাশি

হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পঞ্জাবের রাজ্যপালের

সিমলা, ২ জানুয়ারি ঃবৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষা করলেন পঞ্জাবের রাজ্যপাল। এদিন পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর সঙ্গে দেখা করেন।জানা গেছে, উভয়ের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষা পর্বে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুর সুখবিন্দর সিং সুখু পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়াকে শাল ও হিমাচলের টুপি দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ (কর্নেল) ধনি রাম শান্ডিল এবং কৃষিমন্ত্রী চন্দ্রকুমারও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

ঝাড়খণ্ডে একইদিনে দুটি ভিন্ন পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের

গিরিডি, ২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডে পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। জানা গেছে , প্রথম ঘটনাটি ঘটে নিমিয়াঘাট থানার অন্তর্গত ইসরি বাজারের কালালী রোডের কাছে। একটি লরি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে একটি মারুতি গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেয়। ফলে গাড়ির মধ্যে থাকা ব্যক্তিঃর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। নিহতের নাম চিকু পণ্ডিত (৩০) ইসরি বাজারের বাসিন্দা।দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ডুমরির অসুরবাঁধের কাছে। জানা গেছে ,এক বাইক আরোহী পীযূষ মাহাতো

মণিপুরের ভারত-মায়ানমার সীমান্তে সমাপ্ত ৯.২১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বেড়ার কাজঃস্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি ঃ মণিপুরের মোরে জেলায় অবস্থিত ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ৯.২১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া সংস্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে, জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।২০২৩-২০২৪ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় জানিয়েছে, মণিপুরের মোরেতে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ৯.২১৪ কিলোমিটার বেড়া সংস্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। বেড়া বরাবর সীমান্ত-রাস্তা নির্মাণের কাজও সমান্তরাল ভাবে চলছে। এই প্রকল্পের বলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি, অবৈধ আন্ত ঃসীমান্ত কার্যকলাপ দমনের পাশাপাশি অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করা ছাড়াও সীমান্তরক্ষীদের টহলে সুবিধা হবে। প্রকল্পের কাজ করছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)।কেন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, উন্মুক্ত সীমান্ত চোরাচালান, অবৈধ অভিবাসন এবং জঙ্গি কার্যকলাপের একটি হটস্পটে পরিণত হয়েছে। ভারতের মণিপুর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্য ১,৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা মায়ানমার সীমান্ত-ঘেঁষা। এর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ ৫২০ কিলোমিটার, নাগাল্যান্ড ২১৫ কিলোমিটার, মণিপুর ৩৯৮ কিলোমিটার এবং মিজোরাম ৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত। ১,৬৪৩ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ১,৪৭২ কিলোমিটার সীমান্তের সীমানা জরিপের কাজ শেষ হয়েছে।মোরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য হাব-এ বেড়া সংস্থাপন প্রকল্পটি সীমান্ত সুরক্ষিত করতে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেতরে ভারত সরকারের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অন্যতম অংশ।উন্নত নজরদারি ব্যবস্থার দুটি পাইলট প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে। অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরের এক কিলোমিটার করে এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আসাম রাইফেলসকে। ২০.৮৬২ কিলোমিটার দীর্ঘ বেড়া এবং রাস্তা নির্মাণের কাজ ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেওয়া হয়েছিল বিআরও-কে, জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে।

কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং পশ্চিমবঙ্গ সফরে, যোগ দেবেন একগুচ্ছ কর্মসূচিতে

কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমায় একগুচ্ছ কর্মসূচিতে যোগদান করবেন। প্রথম দিনের প্রথম কর্মসূচিতে সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জুট অ্যান্ড এলায়েড ফাইবারস মিউজিয়াম পরিদর্শনে যাবেন তিনি। এরপর দিনভর ব্যস্ততায় চারটি সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে সফরসূচি থেকে জানা গিয়েছে। প্রথমতঃ চটশিল্পের কল্যাণে যে সমস্ত

মহিলা, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে লাখপতি হয়েছেন তাদের সঙ্গে রয়েছে সাক্ষা কর্মসূচি। দ্বিতীয়তঃ কৃষি জমি সংলগ্ন এলাকায় যেখানে গবেষণা হয়ে থাকে সেখানে সরেজমিন পরিদর্শন। এরপর অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি ঘুরে দেখবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তৃতীয়তঃ চটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতি থেকে ব্যবসায়ী, সমস্ত উদ্যোগপতি থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে ডাকা হয়েছে। এ নিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর খোদ উপস্থিতিতেই। চতুর্থতঃ পাট চাষ-এর সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের পাশাপাশি এ নিয়ে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মত বিনিময় ও মউ সই করা হবে চটশিল্পের প্রসারে। এদিন শেষ কর্মসূচিতে রয়েছে বায়ো - ইথানল সম্পর্কিত বিষয়ক আলোচনা।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন নামঞ্জুর, উদ্বিগ্ন রাধা রমন দাস

ঢাকা ও কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন নামঞ্জুর করেছে আদালত। বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা বিচারক মো.সাইফুল ইসলামের আদালত এই আদেশ দেন।গত ২৬ নভেম্বর চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেয় আদালত। ৩ ডিসেম্বর জামিন শুনানির দিন থাকলেও কোনও আইনজীবী না থাকায় শুনানির দিন ২ জানুয়ারি ধার্য ছিল। গত বুধবার যে দু'জনের জামিনের শুনানি ছিল, তাদের আইনজীবীও আসেননি। এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ১০টা নাগাদ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন শুনানিতে অংশ নিতে আদালতে পৌঁছন সুপ্রিম কোর্টের ১১ আইনজীবীর একটি দল। এই শুনানিকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কলকাতা ইস্কনের সন্ন্যাসী রাধা রমণ দাস, তিনি বলেছেন, এটি অত্যন্ত দু ঃখজনক খবর। আমরা জানি যে সমগ্র বিশ্ব এটির উপর নজর রাখছিল। সবাই আশা করছিল নতুন বছরে চিন্ময় প্রভু মুক্তি পাবেন - কিন্তু ৪২ দিন পরেও, তার জামিন খারিজ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত তার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

আমেরিকার নিউ অরলিন্সে সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু বেড়ে ১৫, উদ্বিগ্ন জো বাইডেন

নিউ অরলিন্স, ২ জানুয়ারি ঃ আমেরিকার নিউ অরলিন্সে সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার ভোরে প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে ছুটে আসা একটি গাড়ি অনেক মানুষকে পিষে দেয়। নিউ অরলিন্সের পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ঘটনায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা ৩০-এর। বেশি। ওই গাড়ি থেকে পুলিশের উপর গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটে।ইংরেজি নতুন বছর উদযাপন চলছিল নিউ অরলিন্সে। শহরের কেন্দ্রস্থলে বোরবন স্ট্রিটে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল। স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ তীব্র গতিতে একটি গাড়ি এসে ঢুকে পড়ে ভিড়ের মধ্যে।নিউ অরলিন্সে ১৫ জনের মৃত্যুতে দু ঃখপ্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের জন্য দেশ শোকাহত। কী ঘটেছে, কেন এমনটা ঘটেছে এবং জননিরাপত্তার জন্য ক্রমাগত কোনও হুমকি ছিল কিনা তা নির্ধারণ করতে এফবিআই তদন্ত করছে।

ক্যানসার কাড়ল প্রাণ! প্রয়াত প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অরুণ রায়

কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃপ্রয়াত হয়েছেন 'বাঘা যতীন' ছবির পরিচালক অরুণ রায়। বছর শেষে ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা যাচ্ছে।সম্প্রতি ফুসফুসে সংক্রমণের কারণেই আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। বুধবার রাতেই হাসপাতাল থেকে খবর

এসেছিল, শারীরিক পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে তাঁর। ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়েছে পরিচালককে। ছিলেন আইসিইউ-তে। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় কেমো নেওয়ার পর অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু মারণরোগ ক্যানসার তাঁর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা একেবারেই কেড়ে নিয়েছে। এর জেরেই গত কয়েকদিনে দ্রুত খারাপ হয়েছে শারীরিক পরিস্থিতি। সম্প্রতি পরিচালককে দেখতে আর জি কর হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন পর্দার 'যতীন' দেব। আশা ছিল, সব লড়াই জিতে হাসিমুখে ফিরে আসবেন তিনি। তবে তা আর হল না।

বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই দিবস পালন

বাঁকুড়া,২জানুয়ারিঃপশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন তথা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর এক নির্দেশ মোতাবেক স্টুডেন্টস উইক - ২০২৫, গত ১ লা জানুয়ারি থেকে ৮ ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে পালন করতে হবে।আজ ২ রা জানুয়ারি। সন ২০২৫ সাল। বই দিবস। আজকের দিনে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে পুস্তক দিবস বা বই দিবস পালন করা

হচ্ছে।এতে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ও খুব খুশি। নতুন শ্রেণিতে নতুন বই পেয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, প্রতিবছরের মতো আমরা এ বছরেও ২ রা জানুয়ারি বই দিবসে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দিলাম।

কেরলও পেল নতুন রাজ্যপাল, শপথ নিলেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর

তিরুবনন্তপুরম, ২ জানুয়ারি ঃ নতুন রাজ্যপাল পেল কেরল, বৃহস্পতিবার কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর। সম্প্রতি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে বিহারের রাজভবনে পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। বৃহস্পতিবার বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেন আরিফ মহম্মদ খান। আর বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে কেরলের রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়। এদিন আরলেকরও শপথ নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে রাজভবনে

অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে কেরলের রাজ্যপাল হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নীতিন মধুকর জামদার। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও কেরল মন্ত্রিসভার সদস্যরা, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস প্রমুখ।

ইংলিশ চ্যানেল ও সাত সমুদ্র জয়ী বুলা চৌধুরীর জন্মদিন

কলকাতা, ২ জানয়ারি ঃ ছোটবেলা থেকেই জলের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। সাঁতার শুরু করেছেন দু'বছর বয়স থেকেই। ৯ বছরে প্রথম জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে জয়যাত্রা শুরু। উত্থানটা যেমন রোমহর্ষক তেমনই সাফল্যও পেয়েছেন দু'হাত ভরে। ক্রমে ক্রমে বুলা চৌধুরী হয়ে ওঠেন বাংলা তথা ভারতীয় উঠতি সাঁতারুদের কাছে রোল মডেল।বুলা বলেন, যখন হামাগুড়ি দিতাম, তখন থেকেই জল ভালবাসতাম। বাড়ির কাছেই ছিল পুকুর। আমার বাবা ওখানেই আমাকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যেতেন। বিয়ের আগে বাবা একবার জলে ডুবে যাচ্ছিলেন। তখনই উনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ছেলে মেয়েকে সাঁতার শেখাবেন। সাঁতার কাটতে গিয়ে আমি

আর জল থেকে উঠতে চাইতাম না।সেই সঙ্গে বুলা বলেছেন, তখন তো সাঁতারুদের নিয়ে এত পাবলিসিটি ছিল না। তবুও শ্রীরামপুরের একটি সুইমিং ক্লাবে বাবা আমাকে ভর্তি করে দেন। সেই থেকে শুরু।৮ বছর বয়সে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের অংশ নেন বুলা। তবে সাফল্য পাননি বলে মেডেল পাওয়ার খিদেটা বেড়ে যায়। সাফল্য আসে ৯ বছর বয়সে। সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন গেমসে ১৯৯১ সালে জেতেন ৬টা সোনা। ১৯৮৯ এ তিনি দূরপাল্লার সাঁতার শুরু করেন এবং সেই বছরই ইংলিশ চ্যানেল পার হন। তিনি খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কারও লাভ করেন তাঁর কৃতিত্বের জন্য।অদম্য জেদ, অসীম সাহস, মনোবল, অক্লান্ত পরিশ্রম, একনিষ্ঠতা ও গভীর অধ্যবসায়ে ভর করে বুলা চৌধুরী এই সাফল্য কুড়িয়েছেন। তিনি শুধু বাংলারই নন বরং মহিলা ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বব্যাপী এক প্রেরণা, তিনি আগামী প্রজন্মের মহিলা খেলোয়াড়দের ক্রীড়া জগতে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক করেছেন ও পাশাপাশি তাঁদের সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বার্তা দিয়েছেন, আর যেইসব মেয়েরা লড়াই করছো তাঁদের বলব, অনেকে অনেক কিছু বলবে। শুধু পাখির চোখে লক্ষ্য স্থির রাখো, আর পরিশ্রম করো। নাথিং ইজ ইমপসিবল।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ উপরাষ্ট্রপতির, জানালেন ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২ জানয়ারি ঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষা করেন এবং তাঁকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান।সোশ্যাল মিডিযায় রাষ্ট্রপতি ভবন ও উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয় উভয় তরফেই এই বিষয়ে জানানো হয় যে, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

কল্যাণীতে পালিত হলো ডাঃ কে. আর. অধিকারী কলেজের ২৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ডাঃ কে. আর. অধিকারীর ১০৭ তম জন্মদিবস

দুরন্ত বার্তা,২জানুয়ারিঃ গত ১লা জানুয়ারি ২০২৫ কল্যাণীতে সাড়ম্বরে পালিত হত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ডাঃ কে. আর. অধিকারী কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি এন্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজির ২৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ডাঃ কে আর অধিকারীর ১০৭ তম জন্ম দিবস অনুষ্ঠান। স্প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন আই. এম. এর নৈহাটি শাখার সম্পাদক ডাঃ প্রদীপ কুমার শর্মা, গ্রেটার কোলকাতা ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন-এর সহ-সভাপতি ডাঃ নিত্যানন্দ সাহা, ডাঃ কে. আর. অধিকারী ট্রাস্টের সম্পাদিকা শ্রীমতি শুক্লা অধিকারী, কল্যাণী পান্নালাল ইনস্টিটিউশন-এর প্রধান শিক্ষক ডক্টর রমেন ভাওয়াল, ডাঃ কে. আর. অধিকারী কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি এন্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজির অধ্যক্ষ এবং ইন্দিরা গান্ধী টেকনোলজিক্যাল এন্ড মেডিকেল সায়েন্সেস-এর ভোকেশনাল কোর্স সমূহের ডিন-অধ্যাপক ডাঃ তপন কুমার অধিকারী মহাশয়।ডাঃ কে. আর. অধিকারীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ডাঃ কে. আর. অধিকারীর স্নেহধন্য অধ্যাপক ডাঃ তপন অধিকারীর ব্যক্তিগত সচিব শ্রী রঞ্জন নাথ ও শ্রীমতি মানদা অধিকারীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কলেজের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীমতি সোমা বাছার।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ দেব দত্ত দাস, ডাঃ সুব্রত সাহা, ডাঃ সৈকত দে, ডাঃ দিব্যজ্যোতি কর্মকার, ডাঃ অভিনন্দন ব্যানার্জি সহ বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এই মহতি অনুষ্ঠানকে আরও বেশি করে প্রাণবন্ত করে তুলতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক পরিবেশিত হয় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ-অধ্যাপক ডাঃ তপন কুমার অধিকারী মহাশয়।

অবশেষে সমাপ্তি ঘটল মহা সাড়ম্বড়ে চলতে থাকা পানিহাটি উৎসবের

দুরন্তবার্তা,পানিহাটিঃঅবশেষে পানিহাটি উৎসবের সমাপ্তি ঘটলো ৩১ ডিসেম্বর-২০২৪ রাত ১২ টার সময়। রাত ১২ টা বেজে ১ মিনিটে শুভ সূচনা হয় ২০২৫-এর শুভ নববর্ষের বর্ষবরণ-এর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ১২ দিন ব্যাপী চলতে থাকা এই পানিহাটি উৎসব ও বইমেলায় নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষের মনে গেঁথে থাকার পরিসর বাড়িয়ে তোলে। শতাধিক স্টল ও বিভিন্ন সংস্থা তাদের পসরা নিয়ে বিকি-কিনির হাটে রূপান্তরিত করে এবং পানিহাটি উৎসব সার্থকতার বার্তা তুলে ধরে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাবাসীর মনিকোঠায়। বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ও বোম্বের নামজাদা আর্টিস্ট পর্যন্ত নজর কাড়া সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে লাখো লাখো দর্শকের মন মোহিত করে তোলে। সাংসদ সৌগত রায়ের ভাষায় ও বক্তব্যে উঠে আসে,এরকম উৎসব ও বইমেলা জীবনে কখনও দেখিনি, এত ভিড় এত জন সমাগম দেখিনি কখনও। সত্যিই তাই পানিহাটি উৎসবে ও বর্ষবরণের বইমেলা অনুষ্ঠানে লাখো লাখো মানুষের সমাগম ঘটে। ১২ দিন ব্যাপী চলতে থাকা ১২ দিনে এই পানিহাটি উৎসবে অনেক বেশি মানুষ বেশ আনন্দ উপলব্ধি করে। উৎসব শেষের আগের দিন মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায় ও ঘোলা থানার আই.সি কৌশিক দাস, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী কেয়া দাস সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্ব। বছরের শেষ দিনের মেলা মঞ্চে সমস্ত সহকর্মীদের এবং মেলা হিতৈষী মানুষজনকে সম্বর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মীদের যারা এই মেলাকে কন্ট্রোল করছিলেন ১২ দিনব্যাপী। এই ১২ দিন ব্যাপী সমগ্র মেলা ও উৎসবের পরিচালনায় ও সহযোগিতায় ছিল পানিহাটি পৌরসভা। এছাড়াও যারা সহযোগিতায় ছিলেন পানিহাটির পৌরপারিষদ তীর্থঙ্কর ঘোষ, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা তন্দ্রা ঘোষ ও অন্যান্য পৌরপারিষদ এবং কাউন্সিলরবৃন্দ। সমগ্র পানিহাটি উৎসবের পরিচালনায় ও ভাবনায় সার্থক ভূমিকা পালন করেন পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ।

শিয়ালদহ জি.আর.পি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিল

কলকাতা শিয়ালদহ জি.আর.পি ১৮৫ জন মানুষের হাতে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল রেলের বিভিন্ন ডিভিশনের মধ্যে। এদিন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল মোবাইল ফেরত পেতে উপস্থিত হয়েছিলেন শতাধিক মানুষ,শতাধিক মানুষের হাতে রিকভারি মোবাইল তুলে দিলেন শিয়ালদহ ডিভিশনের জি.আর.পি,র এস.আর.পি-জে মার্সি। এছাড়াও মোবাইল হাতে তুলে দিলেন এবং যার উদ্যোগে এই মোবাইল রিকভারি অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো তিনি হলেন শিয়ালদহ জি.আর.পি,র আইসি বাসুদেব মল্লিক মহাশয়।

নতুন রাজ্যপাল পেল বিহার, শপথ নিলেন আরিফ মহম্মদ খান

পাটনা, ২ জানুয়ারি ঃনতুন রাজ্যপাল পেল বিহার। বৃহস্পতিবার বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন আরিফ মহম্মদ খান। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কৃষ্ণণ বিনোদ চন্দ্রন এদিন আরিফ মহম্মদ খানকে বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান।রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে পাটনার বন্স ঘাটে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আরিফ মহম্মদ খান। তিনি বলেন, তাঁদের জন্যই দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তাঁদের স্মরণ করা ভীষণ দরকার। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে বিহারের রাজভবনে পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। আর বিহারের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরকে কেরলের

আবহাওয়া

বছর শেষে পারদ-পতনের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বছরের শেষে ফের ফিরতে চলেছে শীতের আমেজ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও তারপর এক ধাক্কায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পারদ-পতন হতে পারে। নতুন বছর শুরু হওয়ার পর অনুভূত হবে শীতের আমেজ। সঙ্গে কুয়াশার চাদরে ঢাকবে বঙ্গের বেশিরভাগ জেলা।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা পরিবর্তন না হলেও তার পর থেকে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার থেকে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে বছরের শেষে ফিরতে পারে শীতের আমেজ। কলকাতার পারদ ১৪ ডিগ্রির নীচে নেমে যেতে পারে।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৯ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৮মনিট এবং রাত ২ টা ৫৪মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৪মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৬মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৮ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ২জানুয়ারি ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৫ পৌষ, চান্দ্রঃ ৩০ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১১ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩০ পোইনু, আসামঃ১৪ পুহ, মুসলিমঃ২৮-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৮ঃ৩৭ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৯ঃ২৭।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৪২ঃ১৮(৩০) এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ২১ঃ৫০(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ০০ঃ৩৩ দং ৫৪১৩৪৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃমূলা রাত্রিঃ১২ঃ৩০ঃ৪১ দং ৪৫২৯৭.৫ পর্যন্ত পরে পূর্বাষাঢ়াকরণঃচতুষ্পাদ বিকাল ঘ ০৩ঃ৫১ঃ১২ দং ২৩৫১১৫ পর্যন্ত পরে নাগ শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ০০ঃ৩৩ দং ৫৪১৩৪৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুঘ্নযোগঃবৃদ্ধি রাত্রিঃ০৯ঃ৩১ঃ২৪ দং ৩৮১৪৫ পর্যন্ত পরে ধ্রুবঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৮ঃ৪২ থেকে - ০৭ঃ৪৪ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৯ঃ৩৬ থেকে - ১১ঃ১৭ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩৯ঃ২৩ থেকে - ১১ঃ১২ঃ২৯ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৫ঃ৩৬ থেকে - ০৩ঃ৩৮ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ০৮ঃ৩৯ থেকে - ০২ঃ৫১ঃ২৩ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৫২ঃ১৯ থেকে - ০২ঃ৪৫ঃ৩৬ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ১৯ঃ২০ থেকে - ০৩ঃ৩৯ঃ২৭ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৭ঃ৩৮ঃ৪৮ থেকে - ০৮ঃ৫৮ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৯ঃ৫৯ঃ১৪ থেকে - ১১ঃ৩৯ঃ০৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮১৫১৫২৮ (২০) ১ পদচন্দ্রঃ৮১৫৪৫৪৯ (২০) ১ পদমঙ্গলঃ৩৮২৯১৬ (৮) ২ পদবুধঃ৭২২২৮৫১ (১৮) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২০৪১৭ (৪) ৪ পদশুক্রঃ১০১১৮৫৮ (২৩) ৩ পদশনিঃ১০১৭১০৩২ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯৩৮১০ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯৩৮১০ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৭ঃ২২ঃ০৫ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ০৮ঃ৫৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ১৩ঃ২৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৫২ঃ২৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ০৫ঃ৪২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২১ঃ২৬ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ৩২ঃ৪৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ৪২ঃ৫৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫৭ঃ০৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ১২ঃ৫১ পর্যন্ত।

আর জি কর ইস্যুতে কুণালের বক্তব্যে সায় নেই অভিষেকের

কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ কদিন আগে কলা-কুশলীদের একাংশের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, দু'মাস আগে যাঁরা আর জি কর নিয়ে বিপ্লব করে এসেছেন, তৃণমূলের অনুষ্ঠানে নাচ-গান যেন না করেন। তবে কুণালের সেই কথা পাত্তাই দিলেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষ্কার জানালেন, কে কোথায় অনুষ্ঠান করবেন বা কোন ক্লাব কোন সদস্যকে অনুষ্ঠান করাবেন সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

অভিষেক বলেন, যেমন একজনের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা আছে, কেউ যদি একটা প্রোগ্রাম করে কাউকে আনতে চায় তার স্বাধীনতাও রয়েছে। এটাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা একদমই ঠিক নয়। পার্টির তরফ থেকে তো কেউ নির্দেশ দেননি। এও বলেন, কোথাও কোনও বিজ্ঞপ্তি দেখেছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু বলেছেন? দলের তরফ থেকে আমি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি কিছু বলেছি? না। আমরা সবার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।

'সীমান্ত পেরিয়ে এসে দুষ্কৃতীরা খুন করে চলে যাচ্ছে'

কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী রাজ্যে অনুপ্রবেশে সাহায্য করছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নবান্নে বলেন সীমান্ত পেরিয়ে এসে দুষ্কৃতীরা খুন করে চলে যাচ্ছে। বিএসএফের সঙ্গে রাজ্য পুলিশের একাংশর মদতে মালদা, নদিয়া দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে বলে তিনি জানান। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ও স্থানীয় স্তর থেকে তিনি এই নিয়ে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন। বিএসএফের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন এই নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে বেশ কয়েকটি চিঠি দেওয়া হলেও কোন লাভ হয়নি। তিনি আরও একটা চিঠি দেবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। আজকের বৈঠকে বিধায়ক উদয়ন গুহ অভিযোগ জানালে রাজ্য প্রশাসনকে কিছু না জানিয়ে কুচবিহারে দিল্লি পুলিশ কিভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য পরীক্ষা করে দেখছে মুখ্যমন্ত্রী জেলার পুলিশ সুপারের কাছে তা জানতে চান। কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় তিনি সুপারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন।

সরকারি প্রকল্পের টেন্ডার সংক্রান্ত নীতি নতুন করে পর্যালোচনা

কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ সরকারি প্রকল্পের টেন্ডার সংক্রান্ত নীতি নতুন করে পর্যালোচনা করবে। নবান্নে আজ রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। বৈঠকে বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তথ্য সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ই টেন্ডারের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তাঁরা জানান, ই টেন্ডার হওয়ার ফলে দর কম দিয়ে অনেক সংস্থা বরাত পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরে তারা কাজ শেষ করছে না। এর ফলে প্রকল্পের কাজ শেষ হতে দেরি হচ্ছে। এরকম খেলাপী ক্ষেত্রে কোন জরিমানা করার সংস্থান সরকারের নেই। এজন্য অর্থ দফতরকে কঠোর নিয়ম চালু করার জন্য মন্ত্রিদ্বয় আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী ওই প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলেন, টেন্ডার সংক্রান্ত নতুন নীতি প্রস্তুত করা হবে। সেজন্য বণিক সভা গুলির ও মতামত নেওয়া হবে। সরকারি প্রকল্পে অহেতুক দেরি বরদাস্ত করা হবে না। দরকার হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

নতুন বছরেই হাওড়ায় দুর্ঘটনার বলি বাইক আরোহী এক যুবক

হাওড়া, ২ জানুয়ারিঃ নতুন বছরেই হাওড়ায় দুর্ঘটনার বলি বাইক আরোহী এক যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, বাইকের সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাটি ঘটে বুধবার পয়লা জানুয়ারির দিন হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় জালান রোডে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত বাইক আরোহীর নাম দীপক কুমার কেশরী (২৬)। তাঁর বাড়ি বালির নিশ্চিন্দা সাঁপুইপাড়া এলাকায়। টোটোর সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় দীপককে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ জাল নোট, ধৃত যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জানুয়ারিঃ হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ জাল নোট, ধৃত এক যাত্রী। তিনি ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করতেন বলে অভিযোগ। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম শেখ মুন্না। বাড়ি মুর্শিদাবাদে। সূত্রের খবর, ডাউন মালদহ-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে হাওড়া স্টেশনে ওই ব্যক্তি এসে নামলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ও হাওড়া জিআরপি তাঁকে আটক করে। ধৃতের ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৮৫ হাজার টাকার জাল নোট। এগুলি সে কোথা থেকে এনেছিল কিংবা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল ধৃত মুন্না তার সদুত্তর দিতে পারেনি। এরপরই হাওড়া জিআরপি তাঁকে গ্রেফতার করে। ৫০০ টাকার ওই বিপুল পরিমাণ জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই জাল নোট সে কোথায় থেকে কার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত মুন্নাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করছে হাওড়া জিআরপি ও এসটিএফের আধিকারিকরা। এই জাল নোট ধৃত ব্যক্তি কোথা থেকে পেয়েছে পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়।

দোকানের পাঁচিল ভেঙে ঢুকলো শববাহী গাড়ি, আহত একাধিক

হুগলি, ২ জানুয়ারি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথের ধারের দোকানের পাঁচিল ভেঙে ঢুকে গেল শববাহী গাড়ি। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮ জন। একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার শ্মশানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে শববাহী গাড়ি। হরিপালের গজার মোড়ে একটি ম্যাটাডোর করে মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছিলেন অনেকে। শ্মশানে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন গাড়ির চালক। পথের ধারের একটি দোকানের পাঁচিল ভেঙে ঢুকে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

মিড ডে মিল খেয়ে প্রশংসা সাংসদ রচনার

হুগলি, ২ জানুয়ারি ঃ স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিল চেখে দেখলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তেল মশলা ছাড়া খাবার খেয়ে রীতিমতো খুশি রচনা রাঁধুনিদের দশে দশও দিলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে নিজের সংসদ ক্ষেত্রে আসেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘুরে দেখেন স্থানীয় স্কুলকলেজগুলি। শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। জ্যোতিষচন্দ্র স্কুলে মিড ডে মিলের রান্নাঘর ঘুরে দেখেন। বাচ্চাদের জন্য কীরকম রান্না হচ্ছে তা চেখেও দেখেন তিনি। আলু ফুলকপির তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে বলেন, দশে দশ। তেল মশলা ছাড়া এত ভালো রান্না আগে কোনওদিনও খাইনি। একইসঙ্গে সাংসদ বলেন, মিড ডে মিল যাঁরা রান্না করেন, তাঁরা খুব সুন্দর করে তৈরি করেন। খুব ভাল খাবার বাচ্চাদের জন্য স্কুলের দিদিরা করে দিচ্ছেন। রান্নাঘরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শিশুরা যথাযথ ভাবে মিড ডে মিল পাচ্ছেন কি না, তা দেখার জন্যই তাঁর এই সফর বলে জানান রচনা।

'পরবর্তী প্রজন্মকে বই পড়ার আকৃষ্ট করতে হবে'

আগরতলা, ২ জানুয়ারি ঃ পরবর্তী প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। এজন্য অভিভাবকদের আরও বেশী দায়িত্ব নিতে হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মঞ্চে আগরতলা বইমেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বইমেলার জন্য রাজ্যবাসী সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়ার প্রচলন ছিল। এই অভ্যাস আবার ফিরিয়ে আনা উচিত। আমাদের সবারই বই পড়া অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

তিনি বলেন, মেধা ও মননের উৎসব হল বইমেলা। জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি হল বই। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বইমেলায় যাতে সবাই আসতে পারেন সেজন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগরতলা বইমেলায় প্রতি বছরই বই বিক্রির সংখ্যা বাড়ছে। প্রকাশক, বিক্রেতা ও স্টলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে একাধিক পুরস্কার ছিনিয়ে নিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২ জানুয়ারিঃ বর্তমান সময়ে নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেদের করা উচিত।তাঁর জন্য প্রয়োজন ক্যারাটের প্রশিক্ষন নেওয়া। আর বর্তমানে বহু ছেলে মেয়েরা এগিয়ে আসছে এই ক্যারাটের প্রশিক্ষন নিতে। আর এবার স্পোর্টস ক্যারাটের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বড় সাফল্য পেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছেলে-মেয়েরা। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিযোগিতায় জেলার প্রতিযোগীরা জিতে নেন ১৭টি সোনা, ৩টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ ও। এক বেসরকারি ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে এক দিনের এই 'ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর এই আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তারা জানান, সব মিলিয়ে প্রায় ৬০০ প্রতিযোগী এতে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলার পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকে ও প্রতিযোগীরা এসেছিলেন। এ ছাড়াও ছিলেন ভারতের ১১টি রাজ্যের প্রতিযোগীরা। কাতা ও কুমিতেস্পোর্টস ক্যারাটের এই দু'টি বিভাগেই প্রতিযোগিতা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে যোগ দেন ১১জন প্রতিযোগী। ক্যারাটের জাতীয় কোচ দেবব্রত হালদারের তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন তাঁরা। এ ব্যাপারে কোচ শিহান দেবব্রত হালদার বলেন,বিদেশ ও দেশের অন্য প্রান্তের প্রতিযোগি দের সঙ্গে সমানে টক্কর দেন দঃ ২৪ পরগনার ছেলে মেয়েরা। জুনিয়র ও সিনিয়র মিলিয়ে ৬ জন দু'টি বিভাগেই সোনা জিতেছেন। জুনিয়র বিভাগে কাতা ও কুমিতে দু'টি বিভাগেই সোনা জিতেছে নৌসিন মোল্লা, তামান্না রায় চৌধুরী, আরশিয়া গাজি ও সাকিল সরদার। সিনিয়র বিভাগে দু'টি করে সোনা জিতেছে মমতাজ সর্দার ও বাবাই কর্মকার।

কেবল মাত্র কাতা বিভাগে নেমে সোনা জিতেছে রাহিদা মোল্লা। এ ছাড়া ও একটি করে সোনা ও একটি করে রুপো জিতেছে ঋদ্ধিমা দাস, রোশনি মণ্ডল ও সৃজনী সর্দার। একটি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জ জিতেছে ভূমি সাহা। আর তাদের এই সাফল্যে খুশি দঃ ২৪ পরগনার ক্রীড়া প্রেমী মানুষজন।

সন্তোষ ট্রফি জয়ী খেলোয়াড়দের চাকরি দেবে রাজ্য

কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলার ফুটবল দলের সব খেলোয়ারকে চাকরি দেবে। ক্রীড়া দফতরেই তাদের চাকরি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছেন। তাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিশেষ আর্থিক প্যাকেজও দেওয়া হবে। নবান্নে আজ ট্রফি জয়ী দলের সদস্যদের পাশাপাশি কোচ সঞ্জয় সেনকেও সংবর্ধনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোচ সঞ্জয়বাবুর নেতৃত্বে বাংলার ফুটবল দল ভারত সেরা হয়েছে যা সকলের কাছে গর্বের। আগামীদিনে আরও ভাল প্রশিক্ষণ পেলে তারা আরও উন্নতি করতে পারবে। এমনকি আগামীতে ওই খেলোয়াড়রা বিশ্বকাপ খেলারও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গ্রামবাসীদের উদ্যোগে প্রাণে রক্ষা পেল বিশালাকার তিমি

কাকদ্বীপ, ২ জানুয়ারি ঃ বুধবার মুড়িগঙ্গা নদীতে ভাটা পড়তেই দেখা মিলেছিল এক বিশাল আকৃতির তিমি মাছের। বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের কাকদ্বীপের হুগলি নদীর তীরে তিমিটিকে দেখতে পায় স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। ওইদিন সন্ধ্যা নাগাদ সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপের চড়ায় তিমিটি দেখতে পাওয়া যায়। এরপরই গ্রামবাসীদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে যায়। প্রচুর গ্রামবাসী তা দেখার জন্য ওই চড়ায় এসে ভিড় জমান। পরে প্রায় ১৫ জন মিলে তিমিটিকে নদীর দিকে নিয়ে যায়। গায়ে জল লাগতেই তিমিটি আবার নদীতে চলে যায়। প্রায় ২০ ফুটের তিমি অতীতে কখনও এই এলাকায় দেখা যায়নি। মুড়িগঙ্গা নদীতে এই বিশালাকৃতির তিমি এলো কোথা থেকে তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনকি এই নদীতে এত বড় তিমি দেখার পর থেকেই মৎস্যজীবী মহলে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। যদিও গ্রামবাসীদের অনুমান তিমিটি অসুস্থ রয়েছে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার দুপুরে ফের কাকদ্বীপের হুগলি নদীর তীরে তিমিটিকে দেখতে পায় স্থানীয় মৎস্যজীবীরা। কাকদ্বীপের মধুসূদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৬ নম্বর লক্ষীপুর এলাকার মৎস্যজীবীরা প্রথম দেখতে পায় বিশাল আকৃতির তিমিটি। খবর দেওয়া হয় বনদফতরকে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের দাবি এখনও পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে তিমিটি। পথ ভুলে দল ছুট হয়ে তিমিটি গভীর সমুদ্র থেকে এই নদীতে ঢুকে পড়েছে।

পুলিশের সাহায্যে ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য প্রদান

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল,২ জানুয়ারিঃ আজ হরিপাল থানার সাহায্যে এবং অলিপুর কাশিপুর এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আওয়ার অবলম্বনের উদ্যোগে অলিপুর কাশিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান ও থ্যালাসেমিয়া রোগীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল থানার ওসি নজরুল ইসলাম আওয়ার অবলম্বনের পক্ষে মুজিবর রহমান ও আব্দুল গফফার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে ৫০ জন মানুষকে শীত বস্ত্র প্রদান করা হয় সাথে সাথে থ্যালাসেমিয়া রোগীর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বিলোনিয়ায় সেক্স রেকেটের পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার দুই যুবক

বিলোনিয়া, ২ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ চলছিল সেক্স রেকেট। বড়সড় সেক্স রেকেটের হদিস পেল পুলিশ এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। এই রেকেট গোটা দক্ষিণ জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরেও পৌঁছে গেছে। প্রায় ৩০ জনেরও বেশি ১৬ থেকে ৩৫ বছরের যুবক যুবতী এবং বেশ কয়েকজন মহিলা এই রেকেটের সাথে যুক্ত বলে জানিয়েছেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান রূপক মজুমদার। বুধবার রাতে অন্তর দাস এবং অন্ত দে নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ। এই সেক্স রেকেটের সাথে কারা যুক্ত অনেকের নাম চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং পুলিশের হাতে এসে গেছে। তদন্তের স্বার্থে নামধাম জানতে চাইছে না পুলিশ।

গ্রেফতার হওয়া দুই যুবককে বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া আদালতে প্রেরণ করা হয়। আদালত তাদের তিন তারিখ পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান রূপক মজুমদার জানান, ২০২৪ এর নভেম্বর মাস থেকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে এই সংক্রান্ত খবর পৌঁছালে তারা এই রেকেটের সাথে যুক্ত বেশ কয়েকজন নাবালিকাকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তাদের থেকে পুরো ঘটনা এবং বেশ কয়েকজনের নামধাম পুলিশকে দেয়।

তিনি চাইছেন বিলোনিয়ার একাংশ যুবক যারা সেক্স রেকেটের সাথে যুক্ত তাদের আইনের আওতায় এনে যাতে পুলিশ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে। জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে বিলোনিয়া শহরের একটি নাবালিকার নিখোঁজ থাকা এবং অবশেষে তাকে উদ্ধার করতে পেরে পুলিশ তার থেকে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এই রেকেটের হদিশ পায়। তবে আগামী দিনে অনেককেই পুলিশ গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবে বলে জানা যায়।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমন বিদ্যালয়ের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ জানুয়ারিঃ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক ভ্রমনের আয়োজন করা হল সাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। বছরের শেষের দিনটিকে স্মরণে রাখতে এবং নতুন বছরে নতুন উদ্যোমে পড়াশোনা শুরু করার লক্ষ্যেই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই আয়োজন করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ মিলে যাত্রা শুরু করেন বর্ধমান শহরের উদ্দেশ্যে। সেখানে বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র, মেঘনাথ সাহা তারামণ্ডল এবং অডিটোরিয়ামে বিশেষ অনুষ্ঠান শেষে বিজ্ঞান কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে সকলের জন্য দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান কেন্দ্রের পার্কে ছাত্রছাত্রীরা বেশ কিছুক্ষণ আনন্দ করে সময় কাটিয়ে রমনা বাগান জুওলজিক্যাল পার্কে যায় এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের পশুপাখি এবং গাছপালা ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ আকর্ষণ করে। তারপর ১০৮ শিব মন্দিরে ছোট্ট পরিক্রমা সেরে সন্ধ্যার আগেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই ব্যাপারে সাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজকুমার লাহা জানিয়েছেন, বার্ষিক পরীক্ষা ও তার ফল প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে শুরু হওয়ার আগেই কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার আবদার জানাচ্ছিল। সেই কারণেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা এই ভ্রমণ এসে খুব আনন্দ পেয়েছে এবং তাদের খুব ভালো লেগেছে। পরবর্তীতে আবার আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। শিক্ষকরাও যথেষ্ট উদ্যোগী হয়ে এই সকল পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন।

নববর্ষের রাতে উত্তর জেলায় পরপর দুইটি যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

কদমতলা, ২ জানুয়ারি ঃ ইংরেজি নববর্ষের রাতে পরপর দুইটি যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুইজন। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থেকে ধর্মনগর যাওয়ার সড়কে লালছড়া বাজার সংলগ্ন মহাদেব বাড়ির সামনে। জানা গিয়েছে, এএস১০ডি৮৩০৭নম্বরের প্রাইভেট কার দ্রুত গতিতে ধর্মনগরের দিক থেকে আসছিল। ওই এলাকায় আসার পর প্রথমে গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টিআর০১এবি৬৯৮১ নম্বরের বাইকে ধাক্কা দেয়। ওই গাড়িটি এত দ্রুত গতিতে ছিল প্রথমে বাইকে ধাক্কা দেয় এবং পরবর্তীতে একটি টুকটুকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। গাড়ি চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে টুকটুকে থাকা একজন যাত্রী গুরুতর আহত হন। দমকল বাহিনীর কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। আহত ব্যক্তির নাম রণ মালাকার। বাড়ি বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ড এলাকায়। তার সাথে থাকা অপর যুবক চয়ন দেব জানান, লালছড়া বাজার থেকে টুকটুকে করে কদমতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তারা। ধর্মনগর দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা গাড়িটি প্রথমে বাইকটিকে ধাক্কা দিয়ে পরবর্তীতে টুকটুকে ধাক্কা দেয়। তাতে টুকটুকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এদিকে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মরত চিকিৎসক আহত রণ মালাকারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় কদমতলা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি ও বাইক সহ টুকটুকটিকে থানায় নিয়ে আসে। পাশাপাশি একটি দুর্ঘটনায় মামলা নিয়ে চালকের খোঁজে তদন্ত জারি রেখেছে। অন্যদিকে বুধবার রাতে দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে চুড়াইবাড়ি সেইল ট্যাক্স গেইটের সামনে। একটি বাইক দুর্ঘটনা কবলে পড়ে। তাতে ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হয় বাইক চালক। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেয় প্রেমতলা দমকল বাহিনীর অফিসে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত বাইক চালককে নিয়ে আসে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। দমকল বাহিনীর কর্মীরা জানান, প্রথমে বাইক চালক অজ্ঞান অবস্থায় থাকার জন্য নিজের নাম ঠিকানা বলতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই যুবক জানায়, টিআর০৫ডি৭২২৪ নম্বরের বাইক চালিয়ে আসাম থেকে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তার নাম রাজেশ দেবনাথ। বাড়ি পানিসাগর মহকুমার বিলথৈ এলাকায়। এদিকে, এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগে দমকল বাহিনীর কর্মীরা বাইক চালককে উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে।

ডিমা হাসাওয়ের হারাঙ্গাজাওয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ বিজেপি কার্যকর্তাদের

হারাঙ্গাজাও, ২ জানুয়ারি ঃ 'দেবোলাল গার্লোসা হটাও বিজেপি বাঁচাও', দেবোলাল গার্লোসা গো ব্যাক' স্লোগানে হারাঙ্গাজাওয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক আজ উত্তাল হয়ে ওঠে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) পদ থেকে দেবোলাল গার্লোসার পদত্যাগ কিংবা অপসারণের দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত হারাঙ্গাজাও-এর বিজেপি কার্যকর্তারা আজ ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার কাজকর্মে বিজেপি

নেতা-কর্মীরা এখন বিদ্রোহ শুরু করেছেন। দেবোলালের অপসারণ চেয়ে নতুন বছরের প্রথম দিন ডিমা হাসাও জেলার মান্দারডিসায় পরিষদের হাতিখালি কেন্দ্রের বিজেপি কার্যকর্তারা পথে নেমেছিলেন। আজ (বৃহস্পতিবার) হারাঙ্গাজাওয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় বিজেপি নেতা-কার্যকর্তারা দেবোলাল গার্লোসাকে সিইএম-এর পদ থেকে অপসারণের দাবি জানান। এদিকে হারাঙ্গাজাওয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বিজেপির কার্যকর্তারা অবরোধ করার জেরে ওই পথে আজ যানবাহন চলাচলে ব্যাহত ঘটেছে। পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা একনায়ত্ববাদ চালিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলীয় নেতা-কার্যকর্তারা। তাঁরা বলেন, দেবোলালের কাজকর্মে দলীয় কার্যকর্তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। যার দরুন বিদ্রোহের আগুনে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপিতে বিভাজনের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বলে দাবি করেছেন বিক্ষুব্ধরা। তাই বিজেপি দলকে বাঁচাতে দেবোলাল গার্লোসার অপসারণ চাইছেন তাঁরা। বিক্ষোভস্থলে দাঁড়িয়ে বিজেপির নেতা-কার্যকর্তারা অভিযোগ করে বলেন, হারাঙ্গাজাওয়ে স্থানীয় পারিষ আমেন্দু হোজাইয়ের কাছ থেকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতর কেড়ে নিয়েছেন সিইএম দেবোলাল গার্লোসা। তাছাড়া হারাঙ্গাজাওয়ে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের পিআরসি থেকে শুরু করে জমির পাট্টা, রেশন কার্ড প্রদান থেকে বঞ্চিত করছেন। প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, প্রতিহিংসা মেটাতে হারাঙ্গাজাওবাসীর সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করছেন দেবোলাল। তাই অবিলম্বে দেবোলাল গার্লোসাকে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে অপসারণ করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে দাবি জানিয়েছেন পরিষদের হারাঙ্গাজাও আসনের বিজেপির নেতা-কার্যকর্তারা।

হরিপালের জেজুরে আই সি ডি এস কেন্দ্রগুলির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নজর কাড়ল সকলের

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি,২ জানুয়ারিঃ বর্তমানে কম বয়স থেকেই স্কুল পড়ুয়াদের হাতে মোবাইল ফোন ঘোরাফেরা করছে। বিদ্যা চর্চার সাথে মোবাইল এখন ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু বাচ্চা ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই মোবাইল ফোন খেলাধুলার চর্চা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে শরীরচর্চার অভাবে ছোট বয়স থেকেই অনেকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই শিশু কিশোরদের মধ্যে খেলাধুলার চর্চাকে বাড়িয়ে তুলতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং তার নির্দেশে একেবারে শিক্ষার নিম্ন স্তর অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া নৈপুণ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিবছর সারা রাজ্যে আইসিডিএস কেন্দ্র গুলির ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

আজ তাই জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় জেজুর উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে এক আকর্ষণীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান যথাক্রমে শাকিলা বেগম বকশি ও ডাক্তার গোপাল চক্রবর্তী এবং হরিপালের সি ডি পি ও সায়ন বেরা

সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা গেছে হরিপাল ব্লকের জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২২ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা, শিক্ষিকা সহায়িকারা সহ অভিভাবক অভিভাবকদের মোট প্রায় ২০০ জন ১২টি ইভেন্টের এই অভিনব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। জেজুর উচ্চ বিদ্যালয় এর শিক্ষক শ্রীকান্ত ঘোষ এই প্রতিযোগিতার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে আগামী দিনে এই প্রতিযোগিতাকে আরো বড় রূপ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩৪ সংখ্যা, শুক্রবার ১৮ পৌষ, ১৪৩১

বীর বাঘা যতীন

পিতৃদেব উমেশচন্দ্র এসে ছেলের মুখ দেখলেন,নাম রাখলেন জ্যোতি, সারা দেশের মানুষ অবশ্য তাঁকে চিনেছিলেন 'বাঘা যতীন'নামে। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত হওয়ার নেপথ্যে আছে অসীম শৌর্য আর বীরত্বের অনবদ্য এক কাহিনী। বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে বাঘকে মারার স্বীকৃতি হিসেবে জ্যোতি পেয়েছিলেন 'বাঘা যতীন'উপাধি। দিনটি ছিল ১৯০৬ এর এপ্রিল মাস,বাংলায় ২৮চৈত্র। আগেরদিন জ্যোতি অফিস করেছে কলকাতায়,তারপর সন্ধের ট্রেনে কয়ায় ফিরেছে বেশ রাতেঞ্চসকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেলে পুজোতলায় দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে,খালি গা,আট হাতের একটা ধুতি কোমরে জড়ানো। সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় পর্বটা শুরু হয়েছে,জমিদারের খাজনা বাকি,কিছু একটা করতে হবে ,কেউ বলছেন একটা বিদ্যালয় হোক গ্রামে,একটি ছেলে কৃষ্ণনগরে পড়তে যেতে চায় সে খরচ জ্যোতি ব্যয় করবে। আলোচনা, শলা পরামর্শ যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল, দু'মাইল দূরের রাধাপাড়া গ্রাম থেকে ক'জন চাষী এসেছেন,চোখে-মুখে তাদের উৎকণ্ঠা তারা বললেন 'দাদাবাবু গাঁয়ে একটা কেঁদো আয়চে'। কেঁদো আসলে ছোটখাট বাঘকে বলা হয়। চাষীরা বললেন ক'দিন ধরে বাঘটা এর গরু,তার ছাগল ধরে মেরে নিয়ে যাচ্ছে। চল-দেখেই আসি কেমন তোদের কেঁদো',ধুতিটা মালকোঁচা মেরে ঘর থেকে একটা কুকরি (দার্জিলিং থেকে কেনা)আনতে যাবে,তখন দিদি বাধ সাধলেন 'হ্যাঁ রে কোথায় চললি?' 'না রে,অমন ন্যাড়া হাতে যাওয়াটা আমার ভাল লাগছে না-একটা বন্দুক অন্তত নে সঙ্গে'? 'ভারি তো কেঁদো,ঘুরে দেখে আসি'। জ্যোতির পিছনে ছুটতে ছুটতে আসছেন বড়মামার ছেলে ফণী,মেজমামার ছেলে অমূল্য তাদের অনেক আগে রাধাপাড়ার চাষীদের সঙ্গে জ্যোতি এগিয়ে চলেছেন। ভাইয়েরা বায়না ধরেছে দাদার সঙ্গে যাবে,অমূল্য একটা পাখিমারা বন্দুক নিয়েছে। দাদা জ্যোতি বলল ওটা দিয়ে বাঘ মারা যায়! লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে ফেলল পাখিমারা বন্দুকটা। রাধাপাড়া গ্রাম শেষ হওয়ার মুখে আখের ক্ষেত,জ্যোতি যেন দেখলেন আখ গাছগুলো সামান্য দুলছে, সাহসটা বরাবর ছিল,ব্যাপারটা বুঝতে ক্ষেতের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে জ্যোতি ঢুকলেন কয়েক হাত,হ্যাঁ গ্রামের লোক একদম সঠিক বলেছে এ যে সত্যিই বাঘ। 'এই তোদের কেঁদো?উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, ততক্ষনে উত্তেজনা সামলাতে না পেরে অমূল্য পাখিমারার বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছে। ভয় হয়ত বাঘ নিজেও পেয়েছিল নিজের জীবন বাঁচাতে অমূল্যর দিকে ছুটে গেল,বাঘের ধাক্কায় সে ছিটকে গেল হাত পাঁচেক দূরে। এসবে বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না জ্যোতি। ভয় তাঁর জীবনের অভিধানে কোনওদিন ছিল না,যখন ছোট ছিলেন মা শরৎশশী নিজে তাঁকে 'গড়ুই'নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন,কি শীত,কি বর্ষা মায়ের ভ্রুক্ষেপ নেই,ভরা জোয়ারে কাপড়ের একমুড়ো জ্যোতির কোমরে বেঁধে ছেলেকে ছেড়ে দিতেন জোয়ারের জলে,ঢেউয়ের ফনায় ছোট্ট একমাত্র ছেলে যখন অবসন্ন হয়ে উঠত,তখন শাড়ির অন্য মুড়ো ধরে মা জল থেকে তুলে আনতেন একমাত্র ছেলেকে,এভাবেই যতীন্দ্রনাথ শিখেছিল বিপদকে তুচ্ছ করা। কয়া,কুষ্ঠিয়া,কৃষ্ণনগরে ছোটমামা ললিতকুমারের সঙ্গে জ্যোতি গড়ে তুলেছিল ছোট,ছোট সমিতি,সেখানে ফুটবল,কুস্তি লড়া খুব জনপ্রিয় ছিল। এসবের ফাঁকে ফাঁকে তরুণেরা ভাবতে লাগলেন দেশের কথা। গায়ে সাংঘাতিক জোর ছিল যতীন্দ্রনাথের, সঙ্গে মনে অদম্য সাহস,মায়ের সঙ্গে ছেলেবেলায় নদীর জোয়ারের জলে সাঁতার কেটে শিখেছিলেন ভয় কে তুচ্ছ করতে। অমূল্য ছিটকে গেলেও জ্যোতি একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে ফিরে দাঁড়াল বাঘের দিকে, মুহূর্তে বাঘের সঙ্গে লড়াই শুরু হল। তারপরে বাঘ পরাস্ত হল।

সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী

কৃষ্ণনগর থেকে তখন কলকাতায় এসেছেন। সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখা গুছিয়ে নেওয়া আর রাত জাগা। নিজের জন্য অবসর বলতে স্রেফ ওই সময়টুকু। একেক দিন এমন হয়েছে সারারাত ধরে লিখেছেন, খেয়াল হয়নি কখন ভোর হয়ে গিয়েছে। কর্পোরেশানের কলের জল পড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে শেষে কলম বন্ধ করলেন। আধ ঘন্টা ঘুমিয়ে আবার সংসারের হাল ধরা। সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাঁকে পুরস্কৃত করেনি, তবে ওই ভুলটা অন্তত জ্ঞানপীঠ করেনি। যদিও সম্মান, পুরস্কার এসব দিয়ে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকে মাপতে যাওয়া মূর্খতার নামান্তর। তিনি কি পুরস্কার পেলেন কি পেলেন না তার কী যায় আসে। তিনি পাঠকদের ভালবাসা পেয়েছেন, পাঠকদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে আছেন, ছিলেন, থাকবেন। আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে ছোটো বড় সাধ ছিল ভ্রমণ ও সাহিত্য পাঠ। যখন তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ভাবতেন বর যদি লাইব্রেরিয়ান হন তাহলে তিনি অনেক বই পড়তে পারবেন। আবার কখনও মনে হয়েছে স্বামী রেলে কাজ করলেও মন্দ হবে না। খুব বেড়াতে পারবেন। কিন্তু কোনওটাই হয় নি। স্বামী ব্যাঙ্কের কর্মী ছিলেন তাঁর সাধ থাকলেও সাধ্য কম ছিল। আশাপূর্ণা দেবী যখন ছোট বাড়িতে নাম ছিল 'ছিষ্টিছাড়া'। ওই 'ছিষ্টিছাড়া' কি অসাধ্য সাধন করলেন, বাড়ির আলমারির ভরা বইপত্রের গাদার ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে নিজের স্বকীয়তা প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে কলম তুলে নিয়েছিলেন। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদশিল্পী। মা জননী সরলাসুন্দরীর বইপড়ার মারাত্মক নেশা। তিনি ছোটবেলায় দুরন্ত ক্যাটিকে জানলায় বসিয়ে একটা বই গুঁজে দিতেন। দাদারা পড়তে বসলে বোনটি তাদের উল্টোদিকে বসে পড়া শুনতে শুনতে উল্টো অক্ষর চিনলেন। পরে অবশ্য অভিভাবকরা সেই ত্রুটি শুধরে দেন। আশাপূর্ণা বলেছেন, আমার পড়ার জন্য বর্ণ পরিচয়েরও দরকার হয় নি। শুনতে শুনতেই স্কুলে গেলে মেয়েরা বেচাল হয়ে উঠবে। বিয়ের পরে কৃষ্ণনগরে একান্নবর্তী পরিবারের বউ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

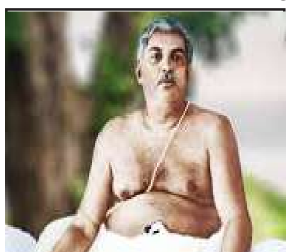

মায়ের ওপরে ভরসা করতে হবে। মাই হচ্ছেন ধর্মের প্রথম জন। তারপরে পিতা হচ্ছেন ধর্মের দ্বিতীয় জন। একটি শিশু মাকে প্রথম চেনে। তারপরে বাবাকে চেনে। জননী হচ্ছে শিশুর প্রথম আশ্রয় স্থল। হিন্দু ধর্মে মাতৃত্ব রয়েছে। ধর্ম হচ্ছে পথ চলার অনুশাসন। কীভাবে পথ চলতে হবে তারই পথ নির্দেশ রয়েছে ধর্ম কথায়। ধর্ম হচ্ছে মানুষের সাথী। ধর্মকে গ্রহণ করে এগিয়ে চলতে হবে। সৎ ধর্ম থাকা দরকার। সৎ ধর্ম থাকলে তবেই পথ চলা তাহলে সহজ হয়। ধর্ম সবাইকে সৎ সৎ পথে চলার নির্দেশ দান করে থাকে। সৎ পথে চলাচল করতে কোনও রকম বিপদ থাকে না।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

বিবেকানন্দ বলতেন, জীবন কোনও সময় কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন জীবনটা যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচার গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুদ্ধতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে।

বাংলার ইতিহাসে কোচবিহার একটি বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হিসাবে লাভ শুধু মাত্র করেনি তার সঙ্গে রয়েছে আভিজাত্যের আঁচ

বিশেষ প্রতিবেদক

ইংরেজ আমলে কোচবিহার বৃটিশ-ভারতের করদ-মিত্র রাজ্য ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলায় আর্যদের আগমনের আগে এই অঞ্চলে কোচ, মেচ প্রভৃতি উপজাতিদের বাস ছিল। তাঁদের মধ্যে কোচ উপজাতিরা এই অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবার পরে জায়গাটির নাম কোচবিহার হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে কোচবিহার রাজ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে যোগ দেয়, এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখ থেকে কোচবিহার একটি জেলারূপে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে এই জেলাটি পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত। এর উত্তর দিকে অবস্থিত আলিপুরদুয়ার ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলা এটিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে আর পূর্বদিকে আসামের সঙ্গে এই জেলার শুধু একটা ক্ষীণ যোগসূত্র রয়েছে। এছাড়া এই জেলার বাকি প্রায় তিনদিকে রয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

অতীত থেকেই কোচবিহারের উঁচু জমিতে তামাকের চাষ করা হয়, আর নিচু জমিতে ধান ফলানো হয়। কোচবিহারের মাটিতে বালির আধিক্য রয়েছে। এখানকার হালকা দোঁয়াশ পলিমাটি চুঁইয়ে জল সহজেই ভিতরে যেতে পারে। বলতে গেলে এই জেলাটির সর্বত্রই মাটি বেশ উর্বর। এছাড়া অজস্র ছোট-খাট নদী জেলাটির সর্বাঙ্গকে বেষ্টন করে রয়েছে। এই জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রায় সমস্ত নদীই দক্ষিণদিকে বয়ে গিয়েছে। যেহেতু এখানকার প্রায় সব নদীই পাহাড়ি, সেহেতু গ্রীষ্মকালে এগুলো শীর্ণ শান্ত হয়ে পড়ে থাকলেও বর্ষায় স্ফীত হয়ে ওঠে ও বিপুল জলধারা বহন করে পাথর নুড়ি নিজের বুকে নিয়ে ভীষণ বেগে ধেয়ে চলে।

এই জেলাটির প্রধান নদী হল তিস্তা, যা জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়ে বয়ে এসে কোচবিহারে প্রবেশ করেছে। অতীতে এই তিস্তার তীরে অবস্থিত মেখলীগঞ্জে কোচবিহারের তামাকের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল। এছাড়া কোচ বিহারের আরেকটি বিখ্যাত নদীর নাম হল জলঢাকা। এটি ভূটানের পাহাড় থেকে কোচবিহারে নেমে এসেছে। এই জেলার এক এক জায়গায় এই নদীটি এক একটি নামে পরিচিত। এই জলঢাকার তীরেই কোচবিহারের মহকুমা শহর মাথাভাঙ্গা অবস্থিত। আর এই জেলায় রয়েছে তোরসা নদী, যেটি তিব্বত থেকে জলপাইগুড়ি জেলাকে পিছনে রেখে কোচবিহারে প্রবেশ করেছে। এরপরে প্রায় ষাট মাইল ধরে সমগ্র কোচবিহার জেলার মধ্যে দিয়ে পরিক্রমা করে অবশেষে এই নদীটি ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়ে মিলিত হয়েছে। গতিপ্রকৃতির দিক থেকে তোরসা বড় বিচিত্র নদী। অনেকবার এই নদীটি নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে কখনও পলি দিয়ে কোন ভূভাগকে যেমন উর্বর করে তুলেছে, তেমনি আবার কখনও শস্যশ্যামলা জমির পাশ থেকে সরে গিয়ে সেই জায়গাকে

বালুকাকীর্ণও করে তুলেছে। কোচবিহারে পৌঁছে তোরসা শেষ পর্যন্ত দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ধরলা নামের একটি শাখা দিনহাটা শহরের দু'মাইল পশ্চিমে সিংমারিতে গিয়ে পড়েছে, আর অন্য শাখাটি তোরসা নামেই প্রবাহিত হয়েছে।

অতীত থেকেই কোচবিহারে পাটের চাষ করা হয়। স্বাধীনতার পরে একটা সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাটের জমি বেশি পড়বার জন্য যখন পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলোর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন কোচবিহার জেলাই সেগুলিতে পাটের অভাব পূরণ করেছিল। আজও কোচবিহারের দিনহাটা আর মেকলীগঞ্জে পাটের চাষ বেশি হয়। অতীতে কোচবিহারে যখন কোন বড় শিল্প গড়ে ওঠেনি, তখন কুটির শিল্পের উপরে নির্ভর করেই এই জেলার বহু মানুষ নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর সেই কুটির-শিল্পগুলির মধ্যে প্রধান ছিল রেশমের সুতো তৈরি করা। এই জেলার প্রায় সর্বত্রই তখন এন্ডি পোকার চাষ করা হত, এবং মূলতঃ এখানকার নারীরাই তখন এই চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অতীতের একটা সময়ে সারা ভারতে কোচবিহারের এণ্ডির কাপড়ের খ্যাতি ছিল। এছাড়া তখন এই জেলার পিতল-কাঁসা শিল্পও বিখ্যাত ছিল এবং মৃৎ-শিল্প ও কাঠের কাজের জন্যও এই জেলার শিল্পীরা একদিন সারা দেশে যশ অর্জন করতে পেরেছিলেন।

অতীতে কোচবিহারের রাস্তাঘাটের অবস্থা তেমন কিছু ভাল ছিল না ও রেলপথও সামান্য ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে কোচবিহারের পাঁচটি মহকুমায় পাঁচটি বিমান বন্দর তৈরি হওয়ার পরে দক্ষিণ বাংলার সঙ্গে এই জেলার যোগাযোগ সহজ হয়েছিল। বিশেষতঃ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কোচবিহারের ব্যবসা -বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটেছিল। তখন থেকেই হলদীবাড়ী, পাটগ্রাম, গীতালদহ রাজপাই এই জেলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল।

কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস অতি গৌরবময়। রামায়ণ, মহাভারত ও কালিকাপুরাণ গ্রন্থে প্রাচীন কোচদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গবিজয়ী বখতিয়ার খলজি তাঁর তিব্বত অভিযানের সময়ে কোচদেশে পদার্পন করেছিলেন। পরবর্তীকালে গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ কোচবিহার আক্রমণ করলে দুর্ধষ কোচজাতিরা পার্বত্য অঞ্চলের বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করে এখান থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া কিছু প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে জানা যায় যে, বর্তমান কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, আসাম (কামরূপ) অঞ্চলে সুদূর অতীতে নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করতেন। যেহেতু ইনি দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, সেহেতু পরে অর্জুন কামরূপের রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুর দখল করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীসময়ে এই ভগদত্তের বংশেই হর্ষবর্ধনের বন্ধু ভাস্করবর্মার জন্ম হয়েছিল। এই বংশের বিলুপ্তির পরে কোচবিহার অঞ্চলটি পালবংশীয় রাজা ধর্মপাল অধিকার করে নিয়েছিলেন। পরে পালরাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে এই অঞ্চলটিতে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল এবং স্থানীয় কোচ, মেচ প্রভৃতি উপজাতিরা প্রবল হয়ে উঠেছিলেন। তখন কোচ উপজাতিদের মধ্যে 'হাজো' বলে এক বীরের আবির্ভাব ঘটেছিল। অন্যদিকে তখন এখানকার মেচ উপজাতিদের সব থেকে প্রভাবশালী ভূঁইয়া ছিলেন হরিয়া বা হরিদাস। এই হরিদাস, বীর হাজোর দুই কন্যা হীরা ও জীরাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর চারজন পুত্রের মধ্যে হীরার পুত্র চন্দন নানা সদগুণের অধিকারী ছিলেন বলে ইনিই পরবর্তীসময়ে পিতার সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন। এরপরে জীরার পুত্র বিশ্বসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই বিশ্বসিংহকেই কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। এঁরই বংশের রাজা নরনারায়ণ অতি ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে গৌড়ের সুলতান দায়ুদ খাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় প্রসিদ্ধ কামাখ্যা মন্দির ধ্বংস করবার পরে ইনি সেটাকে পুনঃনির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই বংশের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আমলেই প্রথমে দিল্লীর মুঘল বাদশাহ আকবর, এবং পরে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর কোচবিহার আক্রমণ করলে রাজা 'আঠারোবাড়ি' বলে নতুন একটি রাজধানী নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। আসলে লক্ষীনারায়ণের আঠারো জন পুত্র ছিলেন। তাই নিজের প্রতি সন্তানের জন্য তিনি একটি করে বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন বলে তাঁর নতুন রাজধানীর নাম হয়েছিল আঠারোবাড়ি। এরপরে দিল্লীর মুঘল বাদশাহ শাজাহানের অসুস্থার সময়ে রাজা প্রাণনারায়ণ কামরূপরাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। তারপরে ১৬৮৮ সালে মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কিছু সময়ের জন্য কোচবিহার দখল করে নিয়েছিলেন। তবে সেবারেও পার্বত্য অঞ্চল থেকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে কোচবিহার রাজ মুঘলসেনাদের তাঁর দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সফল হয়েছিলেন।

প্রাচীন ইতিহাসের মত কোচবিহারের আধুনিকযুগের ইতিহাসও কম গৌরবের নয় বলেই দেখা যায়। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের যে বিবাহ হয়েছিল, তা তখনকার বাংলায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, কেশব সেন একটা সময়ে আদি ব্রাহ্ম সমাজের রক্ষণশীলতায় বিরক্ত হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদ মানা হত না। এরপরে কেশব সেনের প্রচেষ্টাতেই ১৮৭২ সালে জাতি ভেদহীন বিশেষ বিবাহ আইন বা স্পেশ্যাল ম্যারেজ এক্ট পাশ হয়েছিল। তারপরে তিনি নারী-পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত বয়স নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহকে নিন্দনীয় বলে মনে করতেন বলে নিজের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন যে, কোন ব্রাহ্ম তাঁর চৌদ্দবছর বয়সের কম বয়সী কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারবেন না, এবং বিবাহের সময়ে পাত্রের বয়সও অবশ্যই একুশ বছর বা তদূর্ধ হতে হবে। ঠিক এমনি সময়ে কোচবিহারের রাজমন্ত্রী, সেখানকার নাবালক রাজপুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করতে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাকা দুর্গামোহন দাশের কন্যার সঙ্গে নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহের কথা হলেও দুর্গামোহন তখন ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম মেনে নাবালক রাজপুত্রের সঙ্গে নিজের নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হননি। কিন্তু এরপরে কেশব সেন তাঁর নিজের তৈরি আইন ভেঙে নিজের একাদশ বছর বয়সী কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ দিয়েছিলেন এবং সেই বিবাহও আবার ব্রাহ্মমতে না হয়ে হিন্দুমতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ, সে বিবাহের আসরে হর-পার্বতীর মূর্তি রক্ষিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, কেশব সেনের এরূপ আচরণে তখন তাঁর তরুণ ভক্তরা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। আর এরপরেই ১৮৭৮ সালে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাশ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্মরা কেশব সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যাই হোক, এরপরে নৃপেন্দ্র নারায়ণকে সুশিক্ষিত করে তোলবার জন্য কেশব সেন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। পরে নৃপেন্দ্র নারায়ণ তাঁর স্ত্রী সুনাতি দেবীকে নিয়ে যখন ইউরোপ পরিভ্রমণ করেছিলেন, তখন সুনীতি দেবী বিলাতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্নেহলাভ করেছিলেন। আর একারণেই নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নিত্যেন্দ্র নারায়ণের জন্ম হওয়ার পরে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁর ধর্ম মা হয়েছিলেন, এবং রানী ভিক্টোরিয়ার নাম থেকেই নিত্যেন্দ্রনারায়ণের নাম ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ রাখা হয়েছিল।

সুনীতি দেবী কোচবিহারের মহারানীরূপে দেশের কল্যাণ সাধন করে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে সি. আই. ই. উপাধি লাভ করে ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাঁর আগে ভারতবর্ষের কোন মহিলা বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে এই উপাধি পাননি। নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলেই কোচবিহারে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার আন্দোলন দ্রুতবেগে বেড়ে উঠেছিল।

কিন্তু একইসাথে একথাও অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে, বাংলার অন্যান্য জেলাগুলিতে যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য যখন প্রবল আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তখন বৃটিশ করদরাজ্য কোচবিহারের প্রজাদের পক্ষে সেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা সম্ভব হয়নি।

গবেষকদের মতে, এখন থেকে কয়েক হাজার বছর আগেই কোচবিহারে যে আর্যধর্মের প্রবেশ ঘটেছিল, এখানকার আর্য দেবদেবীর প্রাচীন মন্দিরগুলি একথারই প্রমাণ দেয়। জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর শিবের মন্দিরটিও কোচবিহারের রাজাদের তৈরি। এছাড়া কোচবিহার শহরের মদনমোহন, কালীতারা ও ভবানী দেবীর মন্দিরও কোচ রাজাদের ঐতিহাসিক কীর্তি বলে চিহ্নিত। এমনকি ভারতের বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ বারাণসীধামে কোচবিহারের রাজাদের তৈরি কালী ও শিবের মন্দির এখনও বর্তমান রয়েছে। এঁদের আমলেই আসামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শঙ্করদেব কোচবিহারে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করবার জন্য এসেছিলেন, ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কোচবিহারের মধুপুর ও ভেলাডাঙ্গায় শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবদের প্রসিদ্ধ তীর্থটি এখনও বর্তমান রয়েছে। তবে অতীতে শঙ্করপন্থী সাধু ছাড়াও কোচবিহারে দামোদরপন্থী বৈষ্ণবদের প্রভাবও কম কিছু ছিল না। দামোদরপুর ও বৈকুণ্ঠপুরে দামোদরপন্থী বৈষ্ণবদের দুটি তীর্থক্ষেত্র আজও দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া কোচবিহার শহরেই একটি জৈনমন্দিরও রয়েছে। গবেষকদের মতে কোচবিহারে প্রথমে জৈনধর্ম প্রবেশ করেছিল।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী

'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমুদে রসিক ব্যক্তি ছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

একটি শিশু হঠাৎ বিভূতিভূষণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল ' দাদু একটা বেলুন দাও । উঠতে উঠতে বিভূতিভূষণ বললেন - আর পারি না। সকাল থেকে এই নিয়ে চারটে বেলুন ফাটালে। লেখক থাকতেন দ্বারভাঙায়। তাঁর লেখা একটি নাটক

পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন একজন উদীয়মান, তরুণ সম্ভাবনাময় চিত্র পরিচালক। কারণ তখনও যে তিনি খুব বিখ্যাত হয়েছেন এমনটি বোধহয় বলা যাবে না! ১৯৪৬ এর এক শ্রাবণের বৃষ্টিঝরা বিকেল বেলা নিউ থিয়েটার্সের দরজায় টোকা মেরেছিলেন,কাজ সহকারী শব্দযন্ত্রীর, শিক্ষানবিশ। কিন্তু মাথায় ঘুরপাক খায় ছবি করতে হবে।

সেইভাবে করলেন ' অঙ্কুশ'। তবে ছবিটি মোটেও ভাল চলল না। অবশ্য মোটামুটি চলার দলে পড়ে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে অভিনীত 'উপহার' । সেইসময় একদিন পড়েছিলেন টনসিল ' লিখেছেন বিভূতিভূষণ। 'বরযাত্রীর' সেই বিখ্যাত গণশা, ত্রিলোচন,ঘোতনাদের নিয়ে নির্ভেজাল আনন্দের নাটক। তখন লক্ষ যেভাবেই হোক নিজের একটা ছবি হিট করাতেই হবে। স্থির করলেন 'টনসিল' করি।

দ্বারভাঙায় থাকেন বিভূতিভূষণ, রাইট কিনতে হবে, চিত্রনাট্য পড়াতে হবে লেখককে। তিনি সম্মতি দিলে তবেই শেষ পর্যন্ত সেলুলয়েডের পর্দায় দর্শকরা দেখবেন। অবশ্য সুখবর এল, দ্বারভাঙায় যেতে বললেন।

বিভূতিভূষণের 'রানুর প্রথম ভাগ' আর নীলাঙ্গুরী'য় ততদিনে মনে গেঁথে গিয়েছিল। লেখকের সব লেখা প্রায় পড়ে ফেলেছেন। তরুণ চিত্রপরিচালক একদিন ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন শুধু নয় সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের সাথে তপন সিংহের নাম একসাথে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তখন উদীয়মান মনে মনে ভয় যদি পত্রপাঠ বিদায় করেন বিভূতিভূষণ। দ্বারভাঙা স্টেশনে লেখক স্বয়ং এসেছেন তাঁকে নিয়ে যেতে। বললেন ট্রেনে দ্বারভাঙা আসা বড় ক্লান্তিকর, কোনও অসুবিধা হয় নি তো! মুখে বললেন না না কোনও সমস্যা হয় নি,বাস্তবে বেজায় সমস্যা হয়েছে। ' অঙ্কুশ' এর ঘা তখনও শুকোয় নি, অর্থের টানাটানি, সুতরাং ভিড়ে ঠাসা থার্ড ক্লাসের কামরায় আসা ছাড়া উপায় ছিল না। যাই হোক পৌঁছতে পারা গিয়েছে। ওদিকে বিভূতিভূষণের আথিতেয়তায় খাওয়ানোর ধুম। জলখাবারের আয়োজন দেখে তপন সিংহের মাথা ঘুরে গেল। অসহায় ভাবে তাঁর দিকে তাকাতে খান খান। সব বাড়ির তৈরি। আপনার চেহারা দেখে তো পেট রোগা বলে মনে হয় না। দুপুরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি,এলাহি খাবারের আয়োজন। তপন সিংহ ঘাড় নেড়ে বললেন অসম্ভব। অর্ধেক খাবার তুলে নিতে অনুরোধ করলেন। বিভূতিভূষণও আসন পেতে তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছেন। যাই হোক আসল কাজ শুরু হল বেলা দুটোয়। তপন সিংহ স্ক্রীপ্ট পড়ছেন শুনছেন বিভূতিভূষণ। বলা বাহুল্য এই স্ক্রীপ্ট পড়ে স্টুডিওতে জহর, ভানু,অনুপ হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন। ছবিটি মুক্তির পরে দর্শকরাও হেসেছেন খুব। 'টনসিল ' নির্ভেজাল হাসির ছবি। কিন্তু স্ক্রীপ্ট শুনে বিভূতিভূষণ একদম হাসছেন না। তবে কি তিনি বলবেন আমার পছন্দ হয়নি। অজানা একটা আশঙ্কা মনে একেবারে দানা বাঁধছে না বলা যাবে না। এরমাঝে একটি শিশু 'টনসিল' নাটকের লেখকের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে দাদু আর একটা বেলুন দাও। বিভূতিবাবু উঠতে উঠতে বলেন আর পারি না। সকাল থেকে এই নিয়ে চারটে বেলুন ফাটালে।

এরপরে চিত্র পরিচালকের উদ্দেশ্যে ভয়ঙ্কর প্রশ্ন, এর মাকে চেনেন। তপন সিংহ একটু অবাক হলেন। জানতে চাইলেন শিশুটির মা ভাগলপুরে থাকেন কিনা। উত্তর এল না ওর মায়ের নাম রানু,প্রতিটি বাঙালির আদরের। একটু পরে মুখে হাসি ফুটিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বললেন, বেশ ভাল লাগছে। পড়ুন। হ্যাঁ টাকা- পয়সা নিয়ে তাঁর কোনও চাহিদা ছিল না। কিন্তু বিভূতিভূষণের উষ্ণ অভ্যর্থনা, তাঁর সান্নিধ্য মুগ্ধ করেছিল চিত্র পরিচালক তপন সিংহকে। সেই আন্তরিকতা, আতিথেয়তা কোনও দিন ভুলতে পারেননি। 'টনসিল' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন চোদ্দো বছরের এক কিশোরী জন্ম হয়েছিল বাংলা চলচ্চিত্রের এক কিংবদন্তি অভিনেত্রীর তিনি মাধবী মুখোপাধ্যায়।

সঙ্কলনেঃ অরুণাভ সেন।।

কলকাতার মহাজাতি সদন

১৯৩৭ সালে মে মাসে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও তাঁর বন্ধু আইনজীবী নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র এলগিন রোডের বাড়িতে বসে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে একটি সভা করেছিলেন। সেই সভায় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন কলকাতায় নাগরিকদের জন্য সভাসমিতি করার একটি উপযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ নিমার্ণ করা উচিত। সেখানে সব জাতি থেকে শুরু করে সবার প্রবেশাধিকার থাকবে। ভারতীয় ঐতিহ্যকে সমানে রেখে ওই প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করা হবে। তারপরে সুভাষচন্দ্র বোস সেন্ট্রাল এভিনিউ ও হ্যারিসন রোডের সংযোগ স্থলের কাছে ৩৮ কাঠার একটি জমি সন্ধান পান। এখানে একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করার তিনি চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কলকাতা পুরসভা তখন এক টাকা লিজে জমিটি সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাগৃহটি নির্মাণ করার ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ করেন 'মহাজাতি সদন' । ১৯৩৯ সালে ১৯ আগস্ট সুভাষ চন্দ্র বোস এবং বিধানচন্দ্র রায় এর উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৪১ সালে দেশ ত্যাগ করার পর এই নির্মান কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফেরার ঘোষণা করে জমি গ্রহণ বতিল করে দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা শরৎ চন্দ্র বোস এবং নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করেন। আদালত রায় লিজ বাতিল বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। মহাজাতি মানেই হল সব জাতিকে সম্মান দান করা। সুভাষ চন্দ্র বোস সব জাতিকে সম্মান দিয়ে কথা বলতেন বলে মহাজাতি নাম হয়।

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিজড়িত টেগর লজ

মিলপাড়া, কুষ্টিয়া। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ছিল এপার বাংলায়। এই জমিদারি দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এপার বাংলার অনেক জায়গায় থেকেছেন।

কুষ্টিয়া শহরের মিলপাড়ায় অবস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত একটি বাড়ি। তবে শিলাইদহের থেকে অনেক কম পরিচিত এটি। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়ির যেমন বিপুল খ্যাতি ও পরিচিত, সে তুলনায় শহরের ভেতরের এই বাড়ি প্রায় অপরিচিত বলা যায়।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ১৮৯০ সালে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কুষ্টিয়া রেলস্টেশনের দক্ষিণ পাশে এই বাড়ি নির্মাণ করে। বাড়িটি থেকে কুষ্টিয়া রেলস্টেশন অল্প দূরে অবস্থিত। তৎকালীন এই বাড়ির জায়গা অনেক বেশি ছিল। ভুসিমাল ও পাটের ব্যবসা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'টেগর অ্যান্ড কোম্পানি'।

এর এক অংশে কিছুকাল থাকার জন্য তৈরি করেছিলেন 'টেগর লজ' নামের দ্বিতল বাড়িটি। ভুসিমালের ব্যবসার পাশাপাশি কবি এখানে আখমাড়াইয়ের কল ও পাটের গাঁট তৈরির কলও বসিয়েছিলেন। পরে স্বদেশি আন্দোলনের চেতনায় টেগর লজকে কেন্দ্র করে একটি বড় তাঁতশালাও গড়ে তোলেন এখানে।

কবিকে ব্যবসার কাজে সাহায্য করতেন দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম দিকে ব্যবসা ভালো চললেও পরে টেগর অ্যান্ড কোম্পানি দিনের পর দিন লোকসান করতে থাকে। পাটের ব্যবসা করতে এসে কবি লাখ টাকার ওপরে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। উপায়ান্ত না পেয়ে কবি খুলনার ফুলতলার দক্ষিণডিহির শ্বশুরবাড়ির এলাকার উদ্যমী যুবক যজ্ঞেশ্বরকে ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব দেন।

যজ্ঞেশ্বর বহু পরিশ্রম করে ডুবে যাওয়া টেগর অ্যান্ড কোম্পানিকে কোনোরকমে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। একসময় কবি নামমাত্র মূল্যে যজ্ঞেশ্বরের কাছে কোম্পানির সমুদয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল বেচে দেন। আর এখানকার দুই বিঘা জমি বছরে ৫০ টাকার বিনিময়ে বন্দোবস্ত করে দেন। পরে যজ্ঞেশ্বর এখানে 'যজ্ঞেশ্বর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক' নামে একটি কারখানা গড়ে তোলেন।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারন এক ছাত্র পরীক্ষায় মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারন হিসাবে এই নিচের লেখাটি লিখেছে..মুঘল সাম্রাজ্য বেশ নামকরা সাম্রাজ্য ছিল। সেই সাম্রাজ্যের পতনের আগে উত্থান হয়েছিল অথচ সে বিষয়টা আমরা এড়িয়ে গিয়ে শুধু পতনের কারণ খুঁজি। প্রচুর নামকরা সম্রাট,যেমন বাবর, তার ছেলে হুমায়ূন তার ছেলে, তার ছেলে। এইভাবে বংশ পরম্পরায় শুধু সাম্রাজ্য বাড়িয়েই চলেছিল। ফলে সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কোন কিছুর সীমা ছাড়িয়ে গেলে যে ব্যাপারটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাট হয় সেটা তারা ঠিক বুঝতে পারেনি। ... ফলে পতনের অনেকগুলো কারণের মধ্যে এই ভৌগলিক কারণ বেশী করে মাথাচাড়া দিতে থাকল। এদিকে সম্রাট'রা তো রাজধানীতেই থাকত, বাকি কোথায় হ্যারিকেন বা কোথায় সুনামী হচ্ছে সময় মত খোঁজ পেত না। পাবে কি করে? সেই সময় বি-এস-এন-এল এর মত কানেক্টিং ইন্ডিয়া গোছের কিছুই ছিল না। সেই হেঁটে আসতে হতো।

মালদা মেডিক্যালের প্রসূতি বিভাগে আগুন, আতঙ্কে রোগীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় হাসপাতাল চত্বর। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় রোগী ও রোগীর পরিবারের সদস্যদের। সরানো হয় প্রসূতি ও সদ্যোজাতদের। কীভাবে আগুন লাগল হাসপাতালে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন অনেকেই। বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে। আচমকা মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। রোগীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তড়িঘড়ি ১ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সম্ভবত হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ শর্ট সার্কিট বলে মনে করা হচ্ছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর, ভোরে ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালে বিধ্বংসী আগুন লাগে। তাতে প্রাণ হারান ৯৩ জন। গত বছর শিয়ালদহের ইএসআই হাসপাতালের অগ্নিকাণ্ডে সেই স্মৃতি ফেরে। আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোতলার মেল সার্জারি ওয়ার্ড। কমপক্ষে ৪৮ জন রোগীকে মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনায় শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগও ওঠে। মালদা মেডিক্যালের আগুনেও আবার ফিরল দু:স্বপ্ন। সত্যি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলোতে মা-ছেলের রহস্যমৃত্যু, অচৈতন্য মেয়ে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ রাতে অনলাইনে খাবারও আনিয়েছিলেন। রাতে তাই খেয়েই শুয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সকালেই মর্মান্তিক ঘটনা। বাথরুমের সামনে পড়েছিল মায়ের দেহ। খাটে ছেলের। বিছানায় অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার আঠেরো বছরের মেয়ে। শিলিগুড়িতে উত্তরায়ন টাউনশিপের এক বাংলোয় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল মা ও ছেলের। কীভাবে মৃত্যু, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম তিথি দা ও তাঁর আট বছরের ছেলে তেজস। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, প্রবল ঠান্ডায় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে শুয়েছিলেন তাঁরা। শ্বাসকষ্টের কারণে মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, তিথির স্বামী সুজিত দাস ঠিকাদারির কাজ করেন। শিলিগুড়িতে একটি বাংলোতে থাকেন তিনি। যে ঘরে তিথি তাঁর ছেলে- মেয়েকে নিয়েছিলেন। পাশের ঘরে ছিলেন তাঁদের এক আত্মীয় তন্ময় সরকার। তন্ময় সরকারই সকালে পুলিশে খবর দেন। এই তন্ময়কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ঘরে বাথরুমের সামনে মায়ের দেহ মেলে। অন্যদিকে বিছানাতেই শিশুর দেহ মেলে। ঘরেই অচৈতন্য অবস্থায় ছিল বছর আঠেরোর মেয়ে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কী কারণে মৃত্যু, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ জানুয়ারি ঃ রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো শহর বর্ধমানে। বুধবার বর্ধমান শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা চালালো। শহর বর্ধমানের নবাবহাট এলাকার ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় এক রোগীর। গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে কীটনাশক ওষুধ খেয়ে অসুস্থ হওয়ার কারণে বর্ধমানের ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন পরিবারের লোকজন। রোগীর পরিবারের অভিযোগ বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন ওই রোগী। মৃত ওই ব্যক্তির নাম জামাল শেখ, (৬৫)। বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত রাজুয়া এলাকায়। যদিও গোটা ঘটনা অস্বীকার করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন এখানে তাদের কোনো দোষ নেই। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ থাকলে তার আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দাবী, নার্সিংহোমের কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। সেই নিয়ে বর্ধমান থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হবে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বর্ধমান থানার পুলিশ। গোটা ঘটনা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

দিনে রাতে দুঃস্থদের পাশে বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ তিনি শিলিগুড়ির বিধায়ক, তা বলে কিন্তু তিনি পিছিয়ে থাকেননি মানুষের কাজ করবার থেকে, তার প্রমাণ তিনি দিচ্ছেন গত কয়েকদিন ধরে। সেই বিধায়কের নাম শঙ্কর ঘোষ, দিনে রাতে দুঃস্থদের পাশে। এই চরম শীতে যখন লেপের নিচেই চলে যাচ্ছে, সেই সময় তিনি বাইরে ঘুরছেন, কোথায় কে শুয়ে আছে, কোথায় কার রাতের খাবারটা জোটেনি, কার এই ঠান্ডায় ওষুধ লাগবে সবকিছু। একাই ঘুরছেন, নিজে জানিয়েছেন দায়িত্ব যখন নিয়েছি পালন করব আমি একাই। এই অসহায় মানুষগুলো একেবারেই অসহায়, ওদেরও তো ভালো পোশাক করতে ইচ্ছা করে, ভালো খেতে ইচ্ছা করে, অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ পেতে চায় সবকিছুই। আমি ওদের পাশে দাঁড়াচ্ছি, এবং দাঁড়াবো। গত কয়েকদিন ধরে প্রায় গোটা শহর শিলিগুড়ি আমি প্রায় চষে ফেলেছি, মানুষের দুঃখ বুঝতে পেরেছি, এবং তা যতটা সম্ভব পারা যায় সমাধানের চেষ্টা করছি। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, এই দুঃস্থ মানুষগুলো রাতে কি অবস্থায় থাকে সেটা তো আমি বুঝি, তাই একটু হলে হয়তো ওদের পাশে থাকতে আমার ভালো লাগে। শীতের রাতে বিধায়ক শপিং মল গুলির বারান্দাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছেন, কে কোথায় শুয়ে আছে কে কোথায় বসে আছে, বড় বড় বিল্ডিং এর বারান্দাগুলো দেখছেন। তিনি নিজেই জানালেন আমি মনে করি এটা এমন কিছু বড় না এটা আমার করা উচিত। কে করল কে করল না এর মধ্যে আমি নেই, আমি আমার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছি মাত্র। মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছেন, হয়তো কিছুটা হল আমি তাদের জন্য করব, জানিয়ে দিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ।

রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে ২৫০০ শিশু কিশোরের যোগদান, বর্ণময় সমাপ্তি

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ২ জানুয়ারি ঃ ১৫-তম রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবের সমাপ্তি পর্বেও কচি কাঁচাদের উপচে পড়া ভিড়। বর্ণময় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উসাহীদের ভিড় ছিল। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোর আকাদেমি হুগলি জেলার চন্দননগর মহকুমা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় চন্দননগর রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন মেরী মাঠ ও জ্যোতিরিন্দ্র সভাগৃহে এই উৎসবের সমাপ্তি হল। এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী ও বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। এছাড়াও ছিলেন শিশু কিশোর আকাদেমির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ, জেলাশাসক মুক্তা আচার্য, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, মহকুমাশাসক বিষ্ণু দাস, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রদীপ্ত আচার্য প্রমুখ । উসবের সমাপ্তি পর্বেও মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় আড়াই হাজার শিশু কিশোর এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। বিগত দিনে বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে শিশু শিল্পীদের নির্বাচন করা হয়েছে। শিশু কিশোর শিল্পীদের কাছে এই উসব এক বিরাট মঞ্চ। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৯ ডিসেম্বর এই উৎসবের সূচনা হয়েছে।

তিন থেকে চার রকম প্রজাতির নানান ধরনের কুল চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২ জানুয়ারি ঃ তিন থেকে চার রকম প্রজাতির নানান ধরনের কুল চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের সরডাঙ্গা, ধীতপুর, কালেখাতলা, বিশ্বরম্ভা এলাকার চাষিরা। আর সেই সমস্ত কুল পাড়ি দিচ্ছে রাজ্য পেরিয়ে ভিন রাজ্যে। স্থানীয় এলাকার চাষিরা জানাচ্ছেন, একবার কুলগাছ রোপন করতে পারলে তিন থেকে চার বছর এই কুল গাছ থেকে পাওয়া যায় কুল, বিঘা প্রতি কুল প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ হলে, ৮০ থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত কুল বিক্রি হয়। আর সেই কারণে সবজি চাষের পাশাপাশি অনেক চাষি তাদের জমিতে কুলগাছ রোপন করেছেন এই এলাকায়। মূলতঃ এই এলাকায় ভারত সুন্দরী, আপেল কুল ও বাউ কুল এই তিন ধরনের কুলের চাষই বেশি। ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে কুল, ইতিমধ্যে হচ্ছে বাজারজাত। এদিন জামালপুর আরতে পৌঁছে দেখা গেল। ভারতসুন্দরী কুল কেজিপ্রতি ৪০ থেকে ৪২ টাকা দাম পাচ্ছেন চাষিরা। অন্যদিকে বাউ কুলের দাম পেয়েছেন তারা ৩০ টাকা। স্থানীয় এলাকার ব্যবসাদাররা জানাচ্ছেন, এখান থেকে ভিন রাজ্যের পাইকের দ্বারা এসে উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যে তারা এই কুল নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে এই কুলের চাহিদাও প্রচুর। আর কটা দিন পর থেকে এই কুল আরো বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে বলেও জানিয়েছেন তারা।

হিমঘরগুলিতেই মজুত রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ প্যাকেট আলু, চাপে পড়েছেন চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ জানুয়ারি ঃ গত মরসুমে রাজ্যে আলুর উৎপাদন কম হয়নি। হিমঘরেও জমেছে প্রচুর আলু। কিন্তু, তারপরেও রাজ্যে আলুর ঘাটতির কারণ দেখিয়ে ভিন রাজ্যে আলু রফতানি বন্ধ করে রেখেছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে মেয়াদ শেষেও শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলার হিমঘরগুলিতেই মজুত রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ প্যাকেট আলু। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে রাজ্যের বাজারগুলিতে আলুর চড়া দর ধরে রেখে কী আসলে কালোবাজারি ও মজুতদারদের পক্ষেই কাজ করেছে রাজ্য সরকার? বিগত মরসুমে রাজ্যের কমবেশি ৫০০ টি হিমঘরে ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪ হাজার ২৪৩ বস্তা আলু সংরক্ষণ করা হয়েছিল। যা রাজ্যের চাহিদার তুলনায় অনেকটাই বেশি বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। কিন্তু, তারপরেও সারা বছর রাজ্যের খোলা বাজারগুলিতে আলুর দাম ছিল স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। ৩০ থেকে ৪০ টাকা কিলো দরে আলু কিনে খেতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। ভিন রাজ্যে আলু রফতানি করায় রাজ্যের বাজারগুলিতে জোগান কমছে, আর তার জেরেই বাড়ছে দাম! সেই অজুহাতে পুজোর আগে থেকেই ভিন রাজ্যে আলু রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাজ্য সরকার। সরকারি এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের সঙ্গে জোর টানাপোড়েন চলে আলু ব্যবসায়ীদের। আলুর দরে রাশ টানতে নামানো হয় টাস্ক ফোর্সকে। কিন্তু, তারপরেও একদিকে যেমন সরকারি সিদ্ধান্ত বদল হয়নি তেমনই রাজ্যের বাজারগুলিতে কমেনি আলুর দর। এদিকে আলু সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলার হিমঘরগুলিতেই এখনও জমে রয়েছে ৫ লক্ষ প্যাকেট আলু। সারা রাজ্য ধরলে সেই সংখ্যাটা তার কয়েকগুণ। একদিকে হিমঘরে আলু রাখার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া অন্যদিকে বাজারে নতুন আলু আসতে শুরু করায় আপাতত ওই মজুত আলু নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোনও গতি নেই। এখানেই প্রশ্ন উঠছে রাজ্য সরকারের ভূমিকায়। বিরোধীদের দাবি, রাজ্যের বাজারগুলিতে আলুর জোগান কম থাকার অজুহাত দিয়ে চড়া দর ধরে রেখে আসলে কালোবাজারের কারবারিদের মুনাফার জন্যই কাজ করেছে রাজ্যের সরকার। এর ফলে একদিকে যেমন বছরভর সাধারণ মানুষকে অনেক চড়া দরে আলু কিনে খেতে হয়েছে তেমনই মেয়াদ শেষেও হিমঘরগুলিতেই থেকে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্যাকেট আলু। চাপে পড়ছেন চাষিরা।

বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কিশোরীকে লাগাতার ধর্ষণ জামাইবাবুর! অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ২ জানুয়ারি ঃ কাটোয়া বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কিশোরীকে ভয় দেখিয়ে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। যার জেরে অন্ত ঃসত্বা হয়ে পড়েছিল ওই কিশোরী। গর্ভস্থ ভ্রুণের মৃত্যু হওয়ায় তা বের করতে গিয়েই বিপত্তি। প্রাণ গেল নাবালিকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। অভিযুক্ত জামাইবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। দীর্ঘদিন ধরে জামাইবাবু সুজন সর্দার তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। যার জেরে অন্ত ঃসত্বা হয়ে পড়ে নাবালিকা। পরিবারের লোকজন যখন জানতে পারেন, তখন গর্ভের সন্তান মারা গেছে। ওই পরিস্থিতিতে ভ্রুণটিকে বের করা ছিল অনিবার্য। সেই কারণে নাবালিকাকে বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় নাবালিকার। এরপরই মৃত কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে আউশগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানা গেছে, ধৃতের বাড়ি মঙ্গলকোটের খুতুর্বা গ্রামে। আউশগ্রামে ঘরজামাই থাকত সে। মৃত কিশোরীর জেঠুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সুজনের। মৃতার দাদা বলেন, আমরা প্রথমদিকে ঘটনার কথা জনতাম না। বুধবার আমার বোনের পেটে যন্ত্রণা হলে আউশগ্রামের জামতাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চিকিৎসকরা তখনই বুঝতে পারেন বোন প্রায় চারমাসের অন্ত ঃসত্বা এবং গর্ভের সন্তান মারা গেছে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসক জবাব দেওয়ার পর বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। বাড়িতে নিয়ে আসার পর রাতে অল্প খাওয়া-দাওয়া করে ওই কিশোরী। অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দুর্নীতির অভিযোগে চাপান উতোর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২ জানুয়ারি ঃ কঙ্কালী পঞ্চায়েত ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগের চাপান উতোর। নানুর বিধান সভার বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি সরাসরি কঙ্কালীতলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহম্মদ ওহিদউদ্দিনের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তোলেন। বিধায়ক বলেন, কঙ্কালী পঞ্চায়েত উপপ্রধান চালাতেন। এই পঞ্চায়েতে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে। একশো একুশটি দোকান দেওয়া নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। পঞ্চায়েতে সাতাশ লক্ষ জমা পড়েছে। অথচ এক কোটি সাত লক্ষ আদায় হয়েছে। থানায় দোকানদাররা অভিযোগ করেছেন। সেইকারণে অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে তাকে সরানো হয়েছে। উপপ্রধানকে কোনো হুমকি বা পঞ্চায়েতে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, নির্বাচিত জন প্রতিনিধি তিনি তাকে কেউ বাধা দেয়নি। দরকার হলে আমি নিজে উনাকে পঞ্চায়েত নিয়ে আসবো। উপপ্রধান মহম্মদ ওহিদউদ্দিন পাল্টা বলেন, অভিযোগ করলে হবে না। প্রমাণ দিতে হবে। আমিও তো বলতে পারি বিধায়ক এক কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া তার কী দাম আছে? সাংবাদিকদের দেখিয়ে মহম্মদ ওহিদউদ্দিন বলেন, আমার কাছে প্রমাণ আছে পুলিশের কাছে এই দোকানদাররা অভিযোগ করেছেন যে উপপ্রধানের নামে থানায় অভিযোগ করার জন্য তাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে। আর পঞ্চায়েত জায়গার মালিক ট্রাস্টির মালিকের সাথে ডিল করেছে। ঘর তো দোকানদাররা করেছে। তাই যে কাজ পঞ্চায়েত করেনি। সেই কাজে পঞ্চায়েতের দুর্নীতি কী করে হবে? এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে লায়েকবাজার তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন শান্তিনিকেতনের কঙ্কালীতলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহম্মদ ওহিদউদ্দিন (শেখ মামন)। মহম্মদ ওহিদউদ্দিন সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। পঞ্চায়েতে ঢুকতে পারছি না। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনতে জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্যদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি। পরে দলীয় স্তরে বিষয়টি জানাবো। অঞ্চল সভাপতি পদ থেকে অপসারন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাকে দলীয় স্তরে কেউ মৌখিক কিম্বা লিখিত ভাবে কেউ কিছুই জানাই নি। সম্প্রতি জেলার বৈঠকে অঞ্চল সভাপতি হিসাবে ডাকা হয়েছিল এবং সেখানে উপস্থিত ছিলাম। উল্লেখ্য, অনুব্রত মণ্ডলের অনুগত মহম্মদ ওহিদউদ্দিন কাজল ঘনিষ্ঠদের মনপুত না হওয়ায়, কাজল সেখ এবং নানুর বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝির উপস্থিতিতে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে মহম্মদ ওহিদউদ্দিনকে অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে অপসারণের কথা বলা হয়।

'রাজ্যটাই বোমা বন্দুকের কারখানায় পরিণত করেছে তৃণমূল সরকার', বিস্ফোরক লকেট

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ ২০২৫ সাল পড়তেই ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে উঠেছে। আগামী বিধানসভা ভোটে বাংলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ হবে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার দুপুরে বললেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন আমরা গত বিধানসভায় ৭৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছি। আশা করা যায় ২০২৬ বিধানসভায় মানুষের স্বপ্ন পূরণ হবে। জলপাইগুড়িতে লকেট চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি নানা বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চুপ'। জলপাইগু।তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে সরব হলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি বললেন দুই বাংলায় হিন্দুরা অত্যাচারিত। এবাংলায় বিজেপির ষ।যন্ত্র বলে প্রচার করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ওপার বাংলায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে তার দল ও তিনি চুপ থাকেন যা বলার কেন্দ্র বলে দাবি করে দায় এড়িয়ে যান। লকেট চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, 'তৃণমূলের বুদ্ধিজীবীদের পথে নামা উচিত ছিল বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে। ' সংসদীয় কেন্দ্রে সেবাশ্রময় কর্মসূচি। ৭৫ দিন ধরে চলবে মেডিকেল ক্যাম্প প্রসঙ্গে লকেট চ্যাটার্জী বলেন, 'ওঁদের টাকা আছে। নিজেদের সোর্স আছে। মেয়েদের সরকারটা নিজেরাই চালান। একজন সাংসদ হিসেবে ৭৫ দিন ধরে কীভাবে করতে পারে? ডায়মন্ড হারবার করতে পারছে অন্যান্য সাংসদদের কি দেখা যাচ্ছে? তারা কি করতে পারছে? কটাক্ষ লকেটের। মালদা শুধু নয়, রাজ্যটাই বোমা বন্দুকের কারখানায় পরিণত করেছে তৃণমূল সরকার, দাবি লকেটের। গত বিধানসভার উপনির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির ফল খারাপ, পর্যালোচনায় বিজেপি জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় আলোচনায় লকেট। আরজিকর কাণ্ডে সঞ্জয় প্রসঙ্গেও মুখ খুললেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। ফিরহাদ হাকিমকে একাধিকবার আক্রমণ করে লকেট চ্যাটার্জী বলেন, বাংলাদেশকে বাংলাকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বানাতে চাইছে। এর পাশাপাশি, মালদায় এক তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার ঘটনায় রাজ্য সরকারের উপর তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।

পুলিসের নাকের ডগায় চলছে তিস্তা থেকে বেআইনি বালি উত্তোলন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার বারণ করা সত্ত্বেও জলপাইগুড়ি তিস্তা নদী থেকে বেআইনিভাবে ক্রমাগত চলছে বালি পাচার । সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতেই সাংবাদিককে হুমকি বালি মাফিয়ার। সরকারিভাবে রয়েলটি পাওয়া যাচ্ছে না। পেটের দায়ে বেআইনিভাবে বালি পাচার করতে হচ্ছে ক্যামেরার সামনে সাফাই বালি মাফিয়ার। জলপাইগুড়ি তিস্তা নদী থেকে বেআইনিভাবে অবাধে চলছে বালি উত্তোলন। বৃহস্পতিবার সাতসকালে পুলিসের নাকের ডগায় জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর মোড় দিয়ে বেআইনি একাধিক বালি বোঝাই ট্রাক্টর প্রবেশ করছে শহরে। পুলিস বিএলআরও এবং প্রশাসনের একাংশের কর্মীদের পাশাপাশি শাসক দলের নেতাকর্মীদের একাংশের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বাংলার অনুপ্রবেশ নিয়ে বড় অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিজি থেকে শুরু করে বিএসএফ সকলকে নিয়েই অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গ টেনে এনেই দিলীপ বলেন, 'পুলিস তো ছাড়, পুর প্রশাসনও তোলা তোলে।' তিনি আরও বলেন, 'মালদা এর নেতা খুন হলেন। পুলিস দফতর তো আপনার হাতে। পুলিস ভেরিফিকেশন হয় পাসপোর্ট এর ক্ষেত্রে। কি করে এটা হয়? উনি কেবল স্টেটমেন্ট দেন।'

বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার বিএসএফের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ জানুয়ারি ঃ কখনও গরু পাচার, কখনও কয়লা পাচার। কখনও বা কাফ সিরাপ উদ্ধার করেছে বিএসএফ। এবার তো ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে যা উদ্ধার হয়েছে তাতে কার্যত চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচারের আগে বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করল বিএসএফ। এই ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া মার্কিন ডলারের পরিমাণ এক লক্ষ তিন হাজার আটশো USD (যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা)। পাশাপাশি এক লক্ষ বাংলাদেশি টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। জানা গেছে, বিএসএফ-এর গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের ১৩৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের তৎপরতায় কোচবিহার জেলার ঝিকরি সীমান্তে এই বিপুল বিদেশি মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, বুধবার ভোরে ঘন কুয়াশার আড়ালে ভারত থেকে বাংলাদেশে নোটগুলি পাচারের চেষ্টা চলছিল। পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। একটি ব্যাগে ভরে এই বিদেশি নোটগুলি পাচারের পরিকল্পনা ছিল। তবে বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে এই মার্কিন ডলার পাচারের ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে? কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘটনাটি নিয়ে বিএসএফ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে দিয়েছেন বিজয় দাস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ জন্ম থেকেই দুটি হাত অচল। কোনও রকমে একটি আঙুল নড়াচড়া করে। নের জোরে সেই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে দিয়েছেন হাওড়া সাউথ পয়েন্টের জলপাইগুড়ি হোমের বিজয় প্রসাদ। বিশ্বের দশটি দেশে তাঁর হাতে আঁকা ১ জানুয়ারির শুভেচ্ছা কার্ড পৌঁছে গেছে। ২০২৪ সালের শেষ আর নতুন বছরের শুরু

এই সন্ধিক্ষণে রেকর্ড কার্ড তৈরি করেছেন তিনি। ইরান, ইরাক, ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, লন্ডন, দুবাই সহ বিশ্বের ১০ দেশ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার গ্রিটিংস কার্ডের অর্ডার পেয়েছেন। বরাতমতো কার্ড পেয়েও গিয়েছেন সকলে। বিজয় বলেন, ' আঁকা কার্ডের প্রতি বিশ্বের ১০টি দেশের ছবিপ্রেমীরা আগ্রহ দেখিয়েছেন। এ আমার কাছে বড় পুরস্কার। এত মানুষের ভালোবাসা পেয়ে আমি আপ্লুত।' বছর ৪৬ আগের কথা। মাদার টেরেজার অনুগামীরা হাওড়া স্টেশনে এক ফুটফুটে শিশুকে পড়ে থাকতে দেখেন। ক্রন্দনরত শিশুটির হাতই পক্ষাঘাতদুষ্ট। টেরেজার অনুগামীরা হাওড়া থেকে ওই খুদেকে জলপাইগুড়িতে পাঠিয়ে দেন। ওই শিশুই আজ বিজয়। ৪৬ বছর ধরে জলপাইগুড়ির ওই হোমের সদস্যরা তাঁর পরিচর্যা করে আসছেন। হোম কর্তৃপক্ষের থেকেই বিজয় ছবি আঁকা শেখেন। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক শোভা, বনজঙ্গল, হাতি, গন্ডার, বাইসনদের অবাধ গতিবিধির দৃশ্য আঁকতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। প্রতি বছরই নতুন বছরের শুভেচ্ছা কার্ড তৈরির অর্ডার পান। এবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ডঃ সুব্রত গুপ্তও বিজয়কে এক হাজার শুভেচ্ছা কার্ড তৈরির বরাত দেন। বিজয় সময়মতো তা পৌঁছে দিতে দেরি করেননি। বিজয়ের বক্তব্য, 'অফিসার সুব্রত গুপ্ত যখন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক ছিলেন সেই সময় থেকেই তিনি আমাকে প্রচুর সহায়তা করছেন। তাঁর কাছে অমি চিরকৃতজ্ঞ।'

বিশেষ উদ্যোগ, সরকারি স্কুলে খুদে পড়ুয়াদের দেওয়া হল খেলনা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২ জানুয়ারি ঃ পড়ুয়াদের স্কুলের প্রতি মনোযোগ বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ। কালনার জাহান্নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুদেদের দেওয়া হল খেলনা। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবব্রত পাল, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ প্রমুখ। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, বৃহস্পতিবার ' দিবস'কে কেন্দ্র করে নতুন ভর্তি হওয়া খুদে পড়ুয়াদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও তাদের পছন্দমত বিভিন্ন ধরনের খেলনাও রেখে দেওয়া হয় স্কুলেই। পছন্দমত সেই খেলনা তারা বেছে নেয়। আর এতেই ভীষণ খুশি হয় খুদেরা। সেই আনন্দে পড়ার প্রতি আগ্রহও বাড়ে। প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ বলেন, পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলারও প্রয়োজন রয়েছে। শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় জিনিস হল খেলনা। সেই খেলনা দিয়েই স্কুলে নতুন ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের মন জয় করে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিন শিশু শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পু।য়াদের জন্য বিভিন্ন রকমের খেলনা দেওয়া হয়। তারা তাদের পছন্দমত তা তুলে নেয়। সেই সঙ্গে বইও তুলে দেওয়া হয়। স্কুলের পক্ষ থেকে এদিন ভর্তি হওয়া নতুন ৪৪ জন পড়ুয়ার মায়েদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement in connection with the inauguration programme to be attended by VVIP at Outram Ghat & Millennium Park, **Kolkata on 09th January, 2025" [Job No. KIT/RW/079 of 24-25] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No- 044/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **07.01.2025 up to 05.00 PM** 2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Service during the inauguration programme to be attended by VVIP at Outram Ghat & Millennium Park, Kolkata on 09th January, 2025" **[Job No. KIT/RW/080 of 24-25] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-045/KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **07.01.2025 up to 05.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

সন্দেশখালি! তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে দেদার গুলি

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২ জানুয়ারি ঃ মালদার পর এবার সন্দেশখালি। ফের চলল গুলি। তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে চলল এলোপাথাড়ি গুলি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ওই তৃণমূল নেতা সুস্থই রয়েছেন। তবে নতুন করে আবার সন্দেশখালি কেন উত্তপ্ত হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেখানকার সাধারণ মানুষজন। বস্তুত, বৃহস্পতিবার মালদারও গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে তৃণমূল কাউন্সিলরের মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তারপর সন্দেশখালির ঘটনা নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ। সন্দেশখালি সরবেড়িয়ার আজারহাটি পঞ্চায়েত প্রধান যাদবকুমার মণ্ডল, তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করেই চলেছে গুলি। যাদবকুমার সরবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে লাগাতার গুলি চালাতে থাকে দুষ্কৃতীরা। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি বাড়ির বাইরে আর পা রাখেননি। এরপর দুষ্কৃতীরা চলে গেলে আত্মীয়-স্বজন আসেন বাড়িতে। কিন্তু কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা জানা যায়নি। যাদবকুমার মণ্ডল বলেন, কাল রাতে আমি আওয়াজ পাই। পাশেই দাদার বাড়ি। আমি ফোন করি। জিজ্ঞাসা করি দাদা দেখোতো কী হচ্ছে। তখন দাদা বলল তোর ঘরের বাইরে কারা দাঁড়িয়ে আছে। পরিস্কার দেখা যাচ্ছে বন্দুক বের করে গুলি করছে। তুই এখন বাড়ির বাইরে বেরোস না। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নন্দীগ্রামেও খুন হয়েছেন দুই তৃণমূল নেতা। এদিন ভোরে মালদার খুন হন আরও এক তৃণমূল নেতা। তারপর সন্দেশখালিতে ফের শাসকদলেরই এক তৃণমূল নেতা টার্গেট হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৬৬আর-২০২৪-এনআইটি, তারিখ ০১.০১.২০২৫। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৬৬আর-২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও অভিজ্ঞতা সহ বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্স-ধারী অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থাসমূহ ইত্যাদির কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** "পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে (ক) রানাঘাটের ইয়ার্ড মডিফিকেশনের জন্য ২৫কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ যন্ত্রাংশ, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মারের নক্সাকরণ, অঙ্কন, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ এবং কল্যানী থেকে রানাঘাটের মধ্যে ই.আই. হাটের জন্য এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থাকরণ এবং নৈহাটি থেকে রানাঘাটের মধ্যে ৩য় লাইনের কাজ সম্পর্কিত বাকি থাকা কাজ। (খ) বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের ইয়ার্ড মডিফিকেশনের জন্য ২৫কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ যন্ত্রাংশ, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মারের নক্সাকরণ, অঙ্কন, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ কাজ। (গ) বহরমপুর কোর্টের জন্য বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ–এল.সি. গেট নং ১৩২/টি-এর বদলে রোড ওভারব্রিজ।" **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬,৫১,১৭,৬১০.৭০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৭৫,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০২.২০২৫-এ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরিল্লিখিতমতো টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্তমতো 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' ও 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর **www.ireps.gov.in**-এ বিড জমা করা যাবে। উপরোক্তমতো সমস্ত নথিপত্র সমেত সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে।

(CON-84/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এমসি-৫৭-০-আইআরএসপি-২৩-২৪-ইউপিজিআরএডি, তারিখ ০১.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি. অ্যান্ড টি/এস), হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলের হাওড়াভিত্তিক প্রিমিয়াম ট্রেনের এসি কোচের (রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্ত), প্রিমিয়াম ট্রেন ছাড়া এসি কোচ এবং এনএসি এলএইচবি কোচের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬১,৪১,৩২৬.২০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা করতে হবে ঃ** ২,৩০,৭০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমা ঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ০৬ মাস। **অনলাইনে টেন্ডার জমার জন্য ওয়েবসাইটের ঠিকানা ঃ www.ireps.gov.in বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত।

(HWH-516/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

গৃহকোণ

রুচিশীল মানুষের কাছে অ্যান্টিক আসবাবের কদর সব সময়ই ছিল

আসবাব ছাড়া একটা বাসা বা মানুষের জীবনযাপন কল্পনা করুন তো। প্রায় অসম্ভব। আর ঠিক এ কারণেই মানবসভ্যতার ইতিহাস যত পুরোনো, আসবাবের ইতিহাসও প্রায় ততটাই পুরোনো। প্রাচীনকালে আসবাব বলতে ছিল তাক আর বিছানা বা বিছানাসদৃশ বস্তু। বসার জন্য ব্যবহৃত হতো পাথর বা কাঠের গুঁড়ি। টেবিল হিসেবেও এগুলো ব্যবহৃত হতো। একেশিয়া ও সিডার কাঠ দিয়ে আসবাব তৈরি করত প্রাচীন মিসরীয়রা। রাজাবাদশাহ আর ফারাওরা কাঠ ছাড়াও আসবাব তৈরিতে ব্যবহার করতেন হাতির দাঁত, চুনাপাথর আর সোনা। পরবর্তী সময়ে গ্রিকরা জলপাই আর ওকগাছের কাঠ দিয়ে আসবাব বানানো শুরু করে। গ্রিকদের মতো রোমানরাও বিভিন্ন ধরনের কাঠের আসবাব বানাত। বিচ, ম্যাপল আর পাইনগাছ দিয়ে আসবাব তৈরির চল শুরু করে তারা। প্রাচীন যুগের শেষ দিকে রোমানরা কাঠের সঙ্গে মার্বেল, হাতির দাঁত আর চুনাপাথর মিলিয়ে আসবাব বানাত। মধ্যযুগের আসবাবগুলো ছিল সাদামাটা নকশার এবং 'র'। মধ্যযুগে মূল্যবান আর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখার জন্য জনপ্রিয়তা পায় সিন্দুক। এ সময়ে মূলত ওক, আখরোট প্রভৃতি কাঠ দিয়ে আসবাব তৈরি হতো। সিন্দুকের পাশাপাশি ভারী কাঠের পায়াযুক্ত ট্রেসল ডাইনিং টেবিলের চলও তখন থেকেই শুরু। চেয়ার নয়, বসার জন্য বেশি ব্যবহৃত হতো কাঠের লম্বা বেঞ্চ। মধ্যযুগের শেষের দিকে আসে সাধারণ নকশার বাক্স বা কাপবোর্ড খাট। রেনেসাঁ যুগে আসবাব তৈরিতে যুক্ত হয় বেশ কিছু নতুন উপাদান। ঘরের দেয়ালে আঁকার চলও এই সময় থেকেই। রেনেসাঁ পিরিয়ডেই মেহগনি কাঠ আসবাব তৈরির উপাদান হিসেবে জনপ্রিয়তা পায়। ক্ল্যাসিক্ল্যাল প্যাটার্ন, ফুলেল নকশা থেকে বাইবেলএর বিভিন্ন বর্ণনার দৃশ্য অন্দরে ঢুকে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের কলোনিয়াল পিরিয়ডে আসবাবের নকশা ছিল একেবারেই ছিমছাম। বিছানা, চেয়ার, টেবিল, বাইবেল রাখার বাক্স, লেখার ছোট টেবিল, ক্যাবিনেট এগুলো ছিল। আসবাব আর অন্দরসজ্জায় বড় একটা পরিবর্তন আসে ভিক্টোরিয়ান আমলে (১৮৩৭-১৯০১)। দেখা যায় গথিক, রকোকো আর রেনেসাঁ স্টাইলের সম্মিলন। কালো রঙের কাঠ যেমন মেহগনি বা রোজউড দিয়ে আসবাব তৈরির চল বেড়ে যায়। ভারী আসবাব, অত্যধিক কারুকার্য, চড়া রং আর জমাকালো নকশা এগুলোই ছিল সে সময় আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ। নিচের দিকে গোল আর লম্বা ধাঁচের ফুলদানি, লন্ঠন, ঝাড়বাতি, দেয়ালে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য, ফুলেল নকশা ভিক্টোরিয়ান সময়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। এই সময়কে বোঝাতে কোনো একটা আসবাবকে যদি বেছে নিতে হয়, তাহলে সেটা হবে সোফা। বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক সেই সোফা। বিশ শতক থেকে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে হালকা, টেকসই, ছোট আসবাব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আসবাবে যুক্ত হয় নতুন নতুন নানা উপকরণ। একবিংশ শতাব্দীর শুরুর আগে থেকেই অন্য সবকিছুর মতো আসবাবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে প্রযুক্তি। আসবাবকেও অনুপ্রাণিত করে থ্রিডি মোটিফের ডিজাইন। আধুনিক সময়ে হালকা, ছিমছাম নকশার একাধিক কাজে ব্যবহার উপযোগী টেকসই ও পরিবেশবান্ধব আসবাবের চল বেশি। অন্দরসজ্জায় মিনিমালিজম ধারা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আসবাবের ক্ষেত্রেও 'যেটুকু না হলেই হয়' কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। বনেদি, রুচিশীল, উচ্চমধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তদের অন্দরে অ্যান্টিকের কদর সব সময়ই ছিল। তবে বিশ্বায়নের কল্যাণে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে সেজে উঠছে আধুনিক অন্দর। সেই সুযোগে বেশ কিছু সাবেকি ধাঁচের আসবাব নাগরিক অন্দরে ঢুকে পড়ছে। কী সেগুলো? অ্যাস্থেটিক ইন্টেরিয়রসএর প্রধান পরামর্শক ও ডিজাইনার সাবিহা কুমু দিলেন বেশ কিছু অ্যান্টিক আসবাবের খোঁজ, যেগুলো কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক নাগরিকের অন্দরে ঢুকে পড়েছে।

ভিক্টোরিয়ান সোফা

মিনিমালিজমের জয়জয়কারের মধ্যেই কিছুটা আধুনিক হয়ে সগৌরবে ফিরে এসেছে ভিক্টোরিয়ান সোফা। ভিক্টোরিয়ান সোফা ছাড়া উচ্চবিত্তদের ড্রয়িংরুম যেন অসম্পূর্ণ। সোফার কভার হিসেবে আছে মখমল আর অন্যান্য ফাইবারের সঙ্গে মিশ্রিত পলিয়েস্টার বা স্প্যানডেক্স কাপড়। সোফার কভারের রং হিসেবে সবচেয়ে বেশি চলছে অফ হোয়াইট, ক্রিমসন রেড, মেরুন, রয়্যাল ব্লু, পাইন গ্রিন বা এই জাতীয় শেড, ভিক্টোরিয়ান সময়েই যেগুলোর চল ছিল বেশি।

কারুকার্যখচিত পালঙ্ক

সাধারণ মানুষও এখন পালঙ্ক নিয়ে আগের চেয়ে বেশ আগ্রহী। কয়েক বছর ধরে নিয়মিত বিক্রি হচ্ছে পালঙ্ক। সাধারণ খাট থেকে এগুলোর উচ্চতা একটু বেশি। চারপাশে চারটা লম্বা স্ট্যান্ড। সাধারণত মশারি খাটানোর কাজে এগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে মশারির বদলে চারধারের স্ট্যান্ড ঘিরে সাদা পর্দার ব্যবহারও এখন চাখে পড়ছে।

ঝাড়বাতি

আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অনেকেই ড্রয়িংরুমে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন একটি ঝাড়বাতি। এগুলোর জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়েছে যে মফস্‌সল শহরেও ঢুঁ দিলে ঝাড়বাতির একাধিক দোকান চোখে পড়বে। কয়েক হাজার থেকে কয়েক লাখ টাকার ঝাড়বাতি পাওয়া যায়। জনপ্রিয়তা ঝাড়বাতিকে মধ্যবিত্তের হাতের নাগালেও নিয়ে এসেছে।

জলচৌকি

আধুনিক অন্দরে অনেকটা মোড়ার কাজ করছে বসার এই সাবেকি আসবাব। রান্নাঘরে, বারান্দায়, এমনকি ড্রয়িংরুমেও ঢুকে পড়েছে নকশাদার জলচৌকি। বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্যও টেবিলের বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে এসব জলচৌকি।

কাঠের সিন্দুক

গয়নার বাক্স হিসেবে ছোট ছোট কাঠের সিন্দুকের চল সবচেয়ে বেশি। তবে অনেকে 'স্টোরেজ' হিসেবেও ব্যবহার করেন প্রমাণ আকৃতির কাঠের সিন্দুক। কাঠের সিন্দুকের পাশাপাশি নানা ফরম্যাটের লোহার লকারও চোখে পড়ছে আজকাল।

ট্রাংক

সাধারণত জামাকাপড়, বইখাতা বা অন্যান্য নানা কিছু রাখার জন্য আগে বাড়িতে থাকত একাধিক ট্রাংক। চাকাযুক্ত ট্রাভেল ব্যাগ জনপ্রিয়তা পাওয়ার আগে অনেক সময় ট্রাংকে করেই জামাকাপড় ও বিভিন্ন কিছু বহন করা হতো। স্টিলের ট্রাংকের আগে ধাতব ট্রাংক ব্যবহৃত হতো। এখন রিকশা পেইন্ট করা ট্রাংক ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখার অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় বাজেটের ভেতরেই মিলবে এই ধরনের ট্রাংক।

দেয়াল ঝোলানো আয়না

আগে বড় একটা আয়না দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার চল ছিল। মিনিমালিস্টিক লাইফস্টাইলে আবার সেটা ফিরেছে। তবে এখনকার দেয়ালে ঝোলানো আয়নাগুলোতে সে রকম কারুকার্য থাকে না। আকারেও এগুলো ছোট। অনেক সময় হেলান দিয়ে রাখা হয় লম্বা বড় আয়না।

ইজিচেয়ার

স্বমহিমায় ফিরেছে ইজিচেয়ার। আগে বাড়ির কর্তার জন্য একটা কাঠের খানদানি ইজিচেয়ার বরাদ্দ থাকত। তিনি সেখানে বিশ্রাম করতেন বা পড়াশোনা করতেন। এখন বাড়ির সবাই ইজিচেয়ার ব্যবহার করে। আর এখনকার ইজিচেয়ার স্টিল, কাঠসহ আরও নানা উপাদানে তৈরি।

দোলনা

অনেকের বাড়িতে, বিশেষ করে বারান্দা বা ছাদে দোলনা দেখা যাচ্ছে। আগে কাঠের দোলনার চল ছিল বেশি। এখন লোহা আর স্টিলের দোলনা চলছে। শিকলের অংশটি আগে ছিল লোহার, এখন সাধারণত পিতলের হয়ে থাকে। অনেকেই আবার প্রাচীনকালের আসবাবের মতো দেয়ালে কাঠের তাক লাগিয়ে নেন। সেখানে শোভা পায় নানা ডেকোরেশনের পিস, গাছ বা বই।

বিছানার পাশে নকশা করা কাঠের সাইডটেবিলের জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। ছোট ও বড় পর্দার চেনা মুখ শবনম ফারিয়া সাবেকি আসবাব ব্যবহার করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ডাইনিং টেবিলে বসার জন্য ফারিয়ার বাড়িতে রয়েছে ৫০ বছরের বেশি পুরোনো দুটি বেঞ্চ। পুরোনো আমলের কাঠের একটা সিন্দুকের ওপর লম্বা একটা আয়না দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছেন। সেটাই নাকি তাঁর ড্রেসিংটেবিল।

৫২ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এক নারীর সন্ধান পেয়েছে পুলিশ

বহু বছরের পুরোনো একটি ছবি, দাগ পড়ে অনেকটাই আবছা হয়ে গেছে, ছবির মানুষটির চেহারা তেমন একটা বোঝা যায় না। সেই ছবি দিয়েই নিখোঁজ সংবাদ প্রকাশ করে ৫২ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এক নারীর সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। ওই নারীর নাম শিলা ফক্স। এখন তাঁর বয়স ৬৮ বছর। ১৯৭২ সালে কভেন্ট্রি থেকে তিনি নিখোঁজ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। সে সময় তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে বসবাস করতেন। এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ।

কর্মকর্তারা বলেছেন, ওই নারীর বিষয়ে সব সময়ই তাঁরা খোঁজখবর রেখেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, তিনি হয়তো নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন। গত রোববার ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ ফক্সকে খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য নতুন করে আবেদন করে। পুলিশের ওয়েবসাইটে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফক্সের একটি ছবি দিয়ে তাঁর সন্ধান পেতে সাহায্যের আবেদন করা হয়। ছবিটি ফক্স যে সময় নিখোঁজ হয়েছিলেন, তার কাছাকাছি সময়ে তোলা।
আবেদনটি পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাড়া মেলে। সাধারণ মানুষদের মধ্যে কয়েকজন ফক্সের তথ্য নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গতকাল বুধবার পুলিশ কর্মকর্তারা ফক্স বেঁচে থাকার এবং সুস্থ থাকার খবর নিশ্চিত করেন। তাঁরা বলেন, ফক্স ইংল্যান্ডেরই অন্য একটি প্রান্তে বসবাস করছেন। পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা আনন্দের সঙ্গে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশের সবচেয়ে পুরোনো নিখোঁজ তদন্তগুলোর একটির সমাপ্তি ঘোষণা করছি।' দীর্ঘ সময় ধরে সমাধান করতে না পারা মামলা নিয়ে তদন্তকারী দলের সদস্য ডিএস জেন শ বলেছেন, 'আমরা যেসব প্রমাণ পেয়েছিলাম, তার প্রতিটি ধরে ধরে অনুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত শিলার একটি ছবি জোগাড় করতে সক্ষম হই। নিখোঁজ হওয়া প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের একটি গল্প থাকে। তাঁদের সঙ্গে কী ঘটেছে, সেটা জানার অধিকার তাঁদের পরিবার এবং স্বজনদের রয়েছে। তাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার অধিকারও।'

Name Change
I, Gopal Das S/o Late Bihari Das Residing at Vill - Rajnagar, P.o - Rajnagar, P.s - Kakdwip, District - 24 Pgs (S), Pin- 743347 West Bengal India shall henceforth be known as Gopal Chandra Das. I declare that Gopal Das and Gopal Chandra Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-01-2025.

Name Change
I, DEEPSIKHA GOPALKA (Old Name) D/O ALOK GOPALKA Residing at 246/247, Lake Town, Block -A, P.S - Lake Town, Bidhannagar - 700089 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DEEPSHIKHA GOPALKA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 02-01-2025. DEEPSIKHA GOPALKA (Old Name) and DEEPSHIKHA GOPALKA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Gopal Chandra Das S/o Late Bihari Das Residing at Vill - Rajnagar Srinathgram, P.o - Rajnagar, P.S. - Kakdwip, District - 24 Pgs (S), Pin- 743347, West Bengal India that my deceased father who previously known as Biharilal Das shall henceforth be known as Bihari Das by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-01-2025. I Declare that My Father Biharilal Das and Bihari Das both are same and one identical person.

Name Change
I, Ritu Lama (old name) wife of Mohammed Wasim, residing at 90B/H/2/4, Dr. Sudhir Basu Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Raabia Khatoon (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 31/12/2024. Raabia Khatoon (new name) and Ritu Lama (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sk Ajimuddin S/o Late Sk Lokeman Residing at Amrai, P.o - Amrai, P.S. - Durgapur, District - Paschim Barddhaman, Pin- 713203, West Bengal India that my deceased father who previously known as Sk Lokman Ali shall henceforth be known as Sk Lokeman by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-01-2025. I Declare that My Father Sk Lokman Ali and Sk Lokeman both are same and one identical person.

Name Change
I, Sunil Kumar Kejriwal (old name) son of Ram Gopal Kejriwal, residing at P-2, C.I.T Road Scheme VI M, Near Bata, Phoolbagan, Kolkata- 700054, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sunil Kejriwal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 02/01/2025. Sunil Kejriwal (new name) and Sunil Kumar Kejriwal (old name) both are same and identical person.

কংগ্রেসের শোক সভা

আগরতলা, ২ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বৃহস্পতিবার দলের সদর দফতরে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানাতে শোক সভার আয়োজন করেছে। শোক সভার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার সাহা একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিতে প্রয়াত ডঃ মনমোহন সিং-এর পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে একটি শোক বার্তা পাঠানো হয়। শোকবার্তায় লেখা ছিল, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের আকস্মিক মৃত্যু তে সমগ্র জাতি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যু জাতির জন্য এক বিরাট ও অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ছিলেন ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কারের স্থপতি। তিনি একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তিনি আজীবন জনগণের কল্যাণে ধারাবাহিকভাবে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি কঠিন সময়ে ভারতের অর্থনীতি পুনর্গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি দারিদ্র্য সীমার নীচে কোটি কোটি ভারতীয়দের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। দলের উর্ধে তাঁর নেতৃত্ব প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী প্রমুখ।

Name Change
I, Aruna Khaitan (old name) wife of Sushil Agarwal, residing at Om Tower Flat-2B, 2nd Floor, 36C B T Road, Kolkata- 700002, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Aruna Agarwal (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 27/12/2024. Aruna Agarwal (new name) and Aruna Khaitan (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sushila Bhuwania (old name) wife of Pawan Kumar Bhuwania, residing at 123 Canal Street, 1st Floor, P.O.- Shreebhumi, Kolkata- 700048, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sushila Debi Bhuwania (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 27/12/2024. Sushila Debi Bhuwania (new name) and Sushila Bhuwania (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Pawan Bhuwania (old name) son of Late Keshar Deo Bhuwania, residing at 123 Canal Street, 1st Floor, P.O.- Shreebhumi, Kolkata- 700048, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pawan Kumar Bhuwania (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 27/12/2024. Pawan Kumar Bhuwania (new name) and Pawan Bhuwania (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammad Mairaj Alam (old name) S/O Md Masum, residing at 43, Kimber Street, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md Mairaj Alam (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 24/12/2024. Md Mairaj Alam (new name) and Mohammad Mairaj Alam (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammad Amanullah (old name) S/O Md Mairaj Alam, residing at 43, Kimber Street, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md Amanullah (new name) as declared before the Notary public at Kolkata on 24/12/2024. Md Amanullah (new name) and Mohammad Amanullah (old name) both are same and identical person.

হিল্ডে ডসোনি মঙ্গলবার টানা ৩৬৬তম দিনের দৌড় শেষ করেন

তুষারপাত, ঝড়-বৃষ্টি, অসুখ-বিসুখ, আঘাত কোনো কিছুই তাঁকে থামাতে পারেনি। সদ্য বিদায়ী বছরের প্রতিটি দিন তিনি ম্যারাথন দৌড়েছেন। ২০২৪ সালের শেষ দিন গত মঙ্গলবার তিনি শেষবারের মতো দৌড়েছেন। এর মধ্য দিয়ে শ্রমসাধ্য একটি বছর শেষ করেছেন বেলজিয়ামের নারী দৌড়বিদ হিল্ডে ডসোনি। মঙ্গলবারের দৌড় শেষ হওয়ার পর উপস্থিত দর্শকেরা ডসোনিকে ঘিরে ধরেন। তিনি বলেন, 'এটা শেষ হয়েছে, আমি ধন্য।' এই এক বছরে ৫৫ বছর বয়সী ডসোনি অন্তত ১৫ হাজার ৪৪৪ কিলোমিটার দৌড়েছেন। এই সময়ে তিনি শুধু দৌড়াননি, উপরন্তু স্তন ক্যানসার গবেষণার জন্য প্রায় ৬০ হাজার ইউরো তহবিল সংগ্রহ করেছেন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাতেই এত কাণ্ড করেছেন ডসোনি। এখন ডসোনি রেকর্ড বইয়ে নাম ওঠাতে আবেদন করবেন। পুরুষ বিভাগে এই রেকর্ডের মালিক ব্রাজিলের হুগো ফারিয়াস। ২০২৩ সালে হুগো ফারিয়াস একটানা ৩৬৬ দিন দৌড়েছিলেন। নারী বিভাগে বর্তমানে একটানা সবচেয়ে বেশি দিন ম্যারাথন দৌড়ানোর রেকর্ডের মালিক অস্ট্রেলিয়ার এরচানা মারে-বার্টলেট। ২০২৩ সালে তিনি টানা ১৫০ দিন দৌড়েছেন। টানা এক বছর ম্যারাথনে দৌড়ানো মোটেই সহজ কথা নয়। এ জন্য প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক চাপ নিতে হয়। এই এক বছরে ডসোনি ফ্লু ও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকবার তিনি আহত হয়েছেন, তাঁর শরীরে ফোসকা পড়েছে এবং হাড়ের সংযোগে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু তিনি দৌড় থামাননি। নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে প্রতিদিন অন্তত ৪২.১৯৫ কিলোমিটার দৌড়াতে হতো। কিন্তু রেকর্ড গড়ায় যেন কোনো ঝুঁকিতে পড়তে না হয়, তাই তিনি প্রতিদিন সাড়ে ৪২ কিলোমিটার দৌড়েছেন। পেশায় জৈব প্রকৌশলী ডসোনি প্রতিদিন সকালে দৌড় শুরু করতেন। তিনি বলেন, 'শারীরিকের চেয়ে মানসিক চাপ বেশি ছিল। অবশ্যই শারীরিকভাবে সব ঠিকঠাক থাকতে হয়েছে।'

স্মার্ট চশমা নিয়ে কথা বলছেন মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ

নতুন বছরে সবার চোখ থাকবে স্মার্ট চশমার দিকে। বহুজাতিক ফ্যাশন কোম্পানি ইজিল-লা-এক্সোটিকার সঙ্গে যৌথভাবে স্মার্ট চশমা বাজারে নিয়ে এসেছে মেটা। ইতিমধ্যে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় রেব্যানের বিক্রয়কেন্দ্রে সর্বোচ্চ বিক্রির তালিকায় রয়েছে তাদের চশমা। গত বছর তারা সবচেয়ে বেশি ১০ লাখ চশমা বিক্রি করেছে বলে জানিয়েছে প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাউন্টারপয়েন্ট। রেব্যানের স্মার্ট চশমায় মাইক, অডিও, ক্যামেরা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুবিধা রয়েছে। চশমার ফ্রেমও পরিচিত। প্রতিটির দাম ৩০০ ডলার। এর আগে মেটা বড় আকারের ভার্চুয়াল ও অগমেন্টেড রিয়েলিটির হেডসেটি নিয়ে এলেও তা জনসাধারণের নজর কাড়তে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে মেটার এবারের স্মার্ট চশমা সাধারণ চশমার নকশার আদলে তৈরি করা হয়েছে। হালকা ধরনের এই চশমার ওজন ৫০ গ্রামেরও কম। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ফিচার দিয়ে সাজানো হয়েছে স্মার্ট চশমাটি। এর মাধ্যমে ত্বরিত অনুবাদ ও হাতের সংস্পর্শ ছাড়াই ছবি ও ভিডিও করা যাবে। এ ছাড়া এর ইন-বিল্ট মেমোরি ও প্রসেসিং ক্ষমতা রয়েছে। এই স্মার্ট চশমা ইয়ারবাডসের মতো স্মার্টফোনেও যুক্ত করা যাবে। সর্বাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিপসেট, সফটওয়্যার ও ব্যাটারিসুবিধা রয়েছে এই চশমায়। মেটার রেব্যান স্মার্ট চশমা একবার চার্জ দিয়ে চার ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। মেটার প্রতিদ্বন্দ্বী স্নাপসের স্মার্ট চশমার স্থায়িত্ব এক ঘণ্টারও কম। নতুন বছরে অন্যান্য বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানও এই খাতে নজর দিচ্ছে। চীনের প্রতিষ্ঠান বাইদু গত বছরের নভেম্বরে এআই ফিচারসংবলিত স্মার্ট চশমা বাজারে এনেছে। এর কয়েক দিন পরেই রয়টার্সের খবরে বলা হয়, যেসব চালক গাড়িতে করে পণ্য সরবরাহ করেন, তাঁদের জন্য স্মার্ট চশমা তৈরি করেছে মার্কিন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন। শুধু অ্যামাজনই নয়, অ্যাপল, স্যামসাং ইলেকট্রনিকস, শাওমি, গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটও নতুন স্মার্ট চশমা তৈরি করতে মাঠে নেমে গেছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।

ভারতীয় মানক ব্যুরো - র উদ্যোগে রাজ্য স্তরে এই প্রথম মানক কার্নিভ্যালে সাড়া

কলকাতা, ২ জানুয়ারি ঃ এই প্রথম কলকাতা শহরে মানক কার্নিভ্যাল। আয়োজক - ভারতীয় মানক ব্যুরো কলকাতা শাখা কার্যালয়। তাদের উদ্যোগেই প্রধানতঃ বৃহস্পতিবার আয়োজিত হয়েছে এই প্রথম মানক কার্নিভ্যাল। সায়েন্স সিটির অডিটোরিয়ামে তা আয়োজন করা হয়েছিল। এতে একাধিক স্কুলের পড়ুয়াদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। ছাত্র - ছাত্রীদের যোগদানে আগ্রহ বাড়ে। মূলতঃ সচেতনতা প্রসারে এমনতর উদ্যোগ ভারতীয় মানক ব্যুরো তথা ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসের। সংস্থার অধিকর্তা সব্যসাচী ধর। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, ৬৫০ টি দ্রব্য ইতিমধ্যেই আইএস আই ছাপ যুক্ত করা হয়েছে এবং তা বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়েছে। এর অর্থ গুণগত মানের মাপকাঠি ধরে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও এ নিয়ে চলছে নিরন্তর প্রয়াস। সেইসঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্বের আয়োজন করে মানক ব্যুরো। এতে ও বেশ সাড়া মিলেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ - উপাচার্য অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত, শুভদীপ বসু, সঞ্জীব সিনহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

Name Change
I, Mohammad Narul Haque Par & Md Narul Haque Par (old name) son of Molla Akbar Ali, residing at BLOCK-90/1A, GREEN FIELD CITY, P.O.- CHAKJOT SHIBRAMPUR, PIN-700141, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Molla Mir Hossain (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 31/12/2024. Molla Mir Hossain (new name) and Mohammad Narul Haque Par & Md Narul Haque Par (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Monojit Ghorai (old name) son of Banamali Ghorai (father's name) and Ranuka Ghorai (mother's name), residing at Dakshin Bhabanipur Gohalberia, Shyampur, Howrah-711315, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manojit Ghorai (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 02/01/2025. Manojit Ghorai (new name) and Monojit Ghorai (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Nayana Nimavat (old name) wife of Sanjay Nimavat, residing at 12, KAPALITOLA LANE 2ND FLOOR, KOLKATA PIN-700012 PS. BOWBAZAR, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nayna Nimavat (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 02/01/2025. Nayna Nimavat (new name) and Nayana Nimavat (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mahjabeen Khanam @ Mahajabin Khanam (old name) D/o Abrar Hasan, W/o Aftab Alam, residing at Premises No.11/1B, Bechulal Road, P.O. Entally, P.S. Entally, Kolkata-700014, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Mahjabeen Khanum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 02/01/2025. Mahjabeen Khanum (new name) and Mahjabeen Khanam @ Mahajabin Khanam (old name) both are same and identical person.

শুক্রবার গুয়াহাটি স্টেশন থেকে তিনটি নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনা

গুয়াহাটি, ২ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রেল সংযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আগামীকাল শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিনটি নতুন ট্রেন পরিষেবার সূচনা করা হবে। পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে একই কর্মসূচিতে তেতেলিয়ার রোড ওভারব্রিজ দেশের প্রতি উৎসর্গ করা হবে। অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে এই অনুষ্ঠানকে সম্মান জানাবেন। আগামীকালের কর্মসূচিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব সহ সদর দফতর ও ডিভিশনগুলির বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ, স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। আজ বৃহস্পতিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বার্তায় তিনি জানান, উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০২০৪৭ গুয়াহাটি-নর্থ লখিমপুর, ট্রেন নম্বর ০৫৮১৭ নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি এবং ট্রেন নম্বর ০৫৯১১ তিনসুকিয়া-নাহরলাগুন-এর ১১.৫০ ঘন্টায় সূচনা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া ট্রেন নম্বর ৫৫৮১৮৫৫৮১৭ গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জারের নিয়মিত পরিষেবা আগামী ৪ জানুয়ারি থেকে চালু হবে। ট্রেন নম্বর ৫৫৮১৮ গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জার গুয়াহাটি থেকে ০৭.৫৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ১২.১০ ঘণ্টায় নিউ বঙাইগাঁও পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ৫৫৮১৭ নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার নিউ বঙাইগাঁও থেকে ১৪.৩০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিন ২০.০০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নম্বর ১৫৯১১১৫৯১২ তিনসুকিয়া-নাহরলাগুন-তিনসুকিয়া ত্রি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে চালু হবে। এই এক্সপ্রেস প্রত্যেক রবি, বুধ এবং বৃহস্পতিবার চলাচল করবে। ট্রেন নম্বর ১৫৯১২ নাহরলাগুন-তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস নাহরলাগুন থেকে ০৭.৪৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ১৪.০০ ঘণ্টায় তিনসুকিয়া পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ১৫৯১১ তিনসুকিয়া-নাহরলাগুন এক্সপ্রেস তিনসুকিয়া থেকে ১৫.৩৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ২১.৪৫ ঘণ্টায় নাহরলাগুন পৌঁছবে। আরেকটি ট্রেন নম্বর ১২০৪৭১২০৪৮ গুয়াহাটি-নর্থ লখিমপুর-গুয়াহাটি দ্বি-সাপ্তাহিক জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে চালু হবে। এই ট্রেন প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার চলাচল করবে। ট্রেন নম্বর ১২০৪৭ গুয়াহাটি-নর্থ লখিমপুর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস গুয়াহাটি থেকে ০৯.৫০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ১৬.১৫ ঘণ্টায় নর্থ লখিমপুর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ১২০৪৮ নর্থ লখিমপুর-গুয়াহাটি জনশতাব্দী এক্সপ্রেস নর্থ লখিমপুর থেকে ১৭.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে একইদিনে ২৩.২৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে।

কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থিকথিকে ভিড় অযোধ্যা পাহাড়ে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডাতেও কুয়াশার চাদরে ঢাকা পাহাড়ের সৌন্দর্য্য দেখতে জমজমাট ভিড় পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়রে। পর্যটকদের সুরক্ষা ব্যবস্থার দিকে কড়া নজরদারি রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের। বছরের শুরুতেই পুরুলিয়ায় পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পাহাড়ের সৌন্দর্য্য দেখতে ভিড়ে ঠাসা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়। এখানে তাপমাত্রা প্রায় ৭ ডিগ্রির নীচে। কনকনে শীতের আমেজের মধ্যে দিয়েই অযোধ্যা পাহাড়ের এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করছেন ছোট থেকে বড় সকলেই। বছরের প্রথম দিনে যেমন ভিড় ছিল ঠিক তেমনই ভিড় দেখা যাচ্ছে বছরের দ্বিতীয় দিনেও। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গত দু'সপ্তাহে অযোধ্যা পাহাড়ে ভিড় হয় দু'লক্ষেরও বেশি। পর্যটকদের সুরক্ষার জন্য অযোধ্যা পাহাড়ে ওঠা-নামার মুখে বিভিন্ন সহায়তা কেন্দ্রে গাড়ির নম্বর লিখে রাখার ব্যবস্থা করেছেন পুলিস। সেখান থেকেই গত দু'সপ্তাহে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক আসার হিসেব মিলেছে। পাহাড়ের আপার এবং লোয়ার ড্যাম, বামনি ফলস, টুরগা ফলস, মুরগুমা, উসুলডুংরি, পাখি পাহাড়, লহরিয়া মন্দির সহ বিভিন্ন স্থানে আনন্দ উপভোগ করছেন পর্যটকরা। আর পর্যটকদের আগমনে ফুলেফেঁপে উঠেছে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছোট-বড় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। চকচকে পাকা রাস্তা সঙ্গে সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাহাড়। আর এই পাহাড়ের উপরে বসেছে গ্রামীণ মেলা। এখানের পিকনিক স্পটগুলিও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্নই রয়েছে। পর্যটকদের সুরক্ষা ব্যবস্থার দিকে কড়া নজরদারি রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের। আর তা দেখে খুশির আমেজ দেখা যাচ্ছে পর্যটকদের মধ্যে।

ময়নাগুড়িতে তিন ঘণ্টার মধ্যেই চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ অভিযোগ পাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যেই ময়নাগুড়িতে একটি ফ্যাক্টরি থেকে চুরি হয়ে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ির হঠা কলোনী এলাকায় ভোরে জলের ফ্যাক্টরির এক কর্মী এসে দেখতে পায় বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। দ্রুত তিনি ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে ময়নাগুড়ি থানার পিসি পার্টি। তদন্ত চালিয়ে স্থানীয় এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সামগ্রীগুলি। এই ঘটনায় অখিল মণ্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

মাঝরাস্তায় উদ্ধার যুবকের দেহ, পলাতক স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২ জানুয়ারি ঃ বছরের প্রথমদিনেই পিকনিকে যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার দিঘা মোড় এলাকায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। বেপাত্তা মৃতের স্ত্রী ও তাঁর বন্ধুরা। জানা গেছে, মৃতের নাম রবি সিং। তাঁর বয়স ৪৫ বছর। বৃহস্পতিবার এগরা পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের এগরা দিঘা মোড় সংলগ্ন এলাকার ফাঁকা জায়গায় একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। এদিকে ঘটনার পর থেকেই পলাতক মৃতের স্ত্রী ও বন্ধুরা। মৃতের প্রতিবেশী সূত্রে খবর, ওই যুবকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিল না। নিত্য অশান্তি লেগেই থাকত। এরই মাঝে গতকাল অর্থাৎ ১ জানুয়ারি পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। অনুমান, সেখানেই অশান্তির কারণে সম্ভবত খুন করা হয়েছে রবিকে। তারপর প্রমাণ লোপাটে দেহ ফেলে যাওয়া হয়েছে রাস্তায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঠিক কী কারণে এই ভয়ংকর কাণ্ড, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খোঁজ চলছে মৃতের স্ত্রী ও পিকনিকে উপস্থিত বাকিদের।

তোলা না পেয়ে মেরে আইনজীবীর হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ জানুয়ারি ঃ তোলা না দেওয়ায় আইনজীবীকে মেরে হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে। আক্রান্ত আইনজীবীর নাম সত্যম সরকার। তিনি ময়নাগুড়ির রোড এলাকার বাসিন্দা। পেশায় আইনজীবী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩১ডিসেম্বর রাতে ওই এলাকায় পিকনিক করছিলেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। সে সময় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সত্যম সরকার। অভিযোগ, তখনই তাঁর পথ আটকে পিকনিকের জন্য মোটা টাকা দাবি করেন অভিযুক্তরা। তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁর উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। এলোপাথাড়ি কিল-চড়-ঘুষি মারা হয়। রাস্তায় ফেলে লাথিও মারা হয় তাঁকে। অভিযোগ মেরে হাত ভেঙে দেওয়া হয় আইনজীবীর।

মালদায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই ভয়ংকর কাণ্ড। শুট আউট। মালদার ইংলিশবাজার পুরসভা এলাকায় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বর্তমান কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি চালালো দুষ্কৃতীরা। দুলাল (বাবলা) সরকার নামে ওই কাউন্সিলরের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের পরই তৎপর পুলিশ। ইংরেজবাজারের কাউন্সিলর খুনে শুরু ধরপাকড়। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন বিহার এবং আরেকজন ইংরেজবাজারের বাসিন্দা। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলেই খবর। নিহত দুলাল সরকার, ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর। বৃহস্পতিবার সকালে দুলালবাবু তাঁর নিজের কারখানায় যাচ্ছিলেন। পাইপ লাইন মোড়ে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে নামেন। অভিযোগ, সেই সময় বাইকে করে আসা চার দুষ্কৃতী কাউন্সিলরকে ধাওয়া করে। গাড়ি থেকে নামামাত্রই কাউন্সিলর দৌড়ে তাঁর কারখানার উল্টো দিকে একটি দোকানে দৌড়ে যান। বাঁচার চেষ্টা করেন। দুষ্কৃতীরা ওই দোকানের ভিতরে ঢুকে যায়। কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি চালায়। বাইকে চড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে রোমহর্ষক ঘটনার ছবি। নতুন বছরের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদা জেলা পুলিশ সুপারকে বলে ভৎর্সনা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ফিরহাদ হাকিমও তড়িঘড়ি মালদা যান। ফিরহাদ হাকিম বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তদন্ত করে যে দোষী তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আমি পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। যেভাবে বলবে সেভাবে দাহ হবে। এভাবে একটা তৃণমূল নেতাকে খুন করা আমরা সহ্য করব না। শার্প শুটার বা যে-ই থাক না কেন, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল, তা আমি বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতাম না। খুনের পিছনে কে পরিকল্পনা করেছে, তা আমাদের দেখতে হবে। একজন পরোপকারী, জনপ্রিয় নেতার কীভাবে মৃত্যু হল, তা দেখতে হবে। যে-ই করে থাকুক, এত সহজে ছাড় পাবে না। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সুপারি কিলার দিয়ে খুন করানো হয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলরকে। কিন্তু কে বা কারা সুপারি দিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বীরভূমে বালি পাচারের টাকা বিজেপির অ্যাকাউন্টে? মুখ্যমন্ত্রীর কড়া ধমক বীরভূম জেলা শাসককে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া ধমক বীরভূম জেলা শাসককে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, প্রশাসনিক নির্দেশের পরেও, বীরভূমে বালি পাচার থামে নি কেন? সেই বালি পাচারের টাকা বিজেপির অ্যাকাউন্টে কী করে যায়? রাজ্য জুড়ে বালি পাচারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ-প্রশাসনকে আগেই কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে বিজেপির পকেট ভারি হচ্ছে, এমনটাই অভিযোগ। জেলায় এক শ্রেনির অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। তাদের অর্থের দৌলতে আলিশান কার্যালয় গড়ে উঠেছে জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলোতে। এসব নিয়ে বিজেপির অন্দরেও প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপির এক জেলা সভাপতি নিয়ে বিজেপির এক বহিস্কৃত নেতা অনিল সিং খোলাখুলি সমাজ মাধ্যমে নবুদ দিয়ে তার প্রদিবাদ করেছেন। একটি মণ্ডলের নাম বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ' আইসি-ও যা ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছেন। কী করছেন দুবরাজপুর, সিউড়ি, মহম্মদবাজারের আইসি? ওঁরা কী ভাবেন কিছুই আমার নজরে নেই? আমি সবরকম খবর রাখি। মানুষের জন্য কাজ না করলে রেয়াত করা হবে না।' বৃহস্পতিবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে বীরভূমের জেলা শাসককে রীতিমতো ধমক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সবচেয়ে বেশি বালি পাচার ওখান থেকেই হচ্ছে। এছাড়াও নলহাটিতেও বিজেপি ও মাফিয়া আঁতাত গড়ে উঠেছে। এর ফলে বিজেপির বেশ কিছু নেতা ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। ক্ষতি হচ্ছে সরকারি রাজস্বের। এই নিয়ে মানুষের ক্ষোভ আছে। সে খবর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে। পাশাপাশি, দেউচা পাঁচামি নিয়েও এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জেলা শাসককে প্রশ্ন করেন, ' পাচামির যখন জমি নেওয়া হল কেন খাপছাড়া খাপছাড়া নেওয়া হল? কেন সংলগ্ন জমি দেখা হল না? সরকারের রেভিনিউ কেউ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আঙুল গুটিয়ে বসে থাকবে এটা চলবে না।' এদিন প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তিনি মনে করিয়ে দেন, বীরভূম নিয়ে তিনি একেবারেই খুশি নন। তবে মুখ্যমন্ত্রী এদিন পরিস্কার জানিয়েছেন, আমাদের নেতাদের কথায় এসব হচ্ছে না। ওখান থকে বিজেপির ফান্ডে টাকা যাচ্ছে। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না।

দিব্যি চলল ট্রেন, বেপাত্তা আন্দোলন লোকালের বিক্ষোভকারীরা

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ২ জানুয়ারি ঃ সিঙ্গুর আন্দোলন লোকালকে সিঙ্গুর থেকেই চালাতে হবে তারকেশ্বর বা হরিপাল পর্যন্ত সম্প্রসারন করা যাবে না এই দাবিতে গতকাল তুলকালাম। সিঙ্গুরে ওই ট্রেন আটকে দেওয়া হয়। মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে সিঙ্গুরের রেল আটকে যাত্রীরা বিক্ষোভ করে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ট্রেনটি হাওড়া ফিরে যায়। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয় নতুন বছরে নতুন সময় সূচি মেনেই চলবে ট্রেন। কিন্তু আজ সেই বিক্ষোভের চিত্র গেল একেবারেই বদলে। বৃহস্পতিবার ৩৭৩৫৩ আপ তারকেশ্বর লোকাল ৫.১৭-তে হাওড়া ছেড়ে সিঙ্গুর ঢোকার কথা ছিল ৬.৩৩ মিনিটে। আজ কিছুটা দেরিতে সিঙ্গুরে ঢোকে ৭.১২ মিনিটে। তারপর তারকেশ্বরের উদ্যেশ্যে রওনা দেয়। সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল সিঙ্গুর থেকেই ছাড়তে হবে এই দাবিতে আন্দোলনকারীদের আজ আর দেখা মেলেনি সিঙ্গুর স্টেশন চত্বরে। বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। আরপিএফ, জিআরপি ছিল রাজ্য পুলিসও। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের দেখা নেই। সিঙ্গুরের যাত্রী যারা সকালের ট্রেনে যাত্রা করেন তারা চাইছেন সিঙ্গুর থেকেই ট্রেন ছাড়ুক। বুধবার সকাল ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ সিঙ্গুর স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটি ঢোকে। ঢোকা মাত্রই ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন মন্ত্রী-সহ বাকিরা। চলছে বিক্ষোভ কর্মসূচী। ঘটনাস্থলে রেলপুলিস ও হুগলি জেলা গ্রামীন পুলিস। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুর আন্দোলন লোকালকে তোলা যাবে না। সিঙ্গুরের মানুষের আবেগকে কখনই আঘাত করা যাবে না। রেল কর্তৃপক্ষ গত পরশু নোটিফিকেশন জারি করে, এই ট্রেনটিকে তুলে দিচ্ছে। সেইজন্যই আমরা প্রতিবাদ আন্দোলন করছি। এবং আমাদের দাবি এই ট্রেন যেমন ছিল, সেইরকমই বহাল রাখতে হবে। যতক্ষণ না রেল এই সিদ্ধান্তকে বাতিল করছে, ততক্ষণ আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব।' প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৯ সালে সিঙ্গুর লোকাল চালু করেছিলেন। সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনের সময় লড়াই করা কৃষকদের সম্মান জানিয়ে লোকাল ট্রেনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'লোকাল'।

হরিয়ানায় গ্রেফতার দুই মদ পাচারকারী

ফরিদাবাদ, ২ জানুয়ারি ঃ হরিয়ানার ফরিদাবাদে দুই মদ পাচারকারী আকাশ ও ইরফানের থেকে যথাক্রমে ৫২ পাউচ ও ২৮ বোতল দেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। জানা গেছে, অভিযুক্তরা বেশি লভ্যাংশের জন্য বেআইনি মদ পাচারের কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , একটি দল কৃষ্ণা কলোনি সেক্টর-২০-র বাসিন্দা আকাশ এবং সেক্টর-৩-এর বাসিন্দা ইরফানকে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছে। আকাশের কাছ থেকে ৫২ পাউচ দেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইরফানকে কাছ থেকে ২৮ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে। দুই মদ পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাতি তাড়াতে গিয়ে বনকর্মীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২

জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই হাতি তাড়াতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক বনকর্মীর। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের ওই বনকর্মীর নাম মদন দেওয়ান (৪৫)। এই মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনি ও মেচপাড়া চা বাগানের সীমানায়। জানা গেছে, এদিন ওই এলাকায় ৭-৮ টি হাতির একটি দল বেড়িয়েছিল। হাতির দলটিকে তাড়াতে গিয়েই দলছুট একটি হাতির হামলায় ওই বনকর্মীর মৃত্যু হয়। ডেপুটি ফিল্ড অফিসার হরিকৃষ্ণণ বিজে বলেন, সকালের দিকে ৫-৬ টি হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে কাজ শুরু করি। তখনই মদনবাবুর উপর হামলা চালায় একটি হাতি। কর্মরত অবস্থায় ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। সরকারি নিয়ম মেনে সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। হাতির দলের উপর নজর রাখা হচ্ছে। দল মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে হাতির দলটি বুনো হাতির দল এখনও কালচিনি চা বাগানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলেই খবর।

টাকা তছরুপের অভিযোগ, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মারধর

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২ জানুয়ারি ঃসমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে মারধরের অভিযোগ। ৩৮ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ সমবায় ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায়, এদিন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চাষিরা। বিক্ষোভের মাঝেই ম্যানেজারকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা দু'নম্বর ব্লকের কুমোর পাড়া সমবায় সমিতিতে। ৯ বছর ধরে সমবায়ের ব্যাঙ্কে কোনও অডিট করেনি বলে অভিযোগ। কৃষকদের বিমার টাকা থেকে লোনের টাকা পরিশোধ করার পরেও টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। কলনার বিধায়ক, ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা হওয়ার কথা ছিল। ব্যাঙ্কের কোনও আধিকারিকরা না আসায় কৃষকরা ব্যাঙ্কের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালীন হঠাৎই কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে মারধর করে সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে। ম্যানেজার নিজের দোষ স্বীকার করে বলেন, অনেককেই অন্য চাষির অ্যাকাউন্ট থেকে লোন পাইয়ে দিয়েছেন। তাঁরা লোন পরিশোধ না করায় এই সমস্যা। অন্যদিকে, কালনার এমএলএ দেবপ্রসাদ বাগ বলেন, চাষিদের দাবি ন্যায্য, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দায়ভার এড়াতে পারে না।

বিহারে বিষাক্ত খাবার খেয়ে মৃত এক মহিলা

পাটনা, ২ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে বিহারের টিকুলি এলাকায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বিষাক্ত খাবার খেয়ে। জানা যায়, টিকুলি এলাকার বাসিন্দা চাঁদনী (৩০) খাবার খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

JAMTORA GRAM PANCHAYAT SALCHURA :: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA

Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in eTender Notice No. **17/JAM/2024-25 dated 02/01/2025,** last date of submission **11/01/2025 up to 02.00 P.M.**

Sd/- Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna : Bankura

PUNISOLE GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O. PUNISOLE, BLOCK-ONDA, DIST.-BANKURA

NIeT No:-10/2024-25
Dated:-26.12.2024

Last date of submission- On or before **04/01/2025 (up to 11.00 A.M.)**. Date of **Opening-06/01/2025** (**From 11.00 A.M.)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)

Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to all concern that my client 1) Sumit Singh, S/O Lt. Bifai Singh, 2) Mona Singh, W/O Lt. Bifai Singh, 3) Amit Singh, S/O Lt. Bifai Singh, of East Tesimla, P.S.Mal, Dist. Jalpaiguri, going to obtain a loan from Chola Finance Siliguri Branch by deposing his landed property and my client is not able to deposit the Title Deed being Deed No.I 3181, for the year 1983 in the name of Bifai Singh, Because the said deed has been not traceable and he lodged a General Diary before Malbazar Police Station, Vide G.D.E. No. 1509/24, dated 30/12/24, by declaring the said facts, if any persons, Bank or Financial Institution having any claim objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 days from the date of this publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances.

SCHEDULE OF LAND

Mouza: Tesimla, J.L. No. 46, Khatian No.251, Plot No.2562, Area-0.40 Acre, P.S.Mal, Dist.Jalpaiguri

Sanjay Bomzon
Advocate, Malbazar,
96098 84040(Cell)
On behalf of my client
1. Sumit Singh,
2. Mona Singh
3. Amit Singh

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ইলেক্ট-জি-এডিএ -২০২৫-০১ তারিখ ০১.০১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি)/আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিশদ অনুসারে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রাতে দ্রুত জল দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬,৬৪,১৬৪ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা এবং টেন্ডার খোলা হবে ২৪.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের** পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **(PR-971)**

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
Corrigendum

Corrigendum No.: 05 **Dated: 31.12.2024.**
Ref. NIT No.-08 Dated: -13.12.2024. Regarding Documents download/sell end date (Online), Bid submission end date (Online), Opening of Technical Proposal (Online) for Sl No. 022, in tender copy in website (e-tender). Tender Ref. no.: **WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-08/2024-25**,Tender ID: **2024_MAD_784806_2**, Last date & time for submission of bid through online is **08.01.2025**. upto **2:00 P.M**. The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and **Office Notice Board**.

Sd/- Chairman,
Ramjibonpur Municipality

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, পাড়া বিডিও অফিসে নিকটবর্তী যে নতুন ৫ টি দোকান ঘর তৈরি করা হয়েছে সেগুলো বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এই প্রক্রিয়া আবেদনের শুরু তারিখ ০২।০১।২০২৫ থেকে ১৪।০১।২০২৫। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে লটারি মাধ্যমে।

আবেদন পত্রের মূল্য - ৫০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ--
১. আবেদন পত্র জমা করার পূর্বে পাড়া বিডিও অফিস থেকে আবেদন পত্রের জন্য চালান কাটাতে হইবে।
২. আবেদন পত্রের সাথে নিজস্ব পরিচয় পত্র দিতে হবে (আধার কার্ড)।
৩. দোকানঘর পাওয়ার পর প্রতি ঘর পিছু সেই দাবিদার কে ২৫০০০ টাকা নিরাপত্তা আমানত (Security Deposit money) হিসেবে বিডিও অফিস জমা করতে হবে।
৪. কোনো দোকানঘরের মধ্যে মাদক জাতীয় ও বিপজ্জনক দ্রব্য বিক্রি করা যাবে না।
৫. দোকানপ্রাপকরা অফিস প্রদত্ত শর্তাবলী মেনে দোকান চালাবেন।

স্বা /-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
পাড়া উন্নয়ন সমষ্টি

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
Corrigendum

Corrigendum No.: 06 **Dated: 31.12.2024.**
Ref. NIT No.-09 Dated: -13.12.2024. Regarding Documents download/sell end date (Online), Bid submission end date (Online), Opening of Technical Proposal (Online) in tender copy in website (e-tender). Tender Ref. no.: **WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-09/2024-25**,Tender ID: **2024_MAD_784852_1**, Last date & time for submission of bid through online is **08.01.2025**. upto **2:00 P.M**. The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and **Office Notice Board**.

Sd/- Chairman,
Ramjibonpur Municipality

Office of the
Tapna Gram Panchayat
Samruk, Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: (i) 599/NIT/XVFC/TIED/TGP/24 (ii) 600/NIT/XVFC/UTD/TGP/24 DATE: 31-12-2024 BID SUB. CLOSING DT: **08-01-2025 AT 11 AM** Technical bid opening DT **10-01-2025 AT 11 AM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of Sixteen (16) No. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in** & **http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice

Memo No.: 3023/WS/SD **Dated: 02/01/2025**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT1/1e/25 and Tender Id No-2025_MAD_793592_1 to 4** for Supply & Installation of 20 H.P. Sub. Pump set & fidder pillar box including electrical works under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **22/01/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-12/EO/24-25 Dt. 31/12/2024 for 03 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity.**Tender ID-2025_ZPHD_793661_1, 2025_ZPHD_793661_3 & 2025_ZPHD_793661_4.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

EGRA MUNICIPALITY
Egra, Purba Medinipur
Notice Inviting Tender

tender are invited by the Chairman, Egra Municipality from the reliable, resourceful, bonafide and experience agencies. Vide(I) **NIT No.-15/DEV/2024-2025, Date-02/01/2025**. Last date & time for receipt of application seeking permission for purchasing Tender document :- **13/01/2025 upto 03:00 pm (I.S.T.) (II) 13/U.H.W.C/22-23(2nd call), Date-02/01/2025**, date of start of submission of tender:- **13/01/2025 at 10:30 am**. Other details can be seen from the P.W.D. section, Egra Municipality & Notice Board of the undersigned of website **www.egramunicipality.org.in**

Sd/- Chairman
Egra Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites e-Tender online item/percentage rate in two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-39/2024-25
Name of work : **Engagement of movable type loader on hire basis for different work under Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost: ₹ **4,88,232.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **40 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **15.01.2025 at 1 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal : **17.01.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.01.2025 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : ASPH/P.B/SR-02/2024-25
Name of work : **Routine maintenance & overhauling all water purifiers and coolers at Asphaltum Palmer Bazar & office of D.G. (M)/Rds, under Roads (M) Department.** Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **13.01.2025 at 4 p.m.** Bid opening and date for Technical Proposal : **15.01.2025 at 4 p.m.**

(3) NIT No. : KMC/ASPH/PB/SP-01/24-25
Name of work : **Repairing & maintenance of departmental tipper trucks i.e. WB03C-3030, WB03C-3032 & WB03C-3026, WB03C-3038 etc. at Asphaltum department Palmer Bazar.** Estimated Cost: ₹ **4,74,924.37**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **13.01.2025 at 2.30 p.m.** Bid opening and date for Technical Proposal : **15.01.2025 at 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.01.2025, 6 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3) from the website: **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 2 & 3)

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/117/051/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Development of under ground sewer at T.C.Road bye lane near Pr. No.-28/5, 30/2 etc. Slum area in Ward No.-117, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,98,553.88**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/119/42/24-25 (1st Call)
Name of work : **Maintenance of C.C.Pavement of Passage/Road at differents places of Roy Bahadur Road, J.K.Pal Road, Shil Thakur Bari Road, D.H.Road, Madhab Haldar Road bye lanes etc. in W-119 under Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,99,428.82**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIII/120/043/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repairing of Footpath along Roy Bahadur Road near Pr. No.-4, 60, 62, 12, 30, 148 etc. in Ward-120, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **3,45,746.57**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIII/117/053/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Construction of sanitary latrines at 28/9, 28/4 T.C.Road and 1 Canal Road (Slum area) in Ward No. 117, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,99,699.96**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

(5) NIT No. : KMC/XIII/117/052/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Maintenance of C.C Pavement at T.C. Road bye lane (Slum area) near Pr. No. 28/4, 28/9, 30/2 etc. in Ward No. 117, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,98,398.33**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

(6) NIT No. : KMC/XIII/120/045/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Maintenance of Sewer Line at Auddy Bagan bustee at Bhupen Roy Road bye lane near PR. No. 23, 23/2 etc. in Ward no. 120, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,49,643.53**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(7) NIT No. : KMC/XIII/120/046/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Repairing of U/G Drain at Indrajit pally bustee of James Long Sarani bye lane near Pr. No. 33/1, 33A etc. in Ward no. 120, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,49,117.37**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(8) NIT No. : KMC/XIII/120/050/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Dev. of by C.C.Pavement work at Satyen Roy Road bye lane (Slum area) near Pr. No. 83, 85 etc. in Ward no. 120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,98,774.62**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/XIII/119/45/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Construction of Sanitary Latrines at 131 D.H.Road and 69 J.K. Pal Road and 30 Shil Thakur Bari Road (Slum area) in Ward no. 119, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,98,983.66**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/XIII/120/049/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Dev. of road by C.C.Pavement work at Bhupen Roy Road bye lane (Slum area) near H/O of Babulal Shaw Sukumar Ghosh, Avijit Ganguly etc. in Ward no. 120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **3,49,848.60**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(11) NIT No. : KMC/XIII/120/044/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of Road (Slum Area) with C.C.Pavement work at Roy Bahadur Roy Road bye lane near Pr. No. 10/6/1, 10/5A, 144 etc. in Ward no. 120, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,98,156.82**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

(12) NIT No. : KMC/XIII/119/48/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Improvement of C.C.Pavement at Kedar Chatterjee Road bye lane near Pr. No. 13, 21 and 23 etc. (Slum area) in Ward no. 119, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **1,99,349.97**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

(13) NIT No. : KMC/XIII/117/055/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Improvement of C.C.Pavement at Malakar Para Road bye lane near Pr. No. 27, 30, 29 etc. Slum area in Ward no. 117, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **1,99,225.29**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(14) NIT No. : KMC/XIII/119/47/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Development of C.C.Pavement at J.K.Pal Road bye lane near Pr. No.- 65 (Slum Area) in Ward no. 119, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,01,477.98**. Earnest Money: ₹ **4,100.00**. Period of Completion: **20 days.**

(15) NIT No. : KMC/XIII/117/050/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of sanitary latrines at different places of Hoglapara Slum area in Ward No. 117, Br.-XIII.** Work Value : ₹ **2,99,444.72**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

Last Date of submission of Bid : **11.01.2025 (upto 11 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 15). Tender will be opened on : **13.01.2025 (11 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 15). The bid forms and other details are available on and from **03.01.2025 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 15) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 15) **(1152/24-25)**

সিডনিতে বাদ রোহিত শর্মা?

গুরু গৌতমের 'গম্ভীর' বার্তায় জল্পনা তুঙ্গে

সিডন, ২ জানুয়ারিঃ ভারতীয় শিবিরে বড় ধাক্কা। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে ভারতের পেস বোলিং আক্রমণে ছন্দপতন ঘটেছে। পিঠের চোটের কারণে সিডনি টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন ভারতের তরুণ পেসার আকাশ দীপ। চোটের কারণে শেষ টেস্টে খেলা হবে না তাঁর। দলের কোচ গৌতম গম্ভীর এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন। আকাশ দীপের চোটের কারণে ভারতের একাদশে পরিবর্তন আসবে এবং পরিবর্তনটি অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশ দীপের দল থেকে বাদ পড়ার খবর একদিকে যেমন ধাক্কা, তেমনি তাঁর একাদশ থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে বেশ কিছু আগে থেকেই আলোচনা চলছিল। কিছু দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল যে, আকাশ দীপ হয়তো সিডনিতে শেষ টেস্টে বাদ পড়বেন। তাঁর পরিবর্তে দলে আসতে পারেন হর্ষিত রানা। গৌতম গম্ভীরও এদিন নিশ্চিত করেছেন যে, আকাশ দীপ সিডনিতে খেলবেন না। তিনি জানান, আকাশের পিঠে চোট রয়েছে, তাই সে সিডনিতে খেলবে না। আকাশ দীপের বাদ পড়া নিশ্চিত হলেও ভারতীয় দল কি একাদশে কিছুটা ভিন্ন পরিকল্পনা নেবে, তা নিয়ে গম্ভীর কিছু স্পষ্ট করে বলেননি। তবে শোনা যাচ্ছে যে আকাশ দীপের বদলে দলে ফিরতে পারেন হর্ষিত রানা। পার্থ টেস্টে অভিষেক হওয়া এই পেসার ভাল বল করেছিলেন, কিন্তু অ্যাডিলেডে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। দীর্ঘ স্পেল করার সময় ফিটনেসের সমস্যা তার শরীরে দেখা দিয়েছিল। ফলে ব্রিসবেনে তাঁকে বসিয়ে আকাশ দীপকে দলে নেওয়া হয়েছিল। মেলবোর্নেও প্রথম একাদশে ছিলেন আকাশ দীপ, তবে সিডনি টেস্টে তাঁর বাদ পড়া নিশ্চিত। আকাশ দীপের অনুপস্থিতি ভারতের বোলিং বিভাগে একটা বড় ধাক্কা, বিশেষত জসপ্রীত বুমরাহর উপরে বাড়তি চাপ পরবে। বুমরাহ ইতিমধ্যে ৩০টি উইকেট নিয়ে সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী, কিন্তু একটানা বল করে যাওয়ার কারণে তাঁর ওপর চাপ বাড়ছে। সিডনি টেস্টে তাঁকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না, কিন্তু আকাশের অনুপস্থিতি ভারী হতে পারে। তাঁর বদলে দলে রাখা হতে পারে মহম্মদ সিরাজকে। সিরাজ ইতিমধ্যে দলে

নিয়মিত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর পারফরম্যান্স ভালো। আবার, আকাশ দীপের জায়গায় ফেরানো হতে পারে হর্ষিত রানাকে, যিনি এই সিরিজে আগেই খেলেছেন। এছাড়া ভারতীয় দল আরও একটি পেসারের পরিবর্তন নিয়ে ভাবতে পারে। ওয়াশিংটন সুন্দর বা রবীন্দ্র জাদেজার মধ্যে একজনকে বাদ দিয়ে আকাশ দীপের জায়গায় আরো এক পেসারকে সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের নাম শোনা যাচ্ছে, যিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শক্তিশালী বোলিং দিয়ে নজর কেড়েছেন। ভারতের সিডনি টেস্টে জয় প্রার্থনায় থাকা ভারতীয় দলকে আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। ইতিমধ্যেই মেলবোর্নে হার দিয়ে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। সিডনি টেস্টে যদি ভারত হেরে যায়, তবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজটি জিতে যাবে। তাই সিডনি টেস্টটি ভারতীয় দলের জন্য মরণ-বাঁচন লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় ক্যাপ্টেন বর্ডার গাভাসকর ট্রফির শেষ টেস্টে একাদশে থাকবেন কিনা, তা নিশ্চিত নয়। গৌতম গম্ভীর এ নিয়ে সোজাসুজি কিছু বলেননি। প্রেস কনফারেন্সে রোহিত কেন এলেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীর বলেন, ''রোহিত ঠিকই আছে। প্রেস কনফারেন্সে যে ক্যাপ্টেনই আসবে, এমন প্রথা তো কোথাও নেই। হেড কোচ তো এসেছে। আর আমি আশা করি সেটাই যথেষ্ট। সিডনিতে উইকেট দেখে আমরা একাদশ বাছব।'' এরপর সাংবাদিকদের থেকে প্রশ্ন আসে সিডনি টেস্টে রোহিত শর্মা খেলবেন কিনা? খানিক বিরক্তির সুরেই যেন গম্ভীর বলেন, ''আমি তো এই মাত্র বললাম যে আমরা আগে উইকেট দেখব। তারপর আগামিকাল সকালে একাদশ বেছে নেব।'' এ কথা শুনে জল্পনা বেড়েছে, কারণ সাধারণত অধিনায়কই টেস্ট ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। কিন্তু রোহিতের পরিবর্তে গম্ভীর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এর মানে কি রোহিতের বাদ পড়া? গম্ভীর কিন্তু এর কোনো মন্তব্য করতে চাননি। রোহিত শর্মা না খেললে বুমরাহকেই নেতৃত্ব দেওয়া হতে পারে, তবে একইসাথে শুভমান গিলের দলে ফিরে আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। বিশেষত, রোহিতের পারফরম্যান্স এই সিরিজে খুব একটা ভালো ছিল না, সিডনি টেস্টে তার একাদশে জায়গা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রোহিত না খেললে, লোকেশ রাহুলকে ওপেনার হিসেবে দেখা যেতে পারে। এছাড়া ঋষভ পন্থের জায়গায় ধ্রুব জুরেলকে খেলানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। ঋষভ পন্থ এই সিরিজে সেভাবে রান করতে পারেননি, আর তাঁর উইকেটও বেশ আক্রমণাত্মক ছিল। ভারতীয় দলের সম্ভাব্য একাদশ নিয়ে গুজব চললেও কিছুটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আকাশ দীপের বাদ পড়ার পর ভারতীয় দলকে নতুন করে গড়তে হবে। এখন অপেক্ষা শুধু সিডনি টেস্টের জন্য শেষ একাদশের ঘোষণার, যা ভারতীয় দল তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য তৈরি করবে।

ভারতের সম্ভাব্য একাদশ-যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা, নীতীশ রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, হর্ষিত রানা, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ।

এভাবে শেষ টেস্টে ভারতীয় শিবিরে একাধিক পরিবর্তন আসতে পারে, তবে সবকিছু নির্ভর করবে উইকেট ও টসের সিদ্ধান্তের ওপর।

যাবতীয় জল্পনার অবসান, খেলরত্ন পাচ্ছেন মনু! সম্মানিত গুকেশও

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারিঃ ২০২৪ সালে আয়োজিত প্যারিস অলিম্পিক্সে জোড়া ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারতীয় শুটার মনু ভাকর অবশেষে খেলরত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন। ইতিপূর্বে, খেলরত্ন প্রাপকদের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়েছিল। তা নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে মনু ভাকরের বাবা যারপরনাই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। এরপরই নড়েচড়ে বসে সংশ্লিষ্ট কর্তারা। মনু ভাকরকে খেলরত্ন পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। মনু ভাকর ছাড়াও ভারতের আরও তিন খেলোয়াড়কে এই সম্মান দেওয়া হবে। মনু ভাকরের পাশাপাশি দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশকেও খেলরত্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে চিনের দাবাড়ু ডিং লিরেনকে হারিয়ে দেন গুকেশ। সেকারণে তাঁকে দেশের খেলায় সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হবে। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেছেন। মনু ভাকর এবং ডি গুকেশ ছাড়াও ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংকে খেলরত্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। হরমনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া প্যারিস অলিম্পিক্সে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে। ভারত এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। হরমনপ্রীত সিংয়ের পাশাপাশি দেশের প্যারা অ্যাথলিট প্রবীণ কুমারকেও খেলরত্ন সম্মান দেওয়া হল। ২০২৪ প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে প্রবীণ ভারতের হয়ে হাই-জাম্প ইভেন্টে (টি-৬৪) সোনার পদক জয় করেছিলেন। এর পাশাপাশি টোকিও অলিম্পিক্সেও তিনি রুপোর পদক জয় করেন। প্যারালিম্পিক্স টুর্নামেন্টে ভারতের হয়ে এই অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে খেলরত্ন পুরস্কার দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি, মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার ভারতীয় ক্রীড়াবিভাগে সর্বোচ্চ সম্মান। এই সম্মান প্রাপকেরা ২৫ লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার পেয়ে থাকেন। পাশাপাশি একটি ট্রফি এবং সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, প্রথমে এই খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মাত্র ৭.৫ লাখ টাকা দেওয়া হত। কিন্তু, ২০২০ সাল থেকে তা বাড়িয়ে ২৫ লাখ টাকা করা হবে।

বাদ মিচেল, সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশে 'ওয়েব-স্টার'!

মেলবোর্ন, ২ জানুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার প্যাট কামিন্স জানিয়েছেন, অফ ফর্মে থাকা মিচেল মার্শকে সিডনি টেস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় দলে এসেছেন বিউ ওয়েবস্টার। প্রশ্ন ছিল মিচেল স্টার্কের খেলা নিয়েও। কামিন্স জানিয়েছেন, চোট সারিয়ে ফেলেছেন স্টার্ক। তিনি পুরো ফিট। অলরাউন্ডার মার্শের জায়গা নিয়ে অনেক দিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। ব্যাট বা বল, কোনও ভাবেই দলকে সাহায্য করতে পারেননি। চারটি টেস্টে মাত্র ৭৩ রান করেছেন। তার মধ্যে একটি ইনিংসেই ৪৭ রান রয়েছে। বল হাতে মাত্র ৩৩ ওভার করেছেন। সিরিজের প্রথম ইনিংসে ১২ রানে দুটি উইকেট নেওয়ার পরের ২৮ ওভারে ১২৭ রান দিয়ে মাত্র একটি উইকেট পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে শেফিল্ড শিল্ডে ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলেছেন ওয়েবস্টার। গত মরসুমে ৯৩৮ রান করে শেফিল্ডে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। ৩০টি

উইকেটও নিয়েছেন। শেফিল্ডে এর আগে স্যর গারফিল্ড সোবার্স এক মরসুমে ৯০০-র বেশি রান এবং ৩০টি উইকেট নিয়েছিলেন। চলতি মরসুমে চারটি ম্যাচ খেলে ৩০৩ রান করেছেন ওয়েবস্টার। একটি করে শতরান এবং অর্ধশতরান রয়েছে। ন'টি উইকেট নিয়েছেন। ভারত 'এ' দলের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের হয়ে খেলেছেন ওয়েবস্টার। এ দিন কামিন্স বলেছেন, ''মিচি যতটা চেয়েছিল ততটা রান বা উইকেট পায়নি এই সিরিজে। তাই আমাদের মনে হয়েছে ওর তরতাজা হয়ে ফিরে আসা উচিত। সে কারণে বিউকে দলে নেওয়া হয়েছে। দারুণ ফর্মে রয়েছে ও। মিচির জন্য খারাপ লাগছে। কারণ আমরা জানি এই দলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও। তবে বিউয়ের সামনে সুযোগ একটা ভাল সপ্তাহ কাটানোর।'' দলে মার্শ এবং কামিন্স ভাল বন্ধু। তবে মার্শকে বাদ দেওয়ায় বন্ধুত্বে প্রভাব পড়বে না বলেই জানিয়েছেন কামিন্স। তাঁর কথায়, ''ও পুরোটাই বুঝতে পেরেছে। নিজেও জানে যে সে ভাবে রান করতে বা উইকেট নিতে পারেনি।''

বুমরাহর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর নির্বাচক প্রধানের কাছে ছুটলেন গম্ভীর

সিডনি, ২ জানুয়ারিঃ সিডনি টেস্টের আগে যেন রেগে লাল ভারতীয় টিমের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। তাঁর প্রতি কথায় সেটাই ফুটে উঠছে। রোহিত শর্মা শেষ টেস্টে খেলবেন কিনা, তা নিয়ে পরিষ্কার কিছু জানাননি। প্রেস কনফারেন্সে কেন রোহিত আসেননি, সেই প্রশ্ন আসতে তিনি বিরক্তির সুরে জানান, হেড কোচ সেখানে হাজির, এটাই তো তাঁর মনে হয় যথেষ্ট। এ সবের গৌতম গম্ভীরকে। যে সময় তাঁরা দু'জন কথা বলছিলেন, তখন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল এবং রবীন্দ্র জাডেজাদের ওয়ার্ম আপ করতে দেখা যায় এবং ফুটবল খেলতে দেখা যায়। পাশাপাশি শুভমন গিল ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে দেখা যায় ফিল্ডিং করতে। বুমরার সঙ্গে কথা বলার পর গৌতম হাজির হন

পরও গম্ভীরকে নিয়ে আলোচনা থামছে না। সিডনি টেস্টের আগের দিন দীর্ঘক্ষণ জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে কথা বলেন গম্ভীর। তাঁর সঙ্গে লম্বা আলোচনার পর গৌতম পৌঁছে যান নির্বাচক প্রধানের কাছে। এ বার তা হলে কি সিডনি টেস্টে বড় চমক অপেক্ষা করছে? এক রিপোর্ট অনুযায়ী, সিডনিতে অনুশীলনের ফাঁকে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের কাছে। এরপরই ক্রিকেট মহলে বলাবলি হচ্ছে যে, হয়তো সিডনি টেস্টে রোহিত শর্মা বাদ পড়তে পারেন। এবং সেক্ষেত্রে বর্ডার গাভাসকর ট্রফির পারথ টেস্টের মতো ভারতীয় টিমের নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে জসপ্রীত বুমরাকে। কোন সমীকরণে আগামিকাল সিডনিতে নামবে টিম ইন্ডিয়া, এ বার সেটাই দেখার অপেক্ষা।

৪৫০ কোটির দুর্নীতিতে নাম জড়াল শুভমন গিলের, তলব সিআইডির

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারিঃ দুর্নীতিতে নাম জড়ালো টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার শুভমন গিল। তাঁর সঙ্গে তালিকায় নাম রয়েছে আইপিএল টিম গুজরাট টাইটানসের আরও চার ক্রিকেটারের। ক্রাইম ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে ৪৫০ কোটির পনজি স্ক্যাম মামলায় তলব করতে পারে গুজরাট সিআইডি। গিল ছাড়াও, এই তালিকায় আরও তিন ক্রিকেটার রয়েছেন সাই সুধর্শন, রাহুল তেওয়াতিয়া এবং মোহিত শর্মা। আহমেদাবাদ মিরর-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ঘটনা ঘটেছে পনজি স্ক্যামের মূল হোতা ভূপেন্দ্রসিং জালাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর। জালার জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি গুজরাট টাইটানসের এই ক্রিকেটারদের বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত দেননি। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, সিআইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, শুভমন গিল, যিনি ২০২৪ আইপিএলে গুজরাট টাইটানসের অধিনায়ক ছিলেন, ১.৯৫ কোটি টাকা পনজি স্কিমে বিনিয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে, মহিত শর্মা, রাহুল তেওয়াতিয়া এবং সাই সুধর্শন অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। এই পনজি স্ক্যামটি একটি বৃহৎ আর্থিক প্রতারণা যা সাধারণ মানুষের পুঁজি হরফ করে থাকে। প্রাথমিকভাবে, এই ধরনের স্ক্যামগুলি বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে একটি উচ্চ মুনাফা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, এই স্ক্যামের মাধ্যমে কোনও প্রকৃত ব্যবসায়িক কার্যক্রম না হওয়ায়,

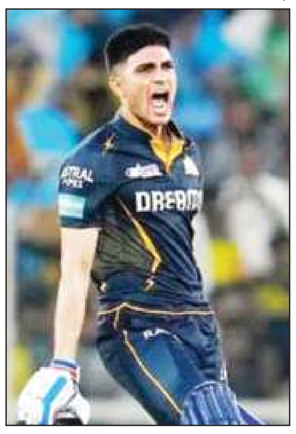

বিনিয়োগকারীরা তাদের টাকা ফিরে পান না এবং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রতারণা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূপেন্দ্রসিং জালা, যিনি এই পনজি স্কিমের মূল হোতা, তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। গুজরাট সিআইডি ইতিমধ্যে এই স্ক্যামটির তদন্ত শুরু করেছে এবং বেশ কয়েকজন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে টাকা ফেরত পাওয়ার দাবি উঠেছে। জালার জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তিনি স্বীকার করেছেন যে, গিল এবং তার সতীর্থ ক্রিকেটাররা এই স্কিমে বিনিয়োগ করেছিলেন এবং তারা এখনও তাদের বিনিয়োগের টাকা ফেরত পাননি। এমন ঘটনায় গুজরাট টাইটানসের এই ক্রিকেটারদের নাম সামনে আসার পর থেকে বেশ কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত, ক্রীড়া তারকারা এই ধরনের আর্থিক স্ক্যাম থেকে দূরে থাকেন, কিন্তু এটি প্রমাণিত যে, কয়েকজন ক্রিকেটারও পনজি স্কিমে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। তাদের মধ্যে শুভমন গিলের নাম উঠে আসা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি বর্তমানে ভারতের অন্যতম পরিচিত ক্রিকেটার এবং ২০২৪ আইপিএলে গুজরাট টাইটানসের অধিনায়ক ছিলেন। এই ঘটনায় ক্রীড়ামহল এবং জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গুজরাট সিআইডি ক্রাইম ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে আরও তদন্ত চলছে, এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই স্ক্যামের সাথে আরও অনেক সেলিব্রিটি এবং জনসাধারণের ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারেন।

RITES LIMITED

(A Govt. of India Enterprise) CIN No. : L74899DL1974GOI007227

Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon – 122001

RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

Requires Engineering Professionals on contract basis on Lump-sum/ IDA pay scale in the following post(s)/ discipline through written test/ interview at RITES Office

VC No.	Post	No. of Posts	Venue & Date
220/24	Airport Operations Expert	01	Interview at RITES Office-Guwahati, Gurgaon and online via video conferencing on 13th & 14th January 2025
187-R1 /E/24	Resident Engineer - Civil	02	Written Test scheduled at RITES offices Kolkata and Gurgaon on 19th January, 2025.
188-R1 /E/24	Resident Engineer - Mechanical	02	
189-R1 /E/24	Resident Engineer - Electrical	01	
CL/01 /25	Engineer (Ultrasonic Testing)	03	Walk-in Interview scheduled on 24th January, 2025 at RITES Kolkata & Gurgaon

For details regarding how to Apply, Position, remuneration, qualification, age, date & venue, selection process etc., candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under Career Section.

ওডিশার ডিফেন্ডার নরেন্দ্র গাহলটের দিকে নজর কেরালা ব্লাস্টার্সের

তিরুঅনন্তপুরম, ২ জানুয়ারিঃ মিকেল স্ট্যাহরের হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়ে আশানুরূপ ফল পায়নি কেরালা ব্লাস্টার্স। পরাজিত হতে হয়েছিল আইএসএলের প্রথম ম্যাচ। সেই হতাশা কাটিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে দল ঘুরে দাঁড়ালেও সেটা বেশিদিন বজায় থাকেনি। সময় এগোনোর সাথে সাথেই একের পর এক ম্যাচে নাস্তানাবুদ হতে হয় দক্ষিণের এই ফুটবল দলকে। যারফলে তলানিতে চলে আসে কেরালা ব্লাস্টার্স। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ সমর্থকরা। চলতি মরসুমের শুরুতে একের পর এক তারকাদের যুক্ত করা হলেও এখনও ভালো পারফরম্যান্স মেলেনি। বর্তমানে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দশম স্থানে রয়েছে এই ফুটবল ক্লাব। আটকে যেতে হয়েছে শেষ চারটি ম্যাচে। এফসি গোয়া থেকে শুরু করে বেঙ্গালুরু এফসি এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সহ জামশেদপুর এফসি, তাঁদের সাথে লড়াই করলেও রক্ষা হয়নি। দলের এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সের জেরে কয়েক সপ্তাহ আগেই কোচ বদলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে কেরালা। ছাঁটাই করা হয় সুইডিশ কোচ মিকেল স্ট্যাহরে সহ তাঁর গোটা সাপোর্টিং টিমকে। বর্তমানে নতুন কোচের খোঁজে কেরালা দল। তবে শুধুমাত্র কোচ নয়। এই উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে দলের মধ্যেও বেশকিছু বদল আনতে মরিয়া কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে দলের আক্রমণভাগের পাশাপাশি রক্ষণভাগ সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে ও একাধিক ফুটবলারদের দিকে নজর রয়েছে সকলের। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, দলের ডিফেন্স লাইনকে আরও মজবুত করতে দলের এক পুরনো ফুটবলারকে ফিরিয়ে আনতে পারে কেরালা। সেক্ষেত্রে গত কয়েকদিন ধরেই উঠে আসতে শুরু করেছিল ক্রোয়েশিয়ার এক তারকা ফুটবলারের নাম। কিন্তু শুধুমাত্র বিদেশি ফুটবলার নয়। ডিফেন্ড লাইনকে আরও মজবুত করতে এবার নাকি ভারতীয় ফুটবলারদের দিকে ও নজর রয়েছে আদ্রিয়ান লুনাদের দলের। এসবের মাঝেই এবার বিভিন্ন মাধ্যমের তরফে উঠে আসতে শুরু করেছে নরেন্দ্র গাহলটের নাম। বর্তমানে সার্জিও লোবেরার ওডিশা এফসির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন জাতীয় দলের এই সেন্টার ব্যাক। জগন্নাথের রাজ্যের এই ফুটবল ক্লাবের হয়ে এখনও পর্যন্ত খেলেছেন মাত্র একটি ম্যাচ। গতবার অভূতপূর্ব পারফরম্যান্স থাকলেও এবার খুব একটা সুযোগ পাচ্ছেন না এই তারকা। সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই নাকি তাঁকে দলে টানতে চাইছে কেরালা ব্লাস্টার্স। কিন্তু আদৌও তাঁকে লোন দিলে ওডিশা এফসি অন্যত্র ছাড়বে কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

ভাইরাসও কাবু করতে পারেনি আর্সেনালকে

ব্রেন্টফোর্ড, ২ জানুয়ারিঃ জিটেক কমিউনিটি স্টেডিয়ামে নামার আগেই অদৃশ্য এক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিল আর্সেনাল। ভাইরাস! অসুস্থতায় ভুগেছেন বেশ ভুলটা চোখে পড়েছে সবারই। সব মিলিয়ে একেবারে এলোমেলো অবস্থা। তবে আশাও ছিল। ২০২৩ সাল থেকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লন্ডনের কোনো ক্লাবের কাছে হারে

কয়েকজন খেলোয়াড়। জার্মান ফরোয়ার্ড কাই হাভার্টজকে তো না খেলে বাড়ি ফিরতে হয়েছে সে জন্য। মিডফিল্ডার ডেকলান রাইসও সুস্থ ছিলেন না। মাঠে নেমেছেন দ্বিতীয়ার্ধে। অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডও অসুস্থতায় ভুগেছেন। একাদশের হয়ে নামলেও ব্রেন্টফোর্ডের প্রথম গোলে তাঁর না আর্সেনাল। পশ্চিম লন্ডনের ক্লাবটির মাঠে তাই জয় না হোক, অন্তত পয়েন্ট ভাগাভাগির আশায় ছিলেন গানার সমর্থকেরা। যেহেতু ভাইরাসের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে একাদশকে, তাই মাঠের লড়াইয়ে এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করা যায়। কিন্তু সে আশাও মুছে যাওয়ার উপক্রম হয় ১৩ মিনিটে ব্রেন্টফোর্ড ফরোয়ার্ড ব্রায়ান এমবুয়েমোর গোলের পর। নতুন বছরের প্রথম ম্যাচেই হারতে না হয়! নাহ, শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। প্রথমার্ধে গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও বিরতির পর গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি ও মিকেল মেরিনোর গোলে ৩-১ গোলের জয়ে ব্রেন্টফোর্ডের মাঠ ছেড়েছে আর্সেনাল। ১৯ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। আর্সেনালের সমান ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় নটিংহাম ফরেস্ট। জয়ের পর ভাইরাসের আক্রমণ নিয়ে আর্সেনাল কোচ আরতেতা বলেন, ''এটা মাঠে এবং মাঠের বাইরে খেলোয়াড়দের ওপর প্রভাব ফেলেছে। ব্যাপার তেমন মারাত্মক কিছু না, তবে পরিস্থিতি একদম আদর্শও ছিল না। কাইয়ের লক্ষণ যেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তাই তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে লন্ডনে (বাড়িতে) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এমন হতেই পারে। সংক্রমণ কিংবা ভাইরাসের আক্রমণ।'' শনিবার ব্রাইটনের মুখোমুখি হবে আর্সেনাল। আরতেতার আশা, দল এর আগেই ভাইরাস-মুক্ত হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com